মহাকালের মন্দির

নারায়ণ সান্যাল

www.boiRboi.blogspot.com

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

॥ কৈফিয়ৎ ॥

'মহাকালের মন্দির' পুনর্মুদ্রিত হয়ে বের হবার অবকাশে কৈফিয়ৎ হিসাবে দুটি কথা বলার আছে। বস্তুত দুটি বাস্তব ও করুণ অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের কাছে পেশ করব।

প্রথম ঘটনায় যদিচ আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তবু সেটা আমার অলক্ষ্যে ঘটেছে; প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ঘটনাস্থল কোন এক সদ্য-বিবাহিত দম্পতির ফুলশয্যার রাত্রির জনান্তিক অবকাশ। নায়িকা আমার স্নেহভাজন, সম্পর্কে ভাগিনেয়ী। ফুলশয্যা রাত্রে যেমন হয়ে থাকে—পরস্পরের বাল্য-কৈশোরের গল্প, আত্মীয়-স্বজনের পরিচয় ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং অনুপান-হিসাবে ইত্যাদি'। কথাপ্রসঙ্গে মেয়েটি উল্লেখ করেছিল: তার সম্পর্কে এক মামা বাঙলা বইটই লিখে থাকেন। নামটি উচ্চারণমাত্র নায়ক ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে: তাই নাকি? উনি তোমার মামা হন? ভদ্রলোক কিন্তু···মানে···ইয়ে লোক খুব সুবিধার নন্।

ভ্রূকুঞ্চনটা এবার সংক্রামিত হয় নববধূর চন্দনচর্চিত ললাটে: মানে?

ওঁর একখানা উপন্যাস আমি পড়েছি যেটা আর একজনের বই থেকে মেরে দেওয়া—

সদ্য-পরিচিত জীবনসঙ্গীর চেয়ে সেই খণ্ড-মুহূর্তটিতে পরিচিত মামাকেই আপন মনে হয়েছিল মেয়েটির, বলেছিল, 'ভাবাবলম্বনে'-লেখা বলতে চাও?

না! যাকে বলে আদ্যন্ত ঝেড়ে টোকা! লাইন বাই লাইন! শুধু বইয়ের নাম, লেখকের আর প্রকাশকের নামগুলো আলাদা!

এর পরের অধ্যায়টা ঝাপ্‌সা। শুনেছি, ঠিক জানি না, ওরা কী একটা বাজি ধরে।

পরদিন বাবাজীবন লাইব্রেরী থেকে দুটি বই এনে তার অকাট্য প্রমাণ পেশ করে। প্রথম বইটির নাম: 'রাওয়ালা' লেখক 'গোপালক মজুমদার', প্রকাশের তারিখ 'মহালয়া ১৩৬২'। দ্বিতীয় বইটি: মহাকালের মন্দির, নারায়ণ সান্যাল, মহালয়া ১৩৭১।

বেচারী নববধূ। 'লাইন বাই লাইন' মিলিয়ে তাকে হার স্বীকার করতে হল।

তার অভিমান যে কী অতলান্তিক তা বুঝতে পারি, কারণ সে এসব কথা আমাকে আদৌ জানায়নি। লোক পরম্পরায় দুঃসংবাদটা কানে আসায় আমাকে স্বীকার করতে হয়েছিল—'রাওয়ালা' আমারই লেখা উপন্যাস, বস্তুত আমার লেখা প্রথম উপন্যাস, 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প'-এরও আগে। আইনঘটিত কারণে বাধা থাকায় সেটা স্বনামে প্রকাশ করিনি, 'মহাকালের মন্দির' প্রকাশের সময়ে স্বীকারও করিনি।

কিন্তু আইনের চেয়েও পারিবারিক শান্তি বড়। আমার অন্য কোনও আত্মীয়-বন্ধুর জীবনে যাতে অনুরূপ দুর্ঘটনা পুনরায় না ঘটে তাই এই কৈফিয়ৎ।

আশা করা যেতে পারে: হারা-বাজি কাহিনীর নায়িকা নতুন করে জিতেছিল। অবশ্য বাজির পরিমাণটা কী, অথবা 'কী-জাতের' তা অনুমান-নির্ভর!

*　　*　　*

দ্বিতীয় ঘটনা সাম্প্রতিক কালের। তার নায়ক বর্তমান মুদ্রণের প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী-সাহেব। সুধীজন মাত্রেই জানেন—বই ছাপাখানা থেকে বের হয়ে আসার শেষপর্যায়ে লেখক ও প্রচ্ছদশিল্পীর একটা আনুষ্ঠানিক মোলাকাৎ ঘটে থাকে। এ-ক্ষেত্রে সে মোলাকাতে চৌধুরী-সাহেব আমাকে কাৎ করেছেন!

লেখকের দায় কাহিনীর চুম্বকসার শিল্পীকে বুঝিয়ে দেওয়া। খালেদ-সাহেব একটু বিচিত্রধর্মী প্রচ্ছদশিল্পী। উনি বললেন, চুম্বকসার-টার নয়, গোটা গল্পটা আমি প্রথমে পড়ে নিতে চাই। তারপর জিজ্ঞাস্য কিছু থাকলে লেখকের কাছ থেকে জেনে নেব। এতটা পরিশ্রম সাধারণত কোন প্রচ্ছদশিল্পী করেন বলে জানি না। তবে নাকি ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক। যাইহোক ফাইলকপি আদ্যন্ত পড়ে উনি বললেন, "আমার একটাই 'অনুপপত্তি' আছে। ১৫৩ পৃষ্ঠায় মুকুল কেন বলল 'তুমি দুষ্টামি করিও না। পিসীর কথা শুনিও, আয়ীমায়ের কথা শুনিও…'—এখানে পিসী কে?"

আমি বললুম, কেন? তিলাঞ্জলি!

: তিলাঞ্জলি তো সম্পর্কে মুকুলের দিদি। তাই নয়?

আমি নক্-আউট!

তিন-তিনবার ছাপা হওয়া সত্ত্বেও এ মারাত্মক ত্রুটি বর্তমান সংস্করণেও রয়ে গেল। তবে এ ভুল শুধু লেখকের নয়, পাঠকেরও! আজ পর্যন্ত এ-দিকে কেউ

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। মধুশ্রীর সন্তান-স্থানীয় রানা মুকুলকে চণ্ডদেবও বোধকরি পুত্রস্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং দুরন্ত অভিমানে দেশত্যাগের মুহূর্তে তিনি হয়তো সত্যই ভুল করে মুকুলকে বলেছিলেন "দুষ্টামি করিও না। পিসীর কথা শুনিও, আয়ীমায়ের কথা শুনিও…"—অর্থাৎ সেই খণ্ড-মুহূর্তে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন—মধুশ্রী তাঁর মাতৃস্থানীয়া! তা যদি হয়ে থাকে তবে বলব, আসলে ভুল লেখক-পাঠকের নয়, স্বয়ং চণ্ডদেবের আর সেই ভুলের মাশুল হিসাবেই মূল কাহিনীটা দানা বেঁধে উঠেছে। আমি কেন অহেতুক লজ্জা পাই?

নারায়ণ সান্যাল

১৫।৮।৭৭

www.boiRboi.blogspot.com

'মহাকালের মন্দির'-এর অনুজ :

বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প ১৯৫৫
বল্মীক ১৯৫৮
ব্রাত্য ১৯৫৯
বাস্তুবিজ্ঞান ১৯৫৯
মনামী ১৯৬০
নৈমিষারণ্য ১৯৬১
দণ্ডকশবরী ১৯৬২
অন্তর্লীনা ১৯৬২
অলকানন্দা ১৯৬৪
পথের মহাপ্রস্থান ১৯৬৫
নীলিমায় নীল ১৯৬৫
সত্যকাম ১৯৬৫
অপরূপা অজন্তা ১৯৬৮
নাগচম্পা ১৯৬৯
তাজের স্বপ্ন ১৯৬৯
আমি নেতাজীকে দেখেছি ১৯৭০
নেতাজী রহস্য সন্ধানে ১৯৭০
জাপান থেকে ফিরে ১৯৭১
চীন-ভারত লঙমার্চ ১৯৭৭

কালো কালো ১৯৭১
শার্লক হেবো ১৯৭১
আবার যদি ইচ্ছা কর ১৯৭২
কলিঙ্গের দেব-দেউল ১৯৭২
আমি রাসবিহারী দেখেছি ১৯৭৩
গজমুক্তা ১৯৭৩
বিহঙ্গ বাসনা ১৯৭৪
বিশ্বাসঘাতক ১৯৭৪
সোনার কাঁটা ১৯৭৪
মাছের কাঁটা ১৯৭৫
অশ্লীলতার দায়ে ১৯৭৫
লালত্রিকোণ ১৯৭৫
পথের কাঁটা ১৯৭৬
নক্ষত্র ১৯৭৬
পঞ্চাশোর্ধ্বে ১৯৭৬
অবাক পৃথিবী ১৯৭৬
আজি হতে শতবর্ষ পরে ১৯৭৭
হংসেশ্বরী ১৯৭৭
মিলনান্ত

www.boiRboi.blogspot.com

এক

রাজপুতানার প্রস্তরসঙ্কুল পার্বত্য পথে একজন অশ্বচালক মন্থর-গতিতে নামিয়া আসিতেছে। গৌরবে ইহাকে পথ বলা হইলেও বস্তুত ইহা অসমতল পায়ে-চলার একটি সড়ক মাত্র। কাষ্ঠাহরণ-কারীদের যাতায়াতে বনভূমির মধ্যে এই পথ।

অশ্বটিকে উচ্চৈঃশ্রবা বা পক্ষিরাজের বংশাবতংস বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহার পিতৃকুল অথবা মাতৃকুলে হয়তো কোন অশ্বতর প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। পীতবর্ণের এই বিচিত্র অশ্বের উপর চিন্তিতমুখে যে সওয়ারটি বসিয়াছিলেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। অত্যন্ত সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মস্তকে অবিন্যস্ত মসীকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ। উন্নত নাসা এবং বুদ্ধিদীপ্ত আয়ত চক্ষে আর্যরক্তের ছাপ, যদিও তাহার পরিধান, উষ্ণীষের পক্ষ্ম প্রভৃতি দেখিয়া তাহাকে পার্বত্য মীনা, ভীল অথবা আহেরিয়া জাতির লোক বলিয়া মনে হয়।

প্রায় সহস্র হাত নিম্নে সমতল ক্ষেত্রের বাড়িগুলি ছবির মতই দেখাইতেছিল। রাজপুতানার একটি গ্রাম্য জনপদ; বিস্তীর্ণ বজরা এবং জোয়ারের ক্ষেত্র—আপাদমস্তক যেন পারস্যদেশীয় গালিচায় আচ্ছাদিত। আরও নিম্নে একটি পার্বত্য নদীর বিসর্পিল রৌপ্যরেখা।

সহসা অশ্বচালক সচকিত হইয়া উঠিল। অশ্বেরও কর্ণদ্বয় চকিতে পশ্চাৎভাগে ফিরিয়া গেল। সে ঠিকই শুনিয়াছে। অশ্বক্ষুরধ্বনি। দেখিতে দেখিতে পাকদণ্ডীর পথ বাহিয়া কয়েকজন দ্রুতগামী অশ্বচালক নামিয়া আসিল এবং যুবক সতর্ক হইবার পূর্বেই তাহার পার্শ্ব দিয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে নিচে নামিয়া গেল। উহাদের আস্কন্দিত গতিচ্ছন্দে আমাদের পীতবর্ণের পক্ষিরাজও গতিবেগ বর্ধিত করিল।

নায়কের কিছু পূর্ব-পরিচয় এইস্থলে দিয়া রাখা ভালো।

তরুণের নাম বুদ্বুদ। পাহাড়িয়াদের মধ্যেই তাহার বাল্য কৈশোর অতিবাহিত। এযাবৎকাল মধুকের সন্ধানে; বন্যবরাহের অন্বেষণে পার্বত্য পথেই তাহার দিন কাটিয়াছে। তলোয়ার এবং বল্লমের ব্যবহারটা সে শিখিয়াছে ভালোই। তাহার বন্ধুদের বিশ্বাস বুদ্বুদ অসিচালনায় অপরাজেয়। তাহাকে কখনও কেহ অসিযুদ্ধে পরাস্ত হইতে দেখে নাই। পাহাড়িয়া বন্ধুদের ধারণা স্বয়ং যমরাজ পর্যন্ত যদি কখনও তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন তাহা হইলে বুদ্বুদ অসি নিষ্কাশিত করিবার পূর্বেই তাঁহাকে কাজ সারিতে হইবে; একবার অসি কোষমুক্ত করিলে স্বয়ং যমরাজও নাকি তাহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইবেন!

বুদ্বুদ আহেরিয়া সর্দার মঙ্গলরামের পালিত-পুত্র। বস্তুত এতদিন সে মঙ্গলরামকেই পিতা বলিয়া জানিত। মঙ্গলরাম বর্তমানে অশীতিপর বৃদ্ধ—তাহাকে সমস্ত আরাবল্লীপর্বতের পাহাড়িয়াগণ একডাকে চিনে। যৌবনে মঙ্গলরাম ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সে তাহার কৈশোরের মহাবীর হম্বীরের সহিত আহেরিয়ায় গিয়াছে। রানা ক্ষেত্রসিংহের পতাকাতলে যুদ্ধ করিয়াছে। মঙ্গলরামের পিতা রানা হম্বীরের সেনাদলে চিতোর উদ্ধারে স্বহস্তে লড়িয়াছেন। বৃদ্ধ মঙ্গলরাম তাহার পালিত পুত্রটিকে আপন বক্ষপঞ্জর অপেক্ষাও ভালবাসিত। অস্ত্রশিক্ষা শস্ত্রবিদ্যা নিপুণভাবে নিজে শিখাইয়াছিল পালিত পুত্রকে। বুদ্বুদ যে মঙ্গলরামের পুত্র নহে একথা সে সম্প্রতি জানিয়েছে। তাহার ধমনীতে যে পার্বত্য আহেরিয়ার রক্ত বহিতেছে না একথা জানিবার পর পুত্র পিতার মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। দাবি করিয়াছিল আপনার পিতৃ-পরিচয়।

মঙ্গলরাম সকল কথার জবাব দিতে পারে নাই। অষ্টাদশ-বর্ষের যবনিকা ভেদ করিয়া তাহার সকল কথা স্মরণ হইল না। বারে বারে ভুল হইয়া গেল। বুদ্বুদ তাহাকে একই প্রশ্ন করিতেছিল,—'মা আমার কেমন ছিল দেখিতে? সে কোন্ দেশের রমণী? তোর কিছুই মনে নাই?'

বৃদ্ধ শিরশ্চালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া শুধু বলিল,—'না বেটা, আমার স্মরণ হইল না। খুব উম্‌দা বদন—বহুৎ খাপসুরৎ ছিল তোর মাঈ।'

বৃদ্ধের নিকট যেটুকু কাহিনী সংগ্রহ করা গিয়াছে তাহা নিম্নোক্ত-রূপ—দীর্ঘদিন পূর্বে মঙ্গলরাম সর্দার একবার দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল। একরাত্রে শিকার করিয়া ফিরিবার পথে সহসা জঙ্গলের ভিতর একটি সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পায়। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে গিয়া দেখে একজন ঘরণা-ঘরের রমণী তাহার সদ্যোজাত শিশুপুত্রটিকে বক্ষপুটে আড়াল করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। মঙ্গলরামই স্বীয় তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা জননীর সহিত শিশুর যোগসূত্রটি ছেদন করে। সদ্যোজাত সন্তানটিকে যখন সে সযত্নে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল তখন জননীর বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়াছে। সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার সর্দারের দিকে দৃক্‌পাত করিয়া অস্ফুটে কি উচ্চারণ করিয়া রমণী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মৃতের সৎকারের জন্য কয়েকজন সহচরকে রাখিয়া বৃদ্ধ ছুটিল গ্রামের দিকে একটি দুগ্ধবতী ধাত্রীর সন্ধানে। আশ্চর্য জীবনীশক্তি সেই শিশুর। ভাগ্যের নিষ্ঠুর প্রতিবন্ধকতাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিল সে।

ইহার পর আহেরি সর্দার মঙ্গলরামের অপমৃত্যু হইল, বাঁচিয়া রহিল জনক মঙ্গলরাম, সংসারী মঙ্গলরাম। তবু এই পালিত পুত্রটি যে আহেরিয়া নহে, ভদ্রসন্তান, এ সত্য সে একদিনের জন্য ভোলে নাই। তাই নিজে তাহার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ভার লইলেও তাহাকে কিছু কিছু সংস্কৃত লেখাপড়াও শিখাইয়াছিল।

সমস্ত কাহিনীটি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনিয়া বুদ্ধু প্রশ্ন করিয়াছিল,—'আমার মা, আমার বাপের কোন সন্ধান তুমি পাও নাই? আমার পিতার পরিচয় কি?'

বৃদ্ধ সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল,—'কাঁদিস না বেটা—দুনিয়ায় তোর পরিচয়—তুই মরদ। তুই লেখাপড়া শিখিয়াছিস, মহাবীর কর্ণের কথা তো তুই জানিস। তুই, তুই···এই মঙ্গলরামের বেটা।'

www.boiRboi.blogspot.com

ক্ষুব্ধ কিশোর অস্বীকার করিয়াছিল,—'না! আমি রাজপুত আমি আহেরি নই! কেন তুই আমার খোঁজ করলি না?'

বৃদ্ধ নীরব থাকে। খোঁজ যে সে একেবারে করে নাই তাহা নহে, কিন্তু গোপনে। বস্তুত প্রকাশ্যে সে আন্তরিক সন্ধান করে নাই—কারণ সেদিন সে ঐ সদ্যোজাত মাংসপিণ্ডকে হারাইতে রাজী ছিল না।

বৃদ্ধের নীরবতায় বুদ্ধুদ ক্ষুব্ধ হয়—'বুঝিয়াছি! তুমি ইচ্ছা করিয়াই আমার সন্ধান লও নাই! আমাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া।'

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠে। হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

বুদ্ধুদ বৃদ্ধকে জানাইয়াছিল, সে রাজপুতদিগের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাহে। মেবার, মারবার, মালোয়া কোন সৈন্যদলে নাম লিখাইতে চাহে।—পার্বত্যদের মধ্যে সে আপন জীবন ব্যর্থ হইতে দিতে পারে না। বৃদ্ধ আপত্তি করে নাই। পক্ষিশাবক যে চিরকাল পক্ষচ্ছায়ায় থাকে না এ-সত্য সে জানিত। তবে বৃদ্ধ অনুরোধ করিয়াছিল, বুদ্ধুদ যেন চিতোরেই নিজ অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করে। মেবারের প্রতি তাহার একটা বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে। মেবারের পক্ষে সে নিজে অসি ধরিয়াছে।

বৃদ্ধ আপন-হস্তে পুত্রকে সাজাইল। তাহার কটিদেশে তরবারি বাঁধিয়া দিল। বিদায়ের সময় ওর হস্তে তুলিয়া দিল একখানি কঙ্কণ। কহিল,—'তোর মাঈর গায়ে কোন গহনা ছিল না, কারুলা, আওলা, পাঁয়জোর কিছুই না। শুধু এক হাতে ছিল, সীমন্তিনীর লক্ষণ এই কঙ্কণ। এটি তোমার সম্পত্তি।'

কঙ্কণটি মস্তকে স্পর্শ করাইয়া বুদ্ধুদ অঙ্গরাখার ভিতর রাখিল। বৃদ্ধ বলিল,—'চিতোরের শিশোদীয়া রানা আর একলিঙ্গ-ভবানীমাতা ভিন্ন কাহারও কাছে কখনও মাথা নত করিবে না। তোমার পিতা, মানে আমিও কোনও দিন কাহারও নিকট নতি স্বীকার করি নাই—একমাত্র রানা ও দেবাদিদেব ভিন্ন। একথা ভুলিও না।'

উদ্ধত কিশোর তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—'চিতোরের শিশোদীয়া রানা আর একলিঙ্গ-ভবানীমাতার চরণ ভিন্ন কাহারও নিকট নতি স্বীকার করিব না।'

প্রতিজ্ঞান্তে তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া বুদ্বুদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল বৃদ্ধ পিতাকে। মঙ্গলরামও দুই হাতে আশীর্বাদ করিল প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পালিত পুত্রকে। পিতা পুত্রের কাহারও খেয়াল হইল না, প্রতিজ্ঞার পরমুহূর্তেই সেটিকে নিঃশেষে ভাঙিয়া ফেলা হইল।

অজানার পথে যাত্রা শুরু করিল কিশোর। পাহাড়ের চূড়ায় কল্যাণ-দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল বৃদ্ধ।

বুদ্বুদ যখন পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিল তখন সূর্য পশ্চিম পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়াছে। ঘরে ঘরে একটি দুইটি করিয়া সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে। সম্মুখেই একটি পান্থশালা দেখা যায়, একধারে একটি পাদপের সহিত কয়েকটি অশ্ব রজ্জুবদ্ধ। অপর পার্শ্বে একটি কূপ হইতে গ্রাম্যবধূরা জল তুলিতেছে। তৈলতৃষিত কপিকলের করুণ আর্তনাদ ভাসিয়া আসিতেছে। পান্থশালার পার্শ্বেই একটি অত্যন্ত সুদৃশ্য পল্যঙ্কিকা। বুদ্বুদ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই শুনিল একটি উচ্ছ্বসিত অট্টহাস্য। শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিল দ্বিতলের অলিন্দে দাঁড়াইয়া দুইজন রাজপুত যোদ্ধা কি লইয়া খুব হাসাহাসি করিতেছে। উহাদের একজনের তর্জনী হইতে সরলরেখা টানিলে রেখার অপর প্রান্ত আসিয়া পড়িবে বুদ্বুদের অবলা অশ্বটির অঙ্গে। বুদ্বুদ বুঝিল। ওর সমস্ত রক্ত যেন মাথায় চড়িল। উপরের দিকে মুখ তুলিয়া কহিল,—'মহাশয় শুনিতেছেন? হ্যাঁ, আপনাকে বলিতেছি। আপনার অট্টহাসির কারণটা জানিতে পারি কি। হেতুটা জানিতে পারিলে আমরা সকলেই ঐ হাসিতে যোগ দিতে পারি।'

'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলিতেছি না।'

একটি ছদ্ম অভিবাদনের ভঙ্গি করিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'আমি যে আপনার সহিতই কথা বলিতেছি।'

ওর বাচনভঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, যে ব্যঙ্গ, যে ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছিল অপমান করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভদ্রলোকের মূর্তি অলিন্দ হইতে সরিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে পান্থশালার দ্বারপথে নির্গত হইয়া আসিয়া থামিল এই বিচিত্র ঘোটক এবং তাহার বিচিত্রতর প্রভুর মাঝখানটিতে।

রাজপুত সম্ভবত রাঠোর। মেদহীন সুগঠিত শরীর, রৌদ্রদগ্ধ তাম্রাভ গাত্রবর্ণ। গুম্ফের দুইপ্রান্ত মোম দিয়া সযত্নে পাকানো এবং গুম্ফপ্রান্তদ্বয় যুগলেই সমান উচ্চাভিলাষী। চোখেমুখে একটি প্রচ্ছন্ন হাস্য-প্রলেপ। রাঠোরের বয়ঃক্রম চল্লিশোর্ধ্ব, তাহার পিছনে পিছনে আরও একজন রাঠোর বাহির হইয়া আসিল। প্রথম লোকটি বুদ্ধুদকে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, এবং তাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কহিল,—

'অঙ্গদেব, এইরূপ হরিদ্রাভ জীব আমি গোটা রাজপুতানায় কখনো দেখি নাই। এটি নিশ্চয়ই হর্দিতে* ভুগিতেছে অথবা অচিরেই ইহার বিবাহ ঘটিবে।'

সঙ্গী অঙ্গদেব কহিল,—'কেন বিবাহ হইবার কারণ কি?'

'তুমি রাওয়ালার রক্ষী, এটা বুঝিলে না? এটি যে গাত্র-হরিদ্রার আসর হইতে সদ্য উঠিয়া আসিয়াছে!' বলিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত বেপরোয়া হাসিতে পরিবেশটা উচ্চকিত করিয়া দিল।

বুদ্ধুদের আপাদমস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল,—'দুনিয়ায় এক শ্রেণীর গাড়োল আছে যাহারা সোয়ারের দিকে চাহিয়া হাসিতে সাহস পায় না, তাই তাহার অশ্বের দিকে চাহিয়া হাসে।'

রাঠোর গুম্ফপ্রান্তে চাড়া দিয়া এতক্ষণে ওর ছদ্ম অভিবাদনের প্রত্যর্পণ করিল,—'অশ্ব? ধন্যবাদ! এটি যে অশ্ব তাহা বুঝিতে পারি নাই! যাহাই হউক—আমি সচরাচর হাসি না, তবে যখন

---

* হর্দি—ন্যাবা, জনডিস্

হাসি তখন কাহারও অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন মনে করি না। এইটি আমার স্বভাব।'

'কাহাকেও হাসিতে দেখিলে আমি সচরাচর আপত্তি করি না। তবে কাহারও হাস্য আমার অপছন্দ হইলে তাহাকে হাস্য সংবরণ করিতে বাধ্য করি। এটাই আমার স্বভাব।'

'ও তাই নাকি? হইতে পারে।' বলিয়া রাঠোর হাসিতে হাসিতে পান্থশালার দিকে ফিরিলেন।

তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বুদ্বুদ হাঁকিল,—

'এদিকে ফিরুন অট্টহাসিবাবু, পিছন হইতে আমি কাহাকেও আঘাত করি না!'

'আঘাত করিবেন? সকল ঠাট্টা তামাশারই একটা সীমা আছে।'

'সেই সীমারেখাটিই আপনাকে সমঝাইয়া দিতে চাই।'

রাঠোর ফিরিল, কিন্তু সঙ্গীকে সম্বোধন করিয়াই কহিল,— 'অঙ্গদেব, তুমি বল মেবারের সেনাদলে লোক পাওয়া যায় না— অথচ পথে ঘাটে দেখ, কত বীর অহেতুক আস্ফালন করিয়া বেড়ায়।'

কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই উন্মুক্ত তরবারি হস্তে বুদ্বুদ লাফাইয়া পড়িল অপরিচিতের উপরে। হাসি বিদ্রূপ করিলেও ধূর্ত রাঠোর সম্পূর্ণ সজাগ ছিল এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য। তাই বুদ্বুদের তরবারি রাঠোরের অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তাহার অস্ত্রে ব্যাহত হইল।

মুক্ত কৃপাণ হস্তে দুইজন যোদ্ধা দাঁড়াইয়াছে পান্থশালার সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন দর্শক আকৃষ্ট হইয়াছিল। যোদ্ধৃবৃন্দের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। সকলেই সরিয়া গিয়া বৃত্তাকারে যোদ্ধৃদ্বয়ের জন্য খানিকটা স্থান করিয়া দিল। উভয়ের তরবারি মস্তকের উপরে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে; মুহূর্তের নীরবতা; আসন্ন কাল-বৈশাখীর পূর্বাভাস যেন!

অনিবার্য দ্বন্দ্বযুদ্ধটিতে কিন্তু একটা ব্যাঘাত জন্মিল দ্বিতলের অলিন্দ হইতে একটি চারাগাছ সমেত ফুলগাছের টব সশব্দে আসিয়া

পড়িল বুদ্বুদের মস্তকে। মুক্ত কৃপাণ তাহার হস্ত হইতে ছুটিয়া গেল। বুদ্বুদ সংজ্ঞাহীন হইয়া ধুলায় লুটাইল। রাঠোর উপরে চাহিল, দেখিল তাহার একজন বন্ধু অলিন্দে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

বুদ্বুদের জ্ঞান হইলে দেখিল, পান্থশালার একখানি চারপাইতে শুইয়া আছে। রাত্রি গভীর। নিকটে কেহ নাই। বুদ্বুদ উঠিয়া বসিল। তরবারিখানা পাশেই পড়িয়াছিল। কোষবদ্ধ করিল সেখানা। বাহিরে যেন কাহাদের কথোপকথন শুনা যায়। লঘুপদে বুদ্বুদ বাহিরে আসিল। অন্ধকার তখন ঘনীভূত। কৌতূহলী দর্শকের দল যে যাহার কর্মে চলিয়া গিয়াছে। পান্থশালার সম্মুখভাগে একজন লোক মশাল-হস্তে পল্যঙ্কিকার ভিতরে কাহার সহিত কথা বলিতেছে। বুদ্বুদ চিনিল সেই রাঠোর যোদ্ধাটি। এ পাশে যে স্থানে অশ্বগুলি বাঁধা ছিল সে স্থানটা শূন্য। রাঠোরের অশ্ব তাহার অনতিদূরেই দণ্ডায়মান। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাহার অজ্ঞান অবস্থাতেই অর্বাচীনটা পলায়ন করে নাই। মুক্ত কৃপাণ হস্তে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াই বুদ্বুদ শুনিল পালকির ভিতর হইতে কে বলিল,—

'তাহা হইলে আমাকে এক্ষনি দিল্লী যাইতে হইবে? এতটা পথ যাইবার যাবতীয় খরচও আশা করি আনিয়াছ?'

রাঠোর বিনা-বাক্যব্যয়ে একটি কাষ্ঠের ক্ষুদ্রায়তন বাক্স হইতে একটি চর্মপেটিকা বাহির করে। পালকির অভ্যন্তরবাসীর দিকে সেটিকে নিক্ষেপ করিল এবং মশালটি উঁচু করিয়া ধরিল। বুদ্বুদ অবাক বিস্ময়ে দেখিল পালকির ভিতর রহিয়াছেন একজন মহিলা— মুসলমান জেনানা বলিয়া বোধ হয়। সর্বাঙ্গে মূল্যবান আভরণ, পরিধানে রক্তবর্ণের রেশমবস্ত্র, মাথার উপর দিয়া একটি সূক্ষ্ম দোপাট্টা। মেয়েটির বয়স বিশ, ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ যাহা খুশী হইতে পারে। বস্তুত স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে ও প্রসাধনের পারিপাট্যে বয়সের অঙ্কটা একেবারে আন্দাজের বাহিরে। মশালের আলোকে, অন্ধকারের পটভূমিকায় সর্বালঙ্কারভূষিতা এই লাবণ্যময়ী রমণীর

রহস্যময় আবির্ভাবে বুদ্বুদ যেন হতচেতন হইয়া গেল। রমণী চর্মপেটিকা বামহস্তের উপর উপুড় করিয়া দিল। সবগুলিই সোনার আসরফি।

রমণী হাসিল। অদ্ভুত মোহিনী হাসি। কহিল,—'তাহলে আদাব! আমি রওনা হলাম। তুমিও দেরি করিও না।'

'আমি মুহূর্ত বিলম্ব করিব না। এখনি যাইব।'

'সেকি? ওই আহেরি ছোঁড়াটাকে কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়াই?'

আর সহ্য হইল না বুদ্বুদের। একলম্ফে অকুস্থলে আবির্ভূত হইল সে মুক্তকৃপাণ হস্তে। কহিল,—'আহেরি ছোঁড়াই শিক্ষা দিবে এই মারোয়ারি ভেড়ুয়াকে!'

চকিতে সতর্ক হয় রাঠোর—'আপনার জ্ঞান হইয়াছে দেখিতেছি।'

'আজ্ঞে হাঁ মহাশয়! এইবার আপনাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করিতে চাহি। আশা করি এবারও আপনি পলাইবার চেষ্টা করিবেন না।'

'পলাইব!'

পালকি হইতে রমণী সাবধানবাণী উচ্চারণ করে—'ভুলিও না, তোমার উপরে ন্যস্ত আছে অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব।'

'না ভুলিব না। তুমি যাও, আমিও চলিলাম!' মুহূর্তে অশ্বারোহণ করিল রাজপুত। বিদ্যুদ্‌গতিতে ঘুরিল তাহার অশ্বের মুখ।

'ভীরু কাপুরুষ!'—চীৎকার করে বুদ্বুদ। পান্থশালার অধীপও তখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার পিছনে। সে কহিল,—'আমার পাওনা?'

'ঐ ছোঁড়া দিবে। খোকাবাবু—দামটা দিয়া দিও।' ভাসিয়া আসিল দূর হইতে।

বুদ্বুদ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার চেষ্টা করিতেই রাঠোর হস্তধৃত

www.boiRboi.blogspot.com

বাক্সটি ছুড়িয়া মারিল বুদ্বুদের মস্তকে। পুনরায় সংজ্ঞা হারাইয়া বুদ্বুদ মাটিতে পড়িল। দূর হইতে দূরে বনভূমি উচ্চকিত করিয়া একটা অট্টহাস্যের প্রতিধ্বনি শুধু শুনা যাইতেছিল তখন।

দুই

কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়াছে জানে না, জ্ঞান হইলে প্রথমটায় বুদ্বুদের কিছুই মনে পড়িল না। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সে একাকী শুইয়া ছিল। ধীরে ধীরে সে চাহিয়া দেখিল। শিয়রের দিক হইতে শীতল বাতাস ও একটি মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে তাহার সব কথা মনে পড়ে। সেই অর্বাচীন রাজপুরুষটার বন্ধু তাহার মস্তকে ফুলগাছের টব ফেলিয়া দেওয়ায় সে অজ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কেমন করিয়া হইবে? তবে কি সেই পালকির ভিতরে দেখা রমণী মূর্তি, সেই আসরফির থলি, সবই স্বপ্ন?··· আরও যেন কি মনে পড়িতেছে। অস্পষ্ট একটি মুখ! যেন স্বপ্নের মধ্যে তাহাকে চলাফেরা করিতে দেখিয়াছে! রক্তচীনাংশুকে মণ্ডিত সেই সেবাপরায়ণা দেবীমূর্তি? কখনও তাহার মস্তকে সিক্ত বস্ত্রের প্রলেপ দিতেছে, কখনও ঔষধ খাওয়াইতেছে, কখনও বা অর্ধস্ফুট একখানি কচি মুখ শুধুই নিষ্পলকে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!··· এ সকলই স্বপ্ন?

মৃদু সৌরভ এবং শীতল বাতাস শিয়রের দিক হইতে তখনও আসিতেছিল। বুদ্বুদ অতি ধীরে ধীরে সেদিকে ফিরিয়াই চমকিত হইল। এই তো সে। তবে তো স্বপ্ন নহে। শিয়রের নিকট একটি কিশোরী নিমীলিত নেত্রে মন্থরবেগে তাহাকে ব্যজন করিতেছে। মৃদু সৌরভটি ঐ চন্দনকাষ্ঠের পাখার অথবা কিশোরীর প্রসাধনের অগুরু সুবাস, অথবা পদ্মিনী নারীর সহজাত সৌরভ, সে সমস্যার সমাধান করিবার মতন মনের অবস্থা তাহার ছিল না। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়াই আমাদের নায়ক মহাবীর-বিনিন্দিত

একটি উল্লম্ফন দিতে প্রয়াসী হইল। ফলে পতন এবং পুনরায় মূর্ছা।

বারান্দা হইতে ছুটিয়া আসিল একজন বৃদ্ধা। কিশোরী এবং বৃদ্ধা অবলীলাক্রমে কিশোরকে পুনরায় তাহার বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বৃদ্ধা কহিল,—'জ্ঞান হইয়াছিল ?'

কিশোরী সম্মতিসূচক গ্রীবাভঙ্গি করিল।

'তোমাকে দেখিয়াছে ?'

কিশোরীর কপোলদুটি রক্তাভ হইল। সলজ্জে সে কহিল,—'না।'

বৃদ্ধা কহিল,—'আর অপেক্ষা করা উচিত নহে। মাধববর্মা এক্ষনি রওনা হইতে বলিতেছেন।'

কিশোরী কহিল,—'আমার শরীর ভালো নাই। আজ রাত্রিটুকু এস্থলে থামিয়া কল্য প্রাতে পুনরায় যাত্রা করিলেই চলিবে।'

বৃদ্ধা কিছুই বলিল না। বৃদ্ধা চলিয়া যাইতেই কিশোরী বুদ্ধুদের কপালে শীতল করাঙ্গুলি বুলাইতে শুরু করিল।

পরদিবস বুদ্ধুদের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন বেলা একপ্রহর অতিক্রান্ত। পান্থশালার একজন ভৃত্যজাতীয় লোক তাহার খিদমৎ করিতেছিল। ঔষধ দিল, পথ্য দিল। পান্থশালার অধীপও তাহার কুশল লইয়া গেল। পূর্বদিকের গবাক্ষের রৌদ্র ঘুরিয়া ক্রমে পশ্চিম-দিকের জানালা দিয়া উঁকি মারিল। বুদ্ধুদের অবস্থা তখন শ্বশুরালয়ে নবাগত জামাতার মত। সে সকলকেই দেখিতেছে অথচ কাহাকেও দেখিতেছে না। বস্তুত প্রত্যাশিত ব্যক্তি সারাদিনে একবারও আসিল না। বুদ্ধুদের আঘাত মারাত্মক নহে। সে উঠিয়া বসিল। পান্থশালার অধীপকে ডাকাইয়া পাঠাইল। কিছু ইতস্তত করিয়া সে কিশোরীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। পান্থশালার অধীপের নিকট যাহা সংবাদ পাওয়া গেল তাহা স্বাভাবিক হইলেও মর্মন্তুদ। এটি পান্থশালা। কেহ কাহারও পরিচয় জানে না।

www.boiRboi.blogspot.com

ঐ রাঠোর যুবক, যে তাহার শত্রুতা করিল সেও যেমন এখানকার একরাত্রের মুসাফির—এই কিশোরী, যে তাহার সেবা করিল সেও তেমনই এখানকার অপরিচিত অতিথি। কিশোরী ও বৃদ্ধা তাহাদের রক্ষকের সহিত মান্দোরের পথে অদ্য প্রাতেই চলিয়া গিয়াছে।

মান্দোর এখান হইতে দুইদিনের পথ। বুদ্বুদ ভাবিল, এক্ষনি রওনা হইতে পারিলে পথে পুনরায় তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতে পারে। বুদ্বুদ তৎক্ষণাৎ পান্থশালার পাওনা মিটাইয়া দিয়া রওনা হইয়া পড়িল।

এতক্ষণে যেন জীবনের একটা উদ্দেশ্য পাওয়া গেল। গৃহ হইতে রওনা হইবার সময় তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল মেবারের সৈন্যদলে ভর্তি হওয়া। মেবারের রাজধানী চিতোরের দিকেই সে যাইতেছিল। পথিমধ্যে গতি পরিবর্তন করিয়া এক্ষণে মান্দোরে চলিল। তাহার জীবনের দুইটি উদ্দেশ্য পাওয়া গিয়াছে। প্রথমত সেই রাজপুত রাঠোরটিকে শিক্ষা দিতে হইবে—দ্বিতীয়ত, এই কিশোরীর সন্ধান লইতে হইবে। কাহাকেও সে ভোলে নাই। রাঠোরকে তো নহেই—তাহার মোহিনী সঙ্গিনীটিকেও নহে। আর কিশোরী? তাহার আয়ত চক্ষু, কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গ, চিবুক ও কপোলের উপর তিলচিহ্নগুলি পর্যন্ত তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছে—মুহূর্তের দর্শনেই।

পথে নামিয়াই বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল—অসংখ্য লোক মান্দোর অভিমুখে চলিয়াছে। পদব্রজে, অশ্ব, গোযানে এবং পালকিতে। ব্যাপার কি? এত লোকে এদিকে কোথায় যাইতেছে? পথে চলিতে চলিতে একজন অশ্বারোহী গ্রাম্য সর্দারের সহিত বুদ্বুদ আলাপ করিল। গ্রাম্য সর্দার সপরিবারে মান্দোর যাইতেছেন, পিছনের গোযানে তাঁহার সর্দারণী সকাচ্চাবাচ্চা আসিতেছেন। সর্দারের নিকট অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিল বুদ্বুদ।

মান্দোর মারবার রাজ্যের রাজধানী। আমরা যে সময়ের কথা

বলিতেছি তখনও মারবারের বিখ্যাত রাজধানী যোধপুরের পত্তন হয় নাই।* যোধপুরের বর্তমান রাজার নাম রাও রণমল্ল। যুবরাজের নাম কুমার যোধা। এই যুবরাজ যোধাই পরবর্তীকালে রাজা হইয়া যোধপুর নগরীর পত্তন করেন। মারোয়ার রাজ্য মেবারের মত শস্যশ্যামলা নহে—মরুভূমির মত রুক্ষ দেশ। পূর্বে মেবার এবং পশ্চিমে মারোয়ার—মাঝখানে উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত আরাবল্লী পর্বত। তখন, শুধু তখন নহে সব যুগেই, সমস্ত রাজোয়ারার প্রধান ছিলেন মেবারের রানা। ঐতিহ্য, সম্মান এবং প্রতিপত্তিতে মারবারের স্থান মেবারের পরেই।

খবর পাওয়া গেল, মারবারের তদানীন্তন রাজধানী মান্দোরে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় একটি অসি প্রতিযোগিতার আসর হয়। মেবার, মারবার, বুন্দি, মালোয়া প্রভৃতি রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি-যোদ্ধা সমবেত হন এই আসরে। সকল রাজ্য হইতেই আসেন তিনজন করিয়া প্রতিনিধি। রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত তরবারি লইয়া আপোসে অসিযুদ্ধ হয় বিভিন্ন প্রতিযোগীদের মধ্যে। উপস্থিত রাজন্যবর্গ বিচার করেন। যে দল বিভিন্ন প্রতিযোগিদলকে পরাস্ত করিতে পারে সেই দল পায় মারবারের রাজার হস্ত হইতে সম্মান-আয়ুধ তরবারি। এই অসিযুদ্ধের আসরেই নির্ধারিত হইয়া যায় সে বৎসরের জন্য সমস্ত রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ অসিবীরত্রয়ীর নাম। সর্দার বলিতেছিল, এই অসিযুদ্ধের আসরে কৃতিত্ব দেখাইয়া কত সাধারণ সৈনিক মনসবদারের পদে উন্নীত হইয়াছে। অসিযুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে বুদ্বুদ উৎসাহিত হয়। ওকে এখানে যাইতেই হইবে। কে জানে হয়তো এখানেই ওর ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। বুদ্বুদ জিজ্ঞাসা করে—'গত বার কি হইয়াছিল?'

'গত বৎসরও মেবার জয়লাভ করে।'

'যোদ্ধাদের নাম কি?'

---

* সাল তারিখের হিসাব করিলে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ।

'নাম আমার মনে থাকে না—কি যেন পাহাড় পর্বতের নাম সব।'

'পাহাড় পর্বতের নাম? সে আবার কি? যুবরাজ চণ্ড? রঘুদেব?'

হা হা করিয়া হাসিয়া ওঠে মারোয়ারি সর্দার। বলে,—

'যুবরাজ চণ্ড আর রঘুদেব যুদ্ধ করিবে? রঘুদেবটা তো শুনিয়াছি একটা সন্ন্যাসী—তরোয়াল তো দূরের কথা তাহার বাঁট দেখিলেই মূর্ছা যায়। আর চণ্ড? সে তো একটা—'

'সাবধান!' গর্জন করে বুদ্বুদ।

ইহার একটি গোপন কারণ আছে। মঙ্গলরামের প্রভাবে বুদ্বুদ মনে মনে মেবারের ভক্ত। বর্তমান রানা লখার দুই পুত্র। যুবরাজ চণ্ডদেব ও কুমার রঘুদেব। ইহারা কতদূর শক্তিধর সে কিছুই জানিত না বটে—কিন্তু মনে মনে সে ইহাদের পূজা করিত। তাই মারোয়ারি সর্দারের কথায় বুদ্বুদ জ্বলিয়া উঠিল। মারোয়ারি হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ভয়ে ভয়ে কহিল,—'আপনি কি মেবারী? আপনাকে তো আহেরিয়া ভাবিয়াছিলাম।'

'তুমি কি ভাবিতেছ তাহাতে আসে যায় না। শুনিয়া রাখ—ঐ কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিলে এতক্ষণ শুধু বাঁটই দেখিতেছ—এইবার আমার তরবারির নগ্ন স্বরূপ দেখিতে পাইবে।'

মারোয়ারি ভয় পাইয়াছিল। তবু হাসিয়া কহিল—'এখন আর তাহা হইবার নহে। কারণ আমরা মান্দোরনগরী-সীমায় পৌঁছিয়াছি। এখানে তরবারী নিষ্কাশিত করিলেই প্রহরী আপনাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে!'

বুদ্বুদ কহিল, 'কেন?'

সর্দার একথার জবাব দিল না। সে আগাইয়া গেল। বুদ্বুদ তখন অন্যান্য পথচারীর সহিত আলাপ করিতে সচেষ্ট হইল এবং আরও সংবাদ পাইল যে, এই অসিযুদ্ধের সময় মান্দোরে একটি বিখ্যাত মেলা হয়। এত যাত্রী-সমাগমের কারণ ইহাই। এ ছাড়াও

একটি খবর পাওয়া গেল। কার্তিকের শুক্লপক্ষে মান্দোর নগরবাসীর মধ্যে অসিযুদ্ধ নিষিদ্ধ। ঐ সময়ে রাজপুতানার বিভিন্ন রাজ্য হইতে সৈনিকেরা মারবার-রাজ্যে সমবেত হয়—তাই কোন অবাঞ্ছনীয় ঘটনা এড়াইবার জন্য মারবার-রাজ আদেশ দিয়াছেন—কার্তিকের শুক্লপক্ষে মান্দোরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিষিদ্ধ। কাহাকেও ব্যক্তিগত বিরোধের মীমাংসা করিতে হইলে মান্দোরনগর সীমার বাহিরে যাইতে হইবে। এই ভরসাতেই মারোয়ারি সর্দার ও-কথা বলিয়াছিল। বুদ্বুদ এতক্ষণে মান্দোরে পৌঁছিয়াছে।

তিন

মারবারের প্রকৃতি রুক্ষ, মাটি অনুর্বর। একমুষ্টি ভুট্টা অথবা জোয়ার দান করিতেও যেন কৃপণা ধরিত্রী কুণ্ঠা বোধ করেন। রাজধানী মান্দোরও এমন কিছু চমকপ্রদ নগরী নহে। দোকানপাট নিতান্তই সাধারণ ; বস্তুত মান্দোর নগরী নহে, একটি পাহাড়ের অংশ। টিলার উচ্চতম অংশে মারবার রাজদুর্গ। ঐ দুর্গই রণমল্লের রাজপ্রাসাদ।

বুদ্বুদ দেখিল, মান্দোর আসন্ন মেলা ও উৎসবের উপলক্ষে প্রসাধন করিয়াছে প্রচুর। হর্ম্যশীর্ষে নিশান। পথের মাঝখানে তোরণদ্বার। নানাবেশে সজ্জিত কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকা রাজপথে ছুটাছুটি করিতেছে। বিপণীতে বিপণীতে জনসমাগম। পর্বতের সানুদেশে অসংখ্য সারি সারি তাঁবু। প্রতিযোগী সৈন্যদলের ছাউনি। মালভূমির একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়িয়া অসি-প্রতিযোগিতা তথা মেলার আসর। বিভিন্ন শিবিরে বাত্যাতাড়িত নিশানগুলি পত্‌পত্‌ করিয়া উড়িতেছে। ঐ নিশান দেখিয়া বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে চিহ্নিত করিবার শক্তি বুদ্বুদের নাই—সে শুধু চিনিল স্বর্ণসূর্য লাঞ্ছিত মেবারের রক্তনিশান। একটি বর্ণনা আবাল্য শুনিতে শুনিতে সে চিনিয়া রাখিয়াছে।

মান্দোরে পৌঁছিয়া বুদ্বুদ একটি পান্থশালায় আশ্রয় লইয়াছে। তাহার অর্থাভাব শুরু হইয়াছে। সম্বলের মধ্যে সঙ্গে আছে একটি

স্বর্ণকঙ্কণ, তরবারী ও অশ্ব! বুদ্বুদ তৃতীয় জিনিসটিকেই বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিল।

আজ সমস্ত দিন সে মেবার শিবিরের আশে পাশে ঘুরঘুর করিতেছে। দ্বারে দুইজন মেবারী পাহারা। ইতিপূর্বে প্রত্যেক শিবিরেই ঘুরিয়া সে সংবাদ পাইয়াছে যে কোথাও যোদ্ধার অভাব নাই। সকল দলেই তিনজন করিয়া যোদ্ধা উপস্থিত। মেবার শিবিরের তিনজন অপরাজেয় শক্তিধর, যাহারা গতবার বিজয়ী হইয়াছিল তাহারাই উপস্থিত। ইহারা তিনজনেই দেওয়ানী ফৌজের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্বুদ সংবাদ লইয়া জানিয়াছে, মেবারীদলকে লইয়া আসিয়াছেন সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র স্বয়ং—রাজপ্রতিনিধি হিসাবে আসিয়াছেন কুমার রঘুদেব। যুবরাজ চণ্ডদেব আসেন নাই।

যুবরাজের না আসিবার একটি কারণ আছে। সচরাচর রাজপুত্রেরা এই সাধারণ অসিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন না। সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকিত। মেবার পর পর দুই বৎসর বিজয়ী হওয়ায় মারবার রাজকুমার যোধা আর গতবার স্থির থাকিতে পারেন নাই। স্বয়ং নামিয়াছিলেন অসিযুদ্ধে। যোধা অমিত বিক্রমশালী ও সুনিপুণ অসিচালক। তিনি গতবার তাঁহার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপর দুইজন সঙ্গীই মেবারীযোদ্ধার নিকট পরাজিত হয়। ফলে দলগতভাবে মেবার বিজয়ী হয়। তাই এবার মেবারের যুবরাজ চণ্ডদেব স্বয়ং অসিধারণের ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মেবারের যুবরাজ মারবারের রাজার হস্ত হইতে তরবারি গ্রহণ করিবে—এ যেন রানার মনঃপূত হয় নাই। অনিচ্ছা রানা লখা প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। যুবরাজ চণ্ডদেব অত্যন্ত অভিমানী এবং স্পর্শকাতর। পিতার অনিচ্ছা জানিতে পারিয়া তিনি এ বৎসর প্রতিযোগিতার আসরেই আসেন নাই। কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী বন্যশূকরের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন। অগত্যা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার রঘুদেবকে লইয়াই সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র দলপতি হইয়া আসিয়াছেন। রঘুদেব

ধার্মিক প্রকৃতির লোক। মারামারি কাটাকাটি তাঁহার ভালো লাগে না। কিন্তু পিতার আদেশে তাঁহাকেই প্রতিনিধিত্ব করিতে আসিতে হইয়াছে।

মেলার বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়া বুদ্বুদ এ সকল মুখরোচক সন্দেশ সংগ্রহ করিয়াছিল। কোথাও স্থান হইল না দেখিয়া হতাশ বুদ্বুদ মেবার-শিবিরের অনতিদূরে একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া বসিল। অদূরে একজন সৈনিককে লইয়া তাহার কয়েকজন বয়স্য হাসি ঠাট্টা করিতেছিল। বুদ্বুদ দেখিল, সৈনিক মেবারী রাজপুত, সুন্দর সুপুরুষ। উজ্জ্বল গৌর গাত্রবর্ণ। একজন বন্ধু বলিতেছিল—'সত্যি কথাটা স্বীকার কর উদয়—আমরা তো কাহাকেও বলিয়া দিব না। ছুটি পাইলেই তুমি উন্তালায় ছোট। অথচ তোমার বাড়ি উন্তালায় নহে। কোন একটা আকর্ষণ তোমার আছেই উন্তালা গ্রামে?'

উদয় প্রতিবাদ করিল,—'কে এই সব মিথ্যা প্রচার করিতেছে বলত? আমি উন্তালায় যাই না—যাই উদয়পুরে, আমার পিসি-মাতাকে দেখিতে।'

—'উন্তালার মেহ্‌রা সর্দারকে তুমি চিন না? আমরা সেবার যখন উদয়পুরে ছাউনি ফেলিলাম তুমি সে রাত্রে মেহ্‌রা সর্দারের গৃহে অতিথি ছিলে না?'

—'কী আশ্চর্য! মেহ্‌রা আমার স্বজাতি, আমার পরিচিত। তাহার গৃহে আমার নেওতা হইলে কি আমি প্রত্যাখ্যান করিব?'

—'আরে ছি ছি! কে বলে একথা। আমরা বলিতেছি, মেহ্‌রা সর্দারের একটি সুন্দরী কন্যা আছেন। তাঁহাকে আমরা বন্ধুপত্নীরূপে দেখিতে চাই এবং আমরাও ঐ উপলক্ষ্যে একদিন মেহ্‌রা-গৃহে নেওতা খাইতে চাই।'

—'এ সকল রসিকতা আমার ভালো লাগে না। মেহ্‌রা সর্দারের একটি কন্যা আছেন শুনিয়াছি। কিন্তু কোন ভদ্রমহিলার নাম যুক্ত করিয়া—'

—'শুনিয়াছি? অর্থাৎ দেখ নাই বা চিন না?' অপর একজন

কহিল—'এবারও অসিযুদ্ধে আমরাই জয়ী হইব—ফিরিবার পথে উন্তালা হইয়া আমরা যাইব। উদয়, তাই বলিতেছি ভাই, মান্দোরের মেলা হইতে কিছু উপহার ক্রয় করিয়া রাখিলে পারিতে।'

উদয় ছদ্মক্রোধে স্থান ত্যাগ করিল, বলিল,—'তোমাদের শুধু একই রসিকতা। আমার তিনকুলে কেহ নাই। উপহার কিনিব কাহার জন্য?'

উহাদের হাসি ঠাট্টায় বুদ্বুদ উন্মনা হইয়া যায়। কেমন সুখে আছে উহারা। হৈ-হল্লা লাগিয়াই আছে। আজ আহেরিয়া—চলো শিকারে; কাল যুদ্ধ—চল সকলে! অথচ তাহার জন্য না আছে এই যুদ্ধে যাইবার আহ্বান, না যুদ্ধ-প্রত্যাগতকে অভিনন্দন করিবার জন্য কোন উৎকণ্ঠিতা প্রতিক্ষমাণা কেহ। নাঃ একটা কিছু করিতে হইবে। এক্ষনি, এই মুহূর্তে! বুদ্বুদ সোজা চলিয়া গেল মেবার সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্রের শিবিরের দিকে।

শিবিরে দ্বারী তাহার পরিচয় লইয়া ভিতরে খবর দিতে গেল। অনতিবিলম্বে বাহিরে আসিয়া তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,—'সর্দার হিমাচল, সর্দার বিন্ধ্যাচল, সর্দার উদয়াচল! সেনাপতি আপনাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

মন্থরপদে বুদ্বুদ শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ক্ষুদ্রায়তন শিবিরের অপর পার্শ্বে মেবার সেনাপতি অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছেন। সেনাপতি বৃদ্ধ হইয়াছেন—শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত গম্ভীর মুখ। মস্তকে উষ্ণীষ, কটিদেশে বিরাটাকার তরবারি। প্রতি পদক্ষেপে রুদ্ধকোষের ভিতরে তরবারি যেন গুমরিয়া আর্তনাদ করিতেছে। উপেন্দ্রবজ্র অত্যন্ত অন্যমনস্ক—তাহাকে শিবিরের অপর পার্শ্বে রক্ষিত একটি কাষ্ঠাসনের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। বুদ্বুদ বিনাবাক্যব্যয়ে বসিল। সেই মুহূর্তে শিবিরের কৃষ্ণ যবনিকাটি দুলিয়া উঠিল এবং দুইজন রাজপুত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

একজন বুদ্বুদের পরিচিত উদয়াচল। অপরজন বিন্ধ্যাচল সর্দার।

তাহার বিশালকায় মূর্তির উপরে একটি সুদর্শন উষ্ণীষ। সর্দারদ্বয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের ভারী পর্দাটি বন্ধ হইয়া গেল। নবাগত দুইজন সেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেনাপতি কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে তাহাদের আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন,—'আমি এখানে আসিবার পূর্বে রানা আমাকে কি বলিয়াছিলেন জান?'

ক্ষণিক স্তব্ধতায় দুইজন শিরশ্চালনে অজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

—'রানা বলিয়াছিলেন—উপেন্দ্রবজ্র, এবার যদি প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে চাও তবে বেতনভুক্ত মারবারী সৈন্য লইয়া যাও। মেবারী নহে, বুঝিলে?'

—'মেবারী নহে, মারবারী?'

—'হাঁ, কারণ রানা হম্বীরের পর মেবারে আর কেহ অসি ধরিতে শিখে নাই। ও চর্চা আজকাল শুধু রাঠোর রাজপুতরাই করিতেছে।'

—'রানা ক্ষেত্রসিংহ, রানা লখা; যুবরাজ চণ্ডদেব,—'

—'চুপ কর! যুবরাজ উপস্থিত থাকিলে কি আজ আমায় এভাবে অপমানিত হইতে হয়? যুবরাজ যোধার বেপরোয়া হাসিটা এখনও কানে বাজিতেছে!

এইস্থলে পূর্বরাত্রির একটি ঘটনার কথা বলিয়া রাখা ভালো। কার্তিকের শুক্লপক্ষে অসিযুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও জনৈক মারবারী রাঠোরের সহিত মেবার পক্ষের একজনের একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়। মারবারী আহত হয়—কিন্তু ঐ সময় সাত আটজন মারবারী রাজপ্রহরী উপস্থিত হইয়া মেবারী সৈনিকদের আক্রমণ করে। ফলে মেবারী সর্দার হিমাচল আহত হয় এবং অপর দুইজন বন্দী হয়। অবশ্য পরে দুইজন বন্দী কৌশলে পলায়ন করে। এই ঘটনা লইয়া আজ মারবার দরবারে সেনাপতিকে কিছু বিদ্রূপবাণী শুনিতে হইয়াছে।

—'তোমরা ছিলে কাল সন্ধ্যার গণ্ডগোলে—অস্বীকার করিও না। তোমাদের চিহ্নিত করিয়াছে মারবার সৈনিকরা। তোমাদের নাম পর্যন্ত যোধা আমাকে বলিয়াছে। বন্দী হইবার ভয় থাকিলে

কেন লড়িতে যাও? তুমি উদয়, সৈন্যদল হইতে নাম কাটাইয়া তোমার পিসিমাতার অঞ্চল তলে কেন ফিরিয়া যাইতেছ না? আর তুমি বিন্ধ্যাচল, রেশমের উষ্ণীষ পরিলেই কেহ বীর হয় না—তোমার আমকাঠের তরবারিটির বদলে একখানি লাঙ্গল যোগাড় কর, চাষবাসে মন দাও; আর তুমি হিমাচল—কই হিমাচল কোথায়?'

—'সর্দার হিমাচল অসুস্থ। অত্যন্ত অসুস্থ।'

—'অসুস্থ। অত্যন্ত অসুস্থ? কি হইয়াছে তাহার?'

—'বোধহয় বসন্ত।'

—'বসন্ত? অসম্ভব? কার্তিকমাসে বসন্ত? বুঝিয়াছি! সে বীর! না! তোমাদের দোষ কি, দোষ আমারই, আমিই তোমাদের গ্রহণ করিয়াছি। আমারই উচিত পদত্যাগ করা।'

প্রস্তর মূর্তির মত দুইজন যোদ্ধা দাঁড়াইয়া ছিল। শিবিরের বাহিরে যাহারা এতক্ষণ গোপনে এই ভৎর্সনা শুনিতেছিল তাহারা ইতিমধ্যে গোলমাল শুরু করিয়াছে। একটা চাপা উত্তেজনা, বিভিন্ন শপথ, প্রতিজ্ঞা ভাসিয়া আসিতেছে এপার্শ্বেও।

বিন্ধ্যাচল ধীরকণ্ঠে কহিল—'আমরা মাত্র তিনজন ছিলাম, উহারা ছিল নয় জন। তাহার মধ্যে তিনজন কাল আহত হয়। তাহা ভিন্ন তরবারি নিষ্কাশিত করিবার পূর্বে হিমাচল আহত হয়। এক্ষেত্রে নয়-জনের বিরুদ্ধে আমাদের দুইজনের পরাজয় যদি কাপুরুষতার পরিচায়ক হইয়া থাকে তবে আপনি কেন সর্দার, আমরাই পদত্যাগ করিতেছি।' বিন্ধ্যাচল সেনাপতির পদপ্রান্তে আপন তরবারি সমর্পণ করিতে গেল। বাধা দিলেন উপেন্দ্রবজ্র নিজেই।

—'উহারা নয় জন ছিল? একথা তো যোধা বলে নাই!'

—'মেবারী মিথ্যা কথা বলে না সর্দার।'

—'তাহা হইলে উহারা এটাকে বাড়াইয়া বলিয়াছে দেখিতেছি।'

সেনাপতি যেন বিচলিত। বিন্ধ্য কহিল,—'কিন্তু সর্দার, হিমাচলের আঘাতের কথাটা যেন গোপন থাকে। এমনিতেই সে অত্যন্ত অভিমানী—যদি শোনে—'

তাহার কথা শেষ হইল না। শিবিরের দ্বারদেশে পর্দা সরাইয়া দেখা দিল একজন রাজপুত। তুষার-শুভ্র, চিরউন্নত হিমাচলের সহিতই শুধু সে মূর্তির তুলনা চলে। হিমালয়ের বিশালতা, তাহার গাম্ভীর্য, তাহার অতলস্পর্শ রহস্য যেন মূর্ত হইয়াছে ঐ মূর্তিটির ভিতর।

ওরা দুজনেই অস্ফুটে বলে,—'হিমাচল!'

যেন প্রতিধ্বনি করেন সেনাপতি—'হিমাচল!'

—'হাঁ সর্দার, আমিই। শুনিলাম আপনি আমাকে তলব করিয়াছেন। তাই আদেশের অপেক্ষায় হাজির হইয়াছি।'

মরণাহত হিমাচলের এই অদ্ভুত স্থৈর্যে সেনাপতি একেবারে মুগ্ধ হইলেন।

—'আমি তোমার বন্ধুদের বলিতেছিলাম হিমাচল, যে মেবারের শ্রেষ্ঠ বীরদের এভাবে জীবন বিপন্ন করা উচিত নহে। এই এক একটি রত্নের মূল্য কত তাহা তো তোমরা জান না, জানি আমি।'

সেনাপতি ভাবাবেগে হিমাচলকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। উপেন্দ্রবজ্রের বক্ষলগ্ন হিমাচল একটি অস্ফুট আর্তনাদ করিল শুধু। বিস্মিত সেনাপতি তাহাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিতেই সংজ্ঞাহীন হিমাচলের দেহ ভূতলশায়ী হইল। বস্তুত তাহার দক্ষিণ স্কন্ধেই আঘাত লাগিয়াছিল। সেনাপতির ঘন আলিঙ্গনপাশে ক্ষতস্থান হইতে পুনরায় রক্ত ক্ষরণ শুরু হইয়াছিল।

সেনাপতি চীৎকার করিয়া লোকজন ডাকিলেন। বৈদ্যকে সংবাদ দিতে লোক ছুটিল। অল্পক্ষণেই বৈদ্য আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ভয়ের কিছু নাই। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণজনিত দুর্বলতাতেই সে অজ্ঞান হইয়াছে। হিমাচলের জ্ঞান হইতে বিলম্ব হইল না। বন্ধুরা তাহাকে লইয়া কক্ষান্তরে গেল।

সৈন্যাধ্যক্ষ এতক্ষণে স্থির হইয়া আপন আসনে বসিতেই দেখিলেন নীরবে দূরপ্রান্তে বুদ্বুদ বসিয়া আছে। সেনাপতির ভ্রূ

www.boiRboi.blogspot.com

কুঞ্চিত হইল। কহিলেন,—'তোমার কথাটা আমার মনে ছিল না। বল, তোমার জন্য কি করিতে পারি ?'

বুদ্বুদ তখন নিজ পরিচয় দিল। মঙ্গলরামকে সৈন্যাধ্যক্ষ ঠিক স্মরণ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি বুদ্বুদকে পক্ষকাল পরে চিতোরে দেখা করিতে বলিলেন। বস্তুত এখানে তাঁহারা অতিথি মাত্র। বুদ্বুদ হতাশ হইল।

সেনাপতির পিছন দিকেই একটি দ্বারপথ। কথা বলিতে বলিতে বুদ্বুদ সেই দ্বারপথে দেখিল একজন যোদ্ধা অশ্বারোহণে রাজপথ দিয়া যাইতেছে। দেখিয়াই বুদ্বুদের নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল, চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। সেই পান্থশালার রাঠোর রাজপুত! স্থান-কাল-পাত্র কিছুই আর তাহার মনে রহিল না। উল্কার বেগে সে বাহির হইয়া গেল ঘর হইতে।

উপেন্দ্রবজ্র বিস্মিত হইলেন। ছোকরা কি পাগল নাকি ? যাইবার সময় একটা ভদ্রতাসূচক অভিবাদন পর্যন্ত করিল না! সহসা তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। ছোকরা যোধার গুপ্তচর নয় তো ? বাহির হইয়া গেল কেন সে ?

চার

তিন লাফে বুদ্বুদ শিবির হইতে বাহিরে আসিল। ঝড়ের বেগে বাঁক লইতেই একজন রাজপুতের সহিত তাহার অতর্কিতে সংঘর্ষ হইল। লোকটা অস্ফুট আর্তনাদ করিল শুধু। 'মাপ করিবেন, লক্ষ্য করি নাই'—জাতীয় কি একটা বাক্য নিক্ষেপ করিয়া ছুটিতে শুরু করিল বুদ্বুদ; কিন্তু একপদ অগ্রসর হইবার পূর্বেই একটি ইস্পাতে গড়া হাত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল তাহার কোমরবন্ধ।

'মাপ করিবেন! লক্ষ্য করি নাই! মহাশয়ের কি ধারণা ঐ কয়টা কথা কোনক্রমে উচ্চারণ করিলেই অন্ধের মত লোককে ধাক্কা মারিবার অধিকার জন্মায়!'

হিমাচলকে চিনিতে বুদ্বুদের বিলম্ব হয় না। বস্তুত তাহার আহত অঙ্গে পুনরায় আঘাত দেওয়াতে সে সত্যই দুঃখিত!

—'মানে, অর্থাৎ, আরও যাহা যাহা শিষ্টাচারসম্মত সমবেদনার কথা এস্থলে বলা শোভন আমি সবই ফিরিয়া আসিয়া বলিব। এক্ষণে দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমার অত্যন্ত জরুরী একটা কাজ আছে।'

হিমাচলের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল, কহিল, '—আপনি যাইতে পারেন। মহাশয়ের সহবৎটা এখনও শিক্ষা করা হয় নাই। মনে হয় মহাশয় পাহাড়িয়া অঞ্চলের মানুষ।' ছাড়া পাইয়াই বুদ্বুদ তীরবেগে রওনা হইয়াছিল। শেষ কয়টা কথা কানে যাইতেই সে গতিবেগ সংবরণ করে। বুদ্বুদ ঘুরিয়া দাঁড়াইল—'হইতে পারে আমি পাহাড়িয়া অঞ্চলের লোক। তাহা হইলেও মহাশয়ের নিকটে সহবৎ সম্বন্ধে শিক্ষা লইবার দুর্মতি আমার যেন কখনও না হয়।'

—'আপনার সে সুমতি হইলেও আরাবল্লী পর্বতের গোঁয়ার-গোবিন্দকে শিক্ষা দিবার ধৈর্য আমার নাই।'

—'আঃ, আমার হাতে যদি এক ফোঁটা সময় থাকিত, তবে সহবতের প্রথম পাঠটার আলোচনা এখানে সারিয়া লইতাম।'

—'শ্রীল যুক্ত একফোঁটা-সময়হীন মহাশয়! ফোঁটা খানেক সময় সংগ্রহ করিলে যে কোন সময় আমার সাক্ষাৎ পাইতে পারেন।'

—'উত্তম! কোথায়? কোথায়?'

—'মালভূমির দক্ষিণ প্রান্তে বৌদ্ধ বিহারের প্রাঙ্গণে।'

—'সময়টা? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার—'

—'একফোঁটা সময় নষ্ট না করিয়া শুনিয়া রাখুন—অদ্য গোধূলি লগ্নে—'

—'উত্তম! গোধূলি লগ্নে বৌদ্ধবিহার প্রাঙ্গণে।' উল্কার বেগে বুদ্বুদ ছুটিতে শুরু করিল। কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতেই দেখিল কয়েকজন বন্ধু লইয়া বিন্ধ্যাচল কি বিষয়ে আলোচনা করিতেছে। তাহার হস্তে সেই রেশমী উষ্ণীষটি। কথোপকথনরত

বন্ধুবর্গের মধ্যে সামান্য ফাঁক দিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে বাহির হইবার উপক্রম করিল বুদ্বুদ। সে সতর্ক ছিল যাহাতে কাহারও সহিত কোন ধাক্কা না লাগে। চলিয়াও গিয়াছিল ঠিক, শুধু শেষ মুহূর্ত তাহার সামান্য অঙ্গস্পর্শে বিন্ধ্যাচলের হস্তধৃত উষ্ণীষ মাটিতে পড়িয়া গেল। ক্রোধে বিন্ধ্য রক্তাভ হইল। তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

ইহার পিছনে একটু ইতিহাস আছে—বিন্ধ্যাচল পোশাক পরিচ্ছদ বিষয়ে একটু সৌখীন। তাহার রেশমের মূল্যবান উষ্ণীষটির সকলেই প্রশংসা করিয়াছে। সে সেটি বন্ধুদের দেখাইতেছিল। এক্ষণে উষ্ণীষটি মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায় সমস্ত পাক খুলিয়া গেল। বন্ধুরা মুখ টিপিয়া হাসিল। কারণ উষ্ণীষটি মোটেই রেশমের নহে, কার্পাসের। শেষ ছয়পাকমাত্র মূল্যবান রেশমবস্ত্র।

বুদ্বুদ লজ্জিতভাবে উষ্ণীষটি বিন্ধ্যাচলের হাতে দিয়া কহিল, —'দুঃখিত। তাড়াতাড়িতে দেখিতে পাই নাই।'

বিন্ধ্যের বাক্যস্ফূর্তি হইল না। একজন বন্ধু কহিল,—'তাড়াতাড়ি আছে বলিয়া এমন মূল্যবান রেশমবস্ত্রের উষ্ণীষটি আপনি ধুলায় লুটাইলেন।'

বুদ্বুদ কহিল,—'তা রেশমের অংশে তো ধুলা লাগে নাই। সূতীর অংশটিতে কিছু লাগিয়াছে। ও ধুইলেই উঠিয়া যাইবে।'

বন্ধুরা সমস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বুদ্বুদ পুনরায় যাত্রা শুরু করিতেই শুনিল পিছনে বিন্ধ্যাচলের কণ্ঠস্বর,—'যত সব পাহাড়িয়া গাঁওয়ার আসিয়া জোটে মেলায়—।' বুদ্বুদকে ফিরিতে হয়—'গাঁওয়ার! কথাটা আমাকে বলিলেন?'

—'মহাশয়ের কি সন্দেহ হয়?'

—'কথাটা সুরুচিসম্মত?'

—'মহাশয়ের নিকট কি সুরুচির শিক্ষা লইতে হইবে?'

—'না লওয়াটাই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ পাহাড়িয়া গাঁওয়ারের কোমরে আমকাঠের তরবারি থাকে না।'

ক্রুদ্ধ মহিষের মত বিন্ধ্যাচল একপদ অগ্রসর হইতেই বুদ্বুদ বাধা

দেয়—'এখন নহে, আমার সময় অল্প। রুচি সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা লওয়ার ইচ্ছা যদি থাকে সূর্যাস্তের অর্ধদণ্ড পরে ঐ কাষ্ঠফলকের তরবারি সমেত বৌদ্ধচৈত্যের প্রাঙ্গণে আসিবেন।'

—'বেশ তখনই আসিব।'

ঝঞ্ঝার বেগে বাহির হইয়া আসিল বুদ্বুদ। রাস্তায় পৌঁছিল। কিন্তু কোথায় কে? এই সময়ের মধ্যে অশ্বারোহী পথের বাঁকে জনারণ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

হতাশ কিশোর একটি বড় শিংশপাবৃক্ষের নিচে গিয়া বসে। আপনাকেই ধিক্কার দেয়। আজ সাতদিন মাত্র বাহির হইয়াছে বাড়ি হইতে; ইহারই মধ্যে একজন রাঠোর, দুইজন মেবারীকে শত্রু করিয়াছে। নিজের হঠকারিতায় নিজেই সে বিরক্ত হয়। এত মাথা গরম করিলে চলে? আপন মনেই সে বকিতে থাকে—'তোর মত মূর্খ দেখি নাই! অমন সর্বংসহা হিমাচলের মত মানুষ, তাহারই আহত অঙ্গের উপর অন্ধের মত ঝাঁপাইয়া পড়িলি। না জানি তাহার কত লাগিয়াছে। অবশ্য বিন্ধ্যাচলের ব্যাপারটায় তোর দোষ নাই।'

একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখে, তাহার স্বগতোক্তি কেহ শুনিতেছে কিনা। কাহাকেও কোথাও না দেখিয়া পুনরায় শুরু করে,—

—'বন্ধু বুদ্বুদ! তোমাকে একটি কথা বলি শোন। বিন্ধ্যাচলের সহিত তোমাকে লড়িতে হইবে না। কারণ সূর্যাস্তের একদণ্ড পরে সে অকুস্থলে পৌঁছিয়া কর্তিত কদলীকাণ্ডের মত তার মৃতদেহকেই পড়িয়া থাকিতে দেখিবে। শুনিয়াছিস্ তো, গতবার মেবার পক্ষে এই হিমাচল, বিন্ধ্যাচল এবং উদয়াচলই লড়িয়াছিল? কোথায় এই সব অসমসাহসিক যোদ্ধাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবি, না শত্রুতা করিলি। এটা তোর কেলোয়ারা নহে—আরাবল্লীর জঙ্গলও নহে—এটা শহর। এখানে ভদ্রভাবে চলিতে শেখো। শত্রু তো তিনটি করিলি—বন্ধু একটি করতো দেখি।'

এই বলিয়া বুদ্বুদ উঠিল। উদ্দেশ্য একটি বন্ধুর সন্ধান করা।

সে নিশ্চিত জানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাহার জীবনের মেয়াদ। ইতিপূর্বে তাহাকে একটি বন্ধু যোগাড় করিতে হইবে। রাজদ্বারে তাহার আর পৌঁছান হইল না, তবু শ্মশানের জন্যও তো বন্ধুর প্রয়োজন। সূর্যাস্তের পূর্বেই একটি বন্ধু যোগাড় করিতে না পারিলে তাহার মৃতদেহের সৎকার হইবে না।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই বুদ্বুদের নজরে পড়িল, সেই কয়েকজন বয়স্যদের লইয়া উদয়াচল কি একটা আলোচনা করিতেছে। বন্ধুরা উদয়ের সর্বাঙ্গ তল্লাস করিতেছে। হাসাহাসি করিতেছে। বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল, সহসা উদয়ের হাত হইতে অলক্ষিতে একটি আসরফি মাটিতে পড়িয়া গেল, এবং উদয় অন্যমনস্কভাবে সেটির উপর একটি পদ স্থাপন করিল। বন্ধুত্ব করিবার এই সুযোগ। বুদ্বুদ উহাদের দিকে ছুটিয়া গেল। উহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলে থামিল এবং জিজ্ঞাসাভরা চক্ষে চাহিল। বুদ্বুদ অত্যন্ত সম্ভ্রমপূর্ণ অভিবাদন করিয়া বলিল,—'আপনাদের আনন্দে বাধা দিলাম, মাপ করিবেন।' বলিয়া উদয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—'আপনি কি হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না। আপনার দক্ষিণ চরণটিকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিবেন কি?'

সকলেই বিস্মিত হইল। কে একজন কহিল,—'মহাশয় কি নৃত্য-শিক্ষক?'

—'আজ্ঞে না, আমি একজন সাধারণ লোক, আমার নাম বুদ্বুদ। আমি বলিতেছিলাম ইঁহার পদতলে একটি আসরফি চাপা পড়িয়াছে।'

—'আসরফি!'—সমবেত বিস্ময়।

—'কী পাগলের মত বকিতেছেন!' উদয় ধমক দেয়।

—'সত্য বলিতেছি—আপনার হাত হইতে একটি আসরফি পড়িয়াছে এবং আপনার দক্ষিণ পদে চাপা পড়িয়াছে।'

—'না পড়ে নাই। আমার কাছে কোনও আসরফি ছিল না।'

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই বন্ধুদের কে একজন অতর্কিতে

উদয়কে প্রচণ্ড ধাক্কা মারিল। উদয় দুই পা পিছাইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ বুদ্বুদ নীচু হইয়া জিনিসটি কুড়াইয়া লইল। আসরফি নহে, একটি কর্ণাভরণ—রমণীদিগের অলংকার। সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। বুদ্বুদ সেটি উদয়াচলকে দিতে গেল। উদয় কহিল—'এটি আমার নহে!'

বুদ্বুদ এতক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াছে। পূর্বেকার কথোপকথন তাহার মনে পড়িল। উদয় বলিয়াছিল,—তাহার তিনকুলে কেহ নাই—উপহার কিনিবে কাহার জন্যে। সে মূঢ়ের মত বন্ধুদিগের দিকে চাহিল। তাহারা সমস্বরে কহিল,—

—'এটি আমাদেরও নহে।'

উদয় তখন গম্ভীরভাবে কহিল,—'কেহই যখন এটি দাবি করিতেছে না, তখন যেহেতু এটি আমার পদতল হইতে পাওয়া গিয়াছে তাই আমি এটি গ্রহণ করিলাম।'

কর্ণাভরণটি উদয়াচল গ্রহণ করিতেই অপরিচিতের সম্মুখে উচ্ছ্বসিত হাস্য গোপন করিতে করিতে বন্ধুরা একপ্রকার ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। বুদ্বুদ অত্যন্ত লজ্জিত স্বরে কহিল,—'আমি ব্যাপারটা বুঝিতে পারি নাই। আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।'

—'হাঁ করিয়াছি। কারণ আপনার আকৃতি দেখিয়াই বুঝা যায় আপনি আরাবল্লী পর্বত অঞ্চলের লোক। শিক্ষিত রাজপুতের মত সুবুদ্ধি আপনার নিকট আশা করাই অন্যায়।'

না! প্রত্যুত্তর বুদ্বুদ করিবে না! জিহ্বাটিকে দুই দন্তের দৃঢ়-বন্ধনে ধরিয়া রাখিল যতক্ষণ না কর্ণকুহরের ঝিল্লীস্বর মিলাইয়া যায়। ঝগড়া করিবে না। কিছুতেই নহে। উদয়াচলের সহিত তাহাকে বন্ধুত্ব করিতে হইবে। নহিলে তাহার মৃতদেহের সৎকার হইবে না।

—আচ্ছা, আপনি কি করিয়া ভাবিলেন যে, আমি স্বেচ্ছায় একজোড়া সুবর্ণ-কর্ণাভরণ মাটিতে ফেলিয়া সজ্ঞানে পদদলিত করিতেছি। স্বর্ণ কি এতই সুলভ?'

—'আমি দেখিলাম আপনার হাত হইতে ঐটি পড়িয়া গেল, আর আপনি—'

—'আবার বাজে বকিতেছেন। বলিতেছি আমার হাত হইতে পড়ে নাই—'

—'আমার কাছে আর ওকথা বলিবেন না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।'

—'আচ্ছা গোঁয়ারের পাল্লায় পড়িলাম তো। তবে কি আমি মিথ্যা বলিতেছি?'

—'অন্তত সত্যকথা বলিতেছেন না।'

—'আপনি তো অতি অভদ্র। স্পষ্টই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছেন!'

ধর্মসাক্ষী, বুদ্বুদের দোষ নাই—এবার তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

—'স্পষ্টই মিথ্যা কথা বলিলে আমি কি করিব? আপনাকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলিব?'

—'যথেষ্ট। প্রাণের মায়া থাকিলে এইবার সরিয়া পড়ুন।'

—'আমি যাইতেছি। তবে প্রাণের মায়ার জন্য নহে—এমন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গ আমার সহ্য হয় না বলিয়াই।'

বুদ্বুদ একপদ অগ্রসর হইয়াই শুনিল,—'দাঁড়ান।'

বুদ্বুদ ঘুরিল।

—'প্রাণের মায়া যদি সত্যই না থাকে তবে সত্যমিথ্যার মীমাংসাটা মিটাইয়া গেলেই ভাল হয় নাকি?'

একটি সামরিক অভিবাদন করিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'স্বচ্ছন্দে। অনুমতি হইলে এখানেই আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসিতে পারি।'

—'এস্থলে নহে। প্রকাশ্য স্থানে অসিযুদ্ধ নিষিদ্ধ। আপনার অসুবিধা না হইলে অন্য কোনও নির্জন স্থানে—'

—'তবে সন্ধ্যার একদণ্ড পরে বৌদ্ধ-বিহার প্রাঙ্গণে।'

www.boiRboi.blogspot.com

—'সেই ভালো। তবু পীঠস্থানে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছিলে আপনি স্বর্গে যাইতে পারিবেন।'

—'সেটা উভয়তই!

পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া দুইজনে বিপরীত পথ ধরিল।

পাঁচ

আর কি? এইবার তো খেল খতম্। কার্তিকে মাসি তুলারাশিস্থে ভাস্করে, শুক্লে পক্ষে, চতুর্দশ্যাং তিথৌ, শুভ গোধূলি-লগ্নে বুদ্বুদের বর্ণচ্ছটা জল-বুদ্বুদের মতই মুহূর্তে মিলাইয়া যাইবে। বিন্ধ্যাচল, উদয়াচল সম্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের চরম বঞ্চনা করা যাইবে—কারণ তাহাদের আবির্ভাবের পূর্বেই হিমাচলের কৃপাণাঘাতে তাহার সকল আস্ফালনের অবসান ঘটিবে নিশ্চয়।

সন্ধ্যার পূর্বেই বুদ্বুদ দ্রুতপদে বৌদ্ধবিহার অভিমুখে চলিল। ঐ সময়ে রাজস্থানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অতি নগণ্য—অধিকাংশই শৈব। তাই নগর প্রান্তের এই বৌদ্ধবিহারটি নির্জন স্থান। মেলার লোক এদিকে বিশেষ আসে না। নির্জন বিহারভূমিতে আসিয়াই বুদ্বুদ দেখিল জনশূন্য প্রাঙ্গণে একজন রাজপুত বসিয়া আছে। বুদ্বুদ চিনিল—হিমাচল।

কাছে আসিতেই লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইজনেই পরস্পরকে সামরিক অভিবাদন করিল। হিমাচল বলিল,—'আমার দুইজন বন্ধুরও আসিবার কথা আছে। তাহারা বিচারক এবং সাক্ষী হিসাবে থাকিবে। আমাদের মধ্যে কাহারও অন্তিম সৎকারের প্রয়োজন হইলে তিনজনের পক্ষে তাহা করাও সহজ হইবে।'

—'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমারও হয়তো কোন বন্ধুকে লইয়া আসা উচিত ছিল। আমি দুঃখিত—মান্দোরে আমি অদ্যই আসিয়াছি, এখনও বন্ধু কেহ হয় নাই।'

—'তাই নাকি? আজই মাত্র মান্দোরে আসিয়াছেন? আমি সত্যই দুঃখিত। আপনার মত একজন নবাগত কিশোরকে বধ

করিলে আমার কোনও গৌরব-বৃদ্ধি হইবে না—কিন্তু আমি নাচার।'

—'সেজন্য আপনার লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই—কারণ আপনি আহতাবস্থায় অসুস্থ শরীরে আমার সহিত লড়িবেন। আপনার যন্ত্রণাদায়ক আঘাতটাকে তো উপেক্ষা করা চলে না।'

—'হাঁ যন্ত্রণাদায়ক। সত্যই অদ্ভুত যন্ত্রণাদায়ক। আর আপনি কিনা সেই আহত দক্ষিণ স্কন্ধেই ধাক্কা মারিলেন। ও হাঁ, আপনাকে বলিতে ভুলিয়াছি। দক্ষিণ বাহুতে আঘাত থাকায় আমাকে আজ বাম হস্তে লড়িতে হইবে—না, না, আপনার কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই। আমার ও দুই হাতই সমান চলে।'

—'মাপ করিবেন, আপনি আমার একটি পরামর্শ লইবেন?'

—'কি?'

—'অপেক্ষা করুন আমি এক্ষনি আসিতেছি।' এই বলিয়া বুদ্‌বুদ নিকটস্থ বনবীথিকায় প্রবেশ করিল। এবং অল্প পরে একমুষ্টি আরণ্যক উদ্ভিদ আনিয়া কহিল,—'এই উদ্ভিদগুলি বাটিয়া তুলসীপত্র-যোগে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলেই তিনদিনেই আপনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন। আমরা আরাবল্লীর পাহাড়িয়ারা অনেক প্রকার ঔষধ জানি কিনা।' অল্প থামিয়া পুনরায় হাসিয়া কহিল,—'আমি নিজেই আপনার চিকিৎসার ভার লইতাম—কিন্তু আজ সন্ধ্যার পরে হয় আপনার আঘাত সারাইবার আর প্রয়োজন হইবে না অথবা আঘাত সারাইবার জন্য আমি থাকিব না।'

এ কথায় হিমাচলকে যেন বেশ কিছু বিচলিত মনে হইল। বস্তুত এই সুদর্শন কিশোরটির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কেমন যেন একটি অপত্যস্নেহে তাহাকে অভিভূত করিতেছিল। এই উদার বীরত্বপূর্ণ কথা শুনিয়া হিমাচল তাড়াতাড়ি বলিল,—'আসুন ততক্ষণ অন্য কোন বিষয়ে কথাবার্তা বলি। ও প্রসঙ্গ থাক্। আপনি মান্দোরে কি মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন?'

—'না, আমি মেবারী সৈন্যদলে ভর্তি হইতে আসিয়াছিলাম।'

—'কী দুঃখের কথা। সৈনিক জীবনের শুরু না হইতেই এখানে তাহার শেষ হইবে।'

—'ইহাতে দুঃখের কিছু নাই। মরিতে একদিন হইতই। দেব-মন্দির প্রাঙ্গণে রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা হিমাচলের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু কিছু অবাঞ্ছনীয় মৃত্যু নহে।'

একথায় যেন আরও বিচলিত হইল হিমাচল। ওরা দুইজন কি আসিবে না? এই কিশোরের সহিত এভাবে আর কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিলে সত্যই ইহার বিরুদ্ধে অসিধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। হয়তো ছোকরা ভাবিবে হিমাচল আহত বলিয়া ভয় পাইয়াছে।

ঠিক এই সময়ে অদূরে ভীমকান্তি বিন্ধ্যাচলের বরবপু দেখিতে পাওয়া গেল।

—'এই যে আমার একজন বন্ধু আসিয়া পড়িয়াছেন।'

—'একি? আপনি কি সর্দার বিন্ধ্যাচলকে বিচারক করিবেন স্থির করিয়াছেন?'

—'হাঁ। কেন, আপনার আপত্তি আছে?'

—'বিন্দুমাত্র নহে।'

—'এই যে আমার অপর বন্ধুটিও আসিয়াছেন।'

সত্যই ত্বরিতগতি উদয়াচলকে দেখা গেল।

—'সেকি? আপনার দ্বিতীয় সাক্ষী কি সর্দার উদয়াচল?'

—'নিঃসংশয়ে। কেন আপনি কি জানেন না দেওয়ানী ফৌজদলে একটি পর্বতমালা আছে—হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, আর উদয়াচল?'

ইতিমধ্যে বিন্ধ্যাচল নিকটে আসিয়াছে। বলাবাহুল্য তাহার মস্তকে এখন উষ্ণীষটি নাই। বুদ্ধুদের প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া হিমাচলকে সে প্রশ্ন করিল,—'এর মানে কি?'

হিমাচল কহিল,—'এই ভদ্রলোকের সহিতই আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হওয়ার কথা।'

—'সে কি? ইহার সহিত তো আমার লড়িবার কথা।'

—'হাঁ, কিন্তু সন্ধ্যার অর্ধদণ্ড পরে।' গম্ভীরভাবে কহিল বুদ্বুদ। উদয়াচলও এতক্ষণে আসিয়াছে। সে বলে,—'কিন্তু আমারও যে ইহারই সহিত একটা বোঝাপড়া হইবার কথা—'

—'সন্ধ্যার একদণ্ড পূর্বে নহে।' বুদ্বুদের জবাব।

—'কিন্তু তুমি কি জন্য লড়িতেছ হিমাচল?'

—'কি জানি, আমি নিজেই ঠিক জানি না। ও হাঁ, মনে পড়িয়াছে বটে। এই ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে আমাকে ধাক্কা মারিয়াছিলেন। তাই নহে। সেইটাই তো কারণ?'

প্রশ্নটা বুদ্বুদকে। সে সবিনয়ে বলে,—'আমারও ঐরূপ স্মরণ হয়।'

—'কিন্তু তুমি কি জন্য লড়িতেছ বিন্ধ্য?'

—'আমি লড়িতেছি কারণ, মানে লড়াইটা প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া।'

—'ওঁর সঙ্গে পুরুষের শিরস্ত্রাণ বিষয়ে আমার একটু মতবিরোধ হইয়াছিল।' বলিল বুদ্বুদ।

—'ও। আর তুমি উদয়? তোমার ব্যাপার কি? উদয়ও অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। বুদ্বুদ তাড়াতাড়ি জবাব দিল,—ওঁর সহিত সাঙ্খ্যের একটি ভাষ্য লইয়া আমার কিছু মতভেদ আছে। আমার সত্যের সংজ্ঞা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে চাই।'

বুদ্বুদের ওষ্ঠাধরে, চিক্কণ গুম্ফপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখিয়া হিমাচল বুঝিল, সে মিথ্যা বলিতেছে। শত্রুকেও বিড়ম্বনার হাত হইতে উদ্ধারের এই প্রচেষ্টায় হিমাচল মুগ্ধ হইল। তিনজনকে সামরিক অভিবাদন করিয়া বুদ্বুদ বলিল,—'আপনারা তিনজনেই যখন উপস্থিত তখন আমি সর্বাগ্রেই আপনাদের নিকট এই বেলা ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়া লই।'

ক্ষমা কথাটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র বিচলিত হইল তিনবন্ধু। বিন্ধ্যাচলের ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপহাস্য, অসহিষ্ণু হইল উদয়াচল, মর্মাহত হইল হিমাচল।

www.boiRboi.blogspot.com

বুদ্বুদ পুনরায় অভিবাদন করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—'আপনারা সকলেই আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। ক্ষমা আমি সেজন্য চাহি নাই। আমার বক্তব্য ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে আমি প্রথম সর্দার হিমাচলের সহিত লড়িব। তাঁহার অস্ত্রেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অপর দুইজনের সহিত প্রতিশ্রুত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু এইজন্যই আমি ক্ষমা চাহিতেছিলাম। সুতরাং আপনারা অনুমতি করিলে—'

খাপ হইতে তরবারি বাহির করিল বুদ্বুদ। হিমাচলও খাপ হইতে তরবারি বামহস্তে গ্রহণ করিল। দুইজনের মুক্ত কৃপাণ মাথার উপরে পরস্পরকে চুম্বন করিল। অস্তমিত সূর্যের শেষ বিদায়রশ্মি আসিয়া পড়িল যুগ্ম আয়ুধে। মুহূর্তের স্তব্ধতা। ইঙ্গিত-মাত্রেই উহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবে। সহসা উদয় কহিল,—'সর্বনাশ! তরবারি কোষবদ্ধ কর। মারবারের প্রহরী!'

তখন আর সময় নাই! যথেষ্ট দেরি হইয়া গিয়াছে। মারবারী সৈন্যদলের একজন মনসবদার সাগরজী অপর চারিজন সৈনিকের সহিত অশ্বপৃষ্ঠে আগাইয়া আসিতেছেন। এখন আর ছলনার অবকাশ নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পাঁচজন ঘটনাস্থলে আসিয়া থামিলেন এবং দলপতি সাগরজী আইনভঙ্গকারীদিগকে, আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন। বিচলিত তিনবন্ধু অস্ফুটে হিমাচলকে কহিল, —'উহারা পাঁচজন। আমরা মাত্র তিনজন, তাহার উপর তুমি আবার আহত! কি করিবে?'

—'আজিকার ঘটনার পর আমি আর পরাজিত অথবা আহত অবস্থায় সেনাপতির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিব না—কিন্তু উহারা পাঁচজন, আমরা তিনজন মাত্র।'

ঘটনার নূতন পরিস্থিতিতে বুদ্বুদের প্রথমটা বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। এই কথায় তাহার অন্তরে মেবারের সম্মানের জন্য আকুলি উঠিল। সে মঙ্গলরামের পুত্র, যে মঙ্গলরাম মেবারের জন্য অসি ধরিয়াছে। তাই জনান্তিকে হিমাচলকে কহিল—'মাপ করিবেন,

আপনার হিসাবে কিছু ভুল হইল না? আমরা তিনজন নহি—চারিজন।

—'কিন্তু আপনি তো আমাদের শত্রুপক্ষ!'

—'তখন ছিলাম, এক্ষণে নহে! সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তরশত!'

উদয়াচল কহিল,—'সুতরাং?'

হিমাচল কহিল,—'সুতরাং? হাঁ, ভাল কথা, আপনার নামটা যেন কি—'

—'আমার নাম বুদ্বুদ!'

—'সুতরাং হিমাচল, বিন্ধ্যাচল, উদয়াচল, বুদ্বুদ—আগে বাঢ়ো!' ওপক্ষ যেন এইটাই আশঙ্কা করিতেছিল। মুহূর্তে প্রাঙ্গণটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইল। হিমাচলের সহিত যুদ্ধ বাধিল একজন মধ্যবয়স্ক লোকের। বামহস্তে সে আঘাত গ্রহণ করিতেছিল। উদয়াচল তাহার বিপক্ষকে বাছিয়া লইয়াছে। বিন্ধ্যাচল একসঙ্গে দুইজনকে প্রতিহত করিল। আর আমাদের ক্ষুদ্রায়তন দৈত্যশিশু রণহুঙ্কারে বনভূমি উচ্চকিত করিয়া ভীমবেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল স্বয়ং সাগরজীর উপরেই।

এতক্ষণে বুদ্বুদের প্রাণে স্ফূর্তির জোয়ার আসিয়াছে। বাড়ি হইতে বাহির হইবার পর চারিজনের সহিত তাহার বচসা হইয়াছে কিন্তু কেরামতি দেখাইবার অবকাশ সে একবারও পায় নাই! আজ ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এইবার তরবারির খেল কাহাকে বলে এই পেট-মোটা মারবারিগুলিকে দেখাইতে হইবে। মুক্ত কৃপাণ হস্তে সে বিনা প্রয়োজনে সমস্ত রণভূমিটি একচক্কর নাচিতে নাচিতে ঘুরিয়া আসিল এবং সাবলীল ক্ষিপ্রগতি একটা চিত্রকের মত আক্রমণ করিল সাগরজীকে। সাগরজী প্রথমটায় এই অর্বাচীন কিশোরটিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই কিন্তু অনতিবিলম্বে বামজানুতে একটি তীব্র আঘাত পাইয়া তাহার সংবিৎ ফিরিল। বুঝিল, এ বালক উপেক্ষার বস্তু নহে। সাবধান হইয়া আত্মরক্ষামূলক অসিচালনা শুরু করিল সাগরজী। কিন্তু কী আশ্চর্য! এর

অসিচালনার কি কোনও নিয়মকানুন নাই? ও কি নিয়মতান্ত্রিক অসিচালনা শিখে নাই? বস্তুতঃ আহেরিয়াদিগের অসিচালনার পদ্ধতি অন্যরকম—তাহার উপর বুদ্বুদের আবার নিজস্ব কয়েকটি প্যাঁচ আছে! রাজপুতরা সাধারণতঃ দক্ষিণপদ সম্মুখে রাখিয়া অসিচালনা করে। আত্মরক্ষামূলক অসিচালনার সময় দেহভার পড়ে বামপদে—আক্রমণাত্মক খেলায় দক্ষিণপদে। অথচ এ ছোঁড়া সে সব আইনকানুন কিছুই মানে না। সদ্যোজাত গোবৎসের মত সে অনবরত অহেতুক তাহার প্রতিপক্ষের চতুর্দিকে নাচিয়া ফিরিতেছে। কখন কোনদিক হইতে আঘাত আসিবে কোনই স্থিরতা নাই। কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে, কখনও একলম্ফে একেবারে পিছনে। সাগরজী গলদ্‌ঘর্ম হইয়া পড়িল। ওর তুর্কিনাচনটা ঠিকমত আয়ত্ত হইবার পূর্বেই বামমণিবন্ধে পুনরায় একটি আঘাত পাইল সাগরজী। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বুদ্বুদের কণ্ঠদেশে প্রচণ্ড আঘাত করিল সে। বুদ্বুদ ত্বরিতে মস্তক নীচু করিল—শূন্যে বিদ্যুৎরেখার মত সাগরজীর তরবারি অর্ধচন্দ্রাকারে একটা পাক খাইল এবং সে দেহভার রক্ষা করিতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। পরমুহূর্তেই বুদ্বুদের অস্ত্র তাহার উপর পড়িবার কথা কিন্তু সাগরজী গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল বুদ্বুদ বিশহাত দূরে চিত হইয়া মাটিতে শুইয়া হাত পা ছুঁড়িতেছে আপন খেয়ালে।

বিন্ধ্যাচলের প্রতিপক্ষদ্বয়ের একজন নিকটেই আহত হইয়া পড়িয়া আছে। বিন্ধ্য হাঁকিল,—'বুদ্বুদ কি হইল?'

বুদ্বুদ ছাগশিশুর কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া ডাকিল—'ব্যা।'

'একি করিতেছ?'

'পাঁঠা-কাটা হইয়া গেল! সাগরজী আমার গলা কাটিয়া ফেলিয়াছে।'

রাগে ফুলিতে ফুলিতে ভীমবেগে সাগরজী তাহার নিকট ছুটিয়া আসিতেই বুদ্বুদ তড়াক করিয়া উঠিল এবং তুর্কি নাচন শুরু করিল। সাগরজীর প্রত্যেকটি আঘাত প্রতিহত করিয়াই বুদ্বুদ দূরে সরিয়া

যায় এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে। কখনও জিহ্বা বাহির করে, কখনও ঊর্ধ্বাঙ্গ নাচায়। কখনও বক দেখায়।

সাগরজীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। ক্রোধোন্মত্ত শার্দূলের মত সে ঝাঁপাইয়া পড়িল বুদ্বুদের উপরে এবং পরক্ষণেই নিজস্কন্ধে দারুণ আঘাত পাইয়া বসিয়া পড়িল।

বুদ্বুদ রণভূমির দিকে ফিরিল।* এখন সে যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করিতে পারে। উদয়াচল তখনও লড়িতেছে। বিন্ধ্যাচলের একজন শত্রু পড়িয়াছে মাত্র।

হিমাচল চিবুকের উপর পুনরায় একটি আঘাত পাইয়াছে। বুদ্বুদের সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। বুদ্বুদ বুঝিল, সাহায্যের প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশী হিমাচলের—কিন্তু সে মৃত্যুর পূর্বে সাহায্য চাহিবে না। দৈত্যশিশু হুঙ্কার দিয়া উঠিল—'এইদিকে ফিরুন লম্বকর্ণ মহাশয়। নচেৎ বলিদান খতম্ করিলাম। হিমাচলের প্রতিপক্ষ ফিরিল। ক্লান্ত আহত হিমাচল বসিয়া পড়িল এবং বলিল,—'উহাকে প্রাণে মারিও না বন্ধু। উহার সহিত আমার একটা বোঝাপড়া আছে। তুমি উহাকে শুধু নিরস্ত্র করিয়া দাও। এই তো, সুন্দর, চমৎকার!'

হিমাচলের এ প্রশংসাবাণীর কারণ আছে। তরবারির বিপরীত দিক দিয়া বুদ্বুদ প্রতিপক্ষের দক্ষিণ মণিবন্ধে প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছিল এবং তাহার হস্তচ্যুত আয়ুধ বহুদূরে ছিটকাইয়া পড়িল। উভয়েই ছুটিল সেদিকে—কিন্তু ক্ষিপ্রগতি বুদ্বুদ প্রথমে পৌঁছিয়া সেটি করায়ত্ত করিল। নিরস্ত্র সৈনিকের পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। ইতিমধ্যে উদয়াচলের প্রতিপক্ষও আহত হইয়া পড়িয়াছে এবং বিন্ধ্যের প্রতিপক্ষও অবস্থা বেগতিক দেখিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে।

তখন উহারা হত এবং আহতদিগকে তাহাদের অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া দিয়া হাত ধরাধরি করিয়া রওনা হইল।

* রাজপুত-যুদ্ধের আইন বা রীতি অনুযায়ী।

একগাল হাসিয়া বুদ্বুদ কহিল,—যদিচ মেবারের সেনাদলে আমি আজও ভর্তি হই নাই তবু শিক্ষানবিশীর প্রথম পাঠে তুর্কি নাচনটা আমি ভালই নাচিলাম। কেমন না?'

সকলে সমস্বরে উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিল।

ছয়

চারি বন্ধুতে কিন্তু প্রথমেই শিবিরে গেল না। শহরের দিকে আসিতেই সংবাদ পাওয়া গেল সমস্ত নগরীতে একটা উত্তেজনার প্রলেপ। সাগরজী বন্ধুর মৃতদেহটি পূর্বেই অশ্বপৃষ্ঠে প্রধান রাজপথের সংযোগস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে। মৃত সৈনিক হাজার হউক মারবারী। প্রতিযোগিতার ব্যাপারে মান্দোর এমনিতেই মেবারী সৈনিকদের উপর বিদ্বেষপরায়ণ। এখন এই সংবাদে সমস্ত নগরীতে অত্যন্ত উত্তেজনা এবং চাঞ্চল্য।

চারিবন্ধু ইতস্ততঃ করিল। বুদ্বুদ উহাদের সকলকে নিজ পান্থশালায় আমন্ত্রণ করিল। কিন্তু পান্থশালাটি নগরীর কেন্দ্রস্থলে। এইরূপ রক্তরাঙা অবস্থায় সেখানে গেলে ধরাপড়ার সম্ভাবনাই অধিক। অবশেষে হিমাচল কহিল,—'আমি একটি নির্জন এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলের সন্ধান দিতে পারি। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, তাই পূর্বেই তোমাদের সকলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। যে গৃহে তোমাদের লইয়া যাইব সেই গৃহবাসী সম্বন্ধে তোমরা কোনও ঔৎসুক্য দেখাইবে না।' তিন বন্ধুই বিস্মিত হইল—কিন্তু সম্মতি দিল সকলেই। অনেকদূর ঘুর পথে উহারা অবশেষে নগরীর অপর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। কার্তিক মাসের শীত; এ দিকটা জনবিরল। পথ নির্জন। বনবীথি দিয়া তাহারা চারিজনে একটি ভগ্ন প্রাসাদের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। বিরাট একটি উদ্যান অতিক্রম করিয়া তাহারা জীর্ণ প্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইল। হিমাচল দ্বারে করাঘাত করিল। তাহার করাঘাত করিবার একটা বিচিত্র

ভঙ্গি আছে। প্রথম দুইবার খুব ঘন ঘন এবং একটু অপেক্ষা করিয়া তৃতীয় আঘাত। এইভাবে কয়েকবার সঙ্কেতধ্বনি হইতেই ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে প্রশ্ন হইল,—'কে ?'

—'আমি হিমাচল। দ্বার উন্মোচন কর।'

—'আপনি গবাক্ষের নিকট সরিয়া আসুন।'

হিমাচল নির্দেশমত পার্শ্বের গবাক্ষের নিকট সরিয়া আসিল। প্রদীপ হস্তে একটি কিশোরী মূর্তি জানালায় আবির্ভূতা হইল। মেয়েটি হিমাচলকে প্রদীপালোকে চিনিল। পরক্ষণেই দ্বার খুলিয়া গেল। হিমাচল আহ্বান করিল বন্ধুদিগকে। উদয় এবং বিন্ধ্য দ্বারপথে প্রবেশ করিল।

—'বুদ্বুদ। বুদ্বুদ কোথায় ?'

বাহিরে আসিয়া হিমাচল দেখিল অন্ধকারে অন্ধের মোহাবিষ্টের ন্যায় বুদ্বুদ দাঁড়াইয়া আছে—নিস্পন্দ নির্বাক।

বিস্মিত হিমাচল বন্ধুর করগ্রহণ করিল,—'কি হইল তোমার ?'

—'অ্যাঃ ?' সংবিৎ ফিরিয়া আসে বুদ্বুদের।

—'ভিতরে এস ?'

—'আসিতেছি, কিন্তু—'

—'কিন্তু কি ?'

—'ঐ কিশোরী মেয়েটি কে ?'

ভ্রূকুঞ্চিত হয় হিমাচলের। একী অশোভন প্রশ্ন ? উহারা কথা দিয়াছিল কোনও প্রশ্ন করিবে না, এত অল্প সময়ের ভিতরেই বুদ্বুদ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় হিমাচল রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়। বুদ্বুদেরও মনে পড়িয়া যায় প্রতিজ্ঞার কথা। তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হইয়া বলে,—'মাপ করিবেন ! চলুন ভিতরে যাই।'

ক্ষুণ্ণভাবে হিমাচল বুদ্বুদকে লইয়া দ্বারের নিকটে আসে। সেখানে কিশোরী মেয়েটি অবগুণ্ঠন টানিয়া প্রদীপ হস্তে প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিন্ধ্য এবং উদয় পূর্বেই ভিতরে গিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে। দ্বারের নিকট আসিতেই অবগুণ্ঠনবতীর সহিত বুদ্বুদের

দৃষ্টি বিনিময় হইল। উভয়েই মুহূর্তে যেন প্রস্তর মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়। দুইজনেই নির্বাক নিস্পন্দ।

হিমাচল ধীরে ধীরে তাহার হাতখানি বুদ্বুদের স্কন্ধে স্থাপন করে। সংবিৎ ফিরিয়া পায় বুদ্বুদ; দ্রুতচরণে উহারা ভিতরে আসিয়া বসে।

বিন্ধ্য তাহার বিশাল বপু একটি চৌপায়াতে এলাইয়া দিল। উদয়াচল একখানি পুঁথি টানিয়া লইয়া মনোনিবেশ করিল। হিমাচল অন্তরালে গিয়া একজনকে শিবিরে সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া ফিরিয়া আসিয়া অস্থিরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণা শুরু করিল। গৃহস্থের পক্ষে কেহই আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করিতে আসিল না। বস্তুত যে শিবিরে সংবাদ আনিতে গেল সে ভিন্ন গৃহে অবস্থান করিতেছিল দুইজন রমণী। একজন বৃদ্ধা, অপরজন কিশোরী। অল্পকিছু পরেই দ্বারের শিকলটি নড়িয়া উঠিল। হিমাচল উঠিয়া গেল—এবং পরক্ষণেই কিছু ভোজ্যদ্রব্য এবং এক লোটা সিদ্ধির শরবত লইয়া ফিরিয়া আসিল। সিদ্ধির নামে বিন্ধ্যাচল উঠিয়া বসিল। বুদ্বুদ কিছুই খাইতে স্বীকৃত হইল না। তাহার নাকি ক্ষুধা নাই। পুনরায় দ্বারের শিকল নড়িয়া উঠিল এবং হিমাচল ঘুরিয়া আসিয়া কহিল, 'বুদ্বুদ, গৃহস্থ বলিতেছেন—অতিথি আসিয়া কিছু গ্রহণ না করিলে নাকি গৃহস্থের অকল্যাণ হয়—তুমি যাহা ইচ্ছা কণিকামাত্র গ্রহণ কর।' বস্তুতঃ ক্ষুধায় বুদ্বুদের জঠরে তখন যেন একদল মূষিক কুচকাওয়াজ করিতেছে। তুর্কিনাচনটা তো সে কম নাচে নাই। সে শুধু দেখিতেছিল, ভিতর হইতে কোনও অনুরোধ আসে কিনা। ভিতর অর্থে গৃহের ভিতর। জঠরের ভিতর তখন অনুরোধ নয়, বিদ্রোহ হইবার উপক্রম।

সুতরাং চারি বন্ধুতে গোগ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

অবশেষে শিবির হইতে সংবাদ লইয়া সেই ব্যক্তি ফিরিলেন। উপেন্দ্রবজ্র পত্র দিয়াছেন। হিমাচল পত্র খুলিয়া প্রদীপের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল; তাহাতে লেখা আছে—

'শ্রীএকলিঙ্গ প্রসাদ, স্নেহের উদয়াচল, বিন্ধ্যাচল, হিমাচল, অতঃপর তোমরা অদ্যরাত্রেই পত্রপ্রাপ্তিমাত্র মান্দোর ত্যাগ করিবে। কল্য সারা দিনমানে মারবার রাজ্য। রানা রণমল্ল আদেশ দিয়াছেন, তোমাদের তিনজনকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়া আনিতে পারিলে তাহাকে সহস্র আসরফি পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতার জন্য চিন্তা করিও না! আশীর্বাদক শ্রীউপেন্দ্রবজ্র।'

তিন বন্ধুরই মুখ শুকাইল। সকলেই বুঝিল, এই সুযোগে রাও রণমল্ল মেবার পক্ষের প্রতিযোগিতা জয়ের সম্ভাবনা নির্মূল করিলেন।

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'এবার বোধহয় সেনাপতিকে নিজেই অস্ত্র-ধারণ করিতে হইবে। এই বৃদ্ধ বয়সে! কিন্তু উপায় কি?'

উদয় তাহার সহিত তর্ক জুড়িল, এ ক্ষেত্রে কাহাকে প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। হিমাচল কোনও কথা বলিল না। একখণ্ড ভূর্জপত্র লইয়া লিখিল—

"—শ্রীরামজয়তি, শ্রীএকলিঙ্গপ্রসাদ, অতঃপর পত্রবাহক আমার বিশেষ পরিচিত। অধমের অস্ত্রশিক্ষা জ্ঞানের উপর যদি সর্দারের বিন্দুমাত্র আস্থা থাকে, তবে জানিবেন পত্রবাহক মেবার শিবিরের মধ্যে অবিশিষ্টাংশ সৈনিক অপেক্ষা অসিচালনায় নিপুণ। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি নিজে অস্ত্রধারণের পূর্বে ইহাকে প্রথমবার অস্ত্রধারণ করিতে দিবেন। ইতি স্নেহভিক্ষু হিমাচল।"

পত্রটি বুদ্বুদের হস্তে অর্পণ করিয়া হিমাচল অপর বন্ধুদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিতে বলিল। চারিবন্ধু পথে বাহির হইল। উদয় এবং বিন্ধ্য একটু অগ্রসর হইতেই হিমাচল বুদ্বুদকে জনান্তিকে টানিয়া অনুচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—'তুমি তিলাঞ্জলিকে চিনিতে?'

—'তিলাঞ্জলি কে?'

—'ঐ কিশোরী মেয়েটি।'

—'না, উহাকে আমি চিনি না—নামও জানিতাম না, তবে পূর্বে উহাকে দেখিয়াছি।'

—'কোথায় ?'

—'এক পান্থশালায় !'

—'কথাবার্তা হয় নাই ?'

—'না !'

—'ও আচ্ছা ! শোন বুদ্ধুদ, এ মেয়েটি আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন। ও আর মাত্র দুইদিন এস্থলে থাকিবে। আমি তো চলিয়া যাইতেছি ! সম্ভব হইলে তুমি ইহাকে একটু দেখিও।'

—'কেন ?' বিস্মিত বুদ্ধুদের প্রশ্ন।

—'ও এখানে আসিয়াছে একটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজে ! ওর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ আছেন আর আছেন এক বৃদ্ধা। অরক্ষিত উহাকে একটু দেখিও।' বুদ্ধুদ সম্মতিসূচক গ্রীবাসঞ্চালন করে।

—'আর একটি কথা। তুমি ইহাদের পরিচয় জানিতে কখনও চেষ্টা করিও না।'

—'মাপ করিবেন, সে প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলাম না।'

—'কিন্তু তুমি এখানে আসিবার পূর্বেই তো সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ।'

—'যতদিন উহারা এস্থলে আছেন, আমি কোনও সন্ধান করিব না—কিন্তু পরে জীবনে কখনও সন্ধান লইব না এ কথা বলি নাই।'

—'বেশ। মনে রাখিও। মেয়েটিকে আমি সত্যই স্নেহ করি।'

বারংবার স্নেহ করার কথায় বুদ্ধুদের ভ্রূকুঞ্চিত হইল। তবে কি—? কিন্তু হিমাচল ? ঐ কিশোরী বালিকা কে ? ওর ভ্রূভঙ্গিটি হিমাচলের দৃষ্টি এড়ায় না।

মনে মনে হাসিয়া হিমাচল নিমেষে অন্তর্হিত হইল। বুদ্ধুদও প্রাসাদের দিকে দৃক্‌পাত করিল। সেখানে দ্বিতলের একটি গবাক্ষে অনির্বাণ শিখায় একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। একটি নয়, দুইটি। জীবন্ত দীপশিখার পার্শ্বে মৃৎপ্রদীপ যেন নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। ফুৎকারে মৃৎপ্রদীপ নিবিয়া গেল। অপর শিখাটিও।

www.boiRboi.blogspot.com

বুদ্বুদ অস্ফুটে উচ্চারণ করিল,—'তিলাঞ্জলি, তিলাঞ্জলি।'
বীজমন্ত্র যেন।

পরদিবস বেলা একদণ্ডের সময় আমাদের ভাগ্যান্বেষী নায়ক দুরুদুরু বক্ষে মেবার শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এক্ষণে দ্বারপাল তাহার পূর্বপরিচিত, শিবির প্রবেশে বুদ্বুদকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কৃষ্ণবর্ণের যবনিকা সরাইয়া শিবিরের গর্ভকক্ষে প্রবেশ করিয়া বুদ্বুদ দেখিল—সেনানায়ক কুঞ্চিত-ভ্রূভঙ্গে কয়েকজন সেনানীর সহিত আলাপনরত। সম্ভবতঃ নির্বাচিত যোদ্ধৃত্রয়ের অনুপস্থিতিতে কে কে তাহার পাদপূরণ করিবে ইহাই বিচার্য বিষয়। সৈন্যাধ্যক্ষ উপেন্দ্রবজ্র স্বয়ং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে চাহেন —ইহাতে উপস্থিত যোদ্ধৃবৃন্দের ঘোরতর আপত্তি। প্রথমতঃ শেষ মুহূর্তের এই দুর্ঘটনায় মেবারের পরাজয় সম্বন্ধে সকলেই সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। মারবার শিবিরে রাঠোর সৈনিকেরা প্রতিযোগিতার পূর্বে এখনই যেন জয়োল্লাসে মাতিয়াছে। সমস্ত নগরীতে আসন্ন বিজয়ের চাঞ্চল্য। উপেন্দ্রবজ্রকে একটি ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে। তিনজন সৈনিকের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে শত্রু হাসিবে। বিজয়লক্ষ্মী চিরকাল কিছু একপক্ষে থাকেন না—এই অবস্থায় মেবারের পরাজয়ে লজ্জা পাইবার কারণ নাই; তবু যেন আসন্ন পরাজয়ের গ্লানি, মারবারী সৈনিকদের ব্যঙ্গ-বক্রোক্তি এখন হইতেই উপেন্দ্রবজ্রের বুকে পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছে। সৈন্যাধ্যক্ষ স্বয়ং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়া পরাজিত হইলে তাহা যেন দ্বিগুণভাবে বাজিবে, তাই সকলের ইচ্ছা তিনি অবশিষ্ট মেবারীদিগের ভিতর হইতে ইচ্ছামত তিনজনকে নির্বাচিত করিয়া স্বয়ং অস্ত্রধারণে বিরত থাকুন; কিন্তু সাহস করিয়া একথা কেহই সেনাপতি সমীপে নিবেদন করিতে পারিতেছে না।

বুদ্বুদের প্রবেশে কথোপকথন মুহূর্তের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। বুদ্বুদ দেখিল, সকলেই জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

আর উপেন্দ্রবজ্র দেখিলেন যোধার সেই চরটি পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে বুদ্বুদের দিকে দৃক্‌পাত করিলেন। সসম্মানে অভিবাদন করিয়া বুদ্বুদ আংরাখার ভিতর হইতে সযত্নরক্ষিত হিমাচলের পত্রটি বাহির করিয়া সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিল। সেনাপতি পত্রটি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া হস্ত সঞ্চালনে সকলকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। ঘর নির্জন হইলে উপেন্দ্রবজ্র বুদ্বুদকে কহিলেন,—'এ পত্র যে জাল নহে তাহা কিরূপে বুঝিব ?'

—'সর্দার হিমাচলের হস্তাক্ষর বিষয়ে মহানায়কের পূর্ব পরিচিতি আছে ইহাই আমি বিশ্বাস করিয়াছিলাম! অন্য কোনও প্রমাণ আমার নাই।'

—'তুমি এ পত্র কোথায় পাইলে—তোমার অস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে পত্র-লেখকের ধারণাই বা কিরূপে জন্মিল ?'

তখন বুদ্বুদ গতকল্যকার সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে বিবৃত করিল। অবশ্য তিলাঞ্জলির বৃত্তান্ত কিছুই বলিল না। করলগ্নকপোলে সেনাপতি অধীর আগ্রহে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিলেন। মারবার রাজসভায় নিগৃহীত রাঠোর সৈনিকগণের অভিযোগ ও ঘটনার বর্ণনা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন—সুতরাং ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। তাহা ভিন্ন হিমাচলের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে সত্যই তাঁহার সন্দেহাতীত পূর্ব অভিজ্ঞান ছিল।

উপেন্দ্রবজ্র কহিলেন,—'তোমাকে আজ প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ দিব ; কিন্তু কেহ যদি তোমাকে চিনিয়া ফেলে ?'

বুদ্বুদ বলিল,—'অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি মেবারী পোশাক দিবেন—বেশ পরিবর্তন করিলে আমাকে চিহ্নিত করা কঠিন হইবে। প্রথমতঃ এক সাগরজী ভিন্ন কেহই আমাকে অধিকক্ষণ লক্ষ্য করে নাই ; কিন্তু আশাকরি সাগরজী আজ নিশ্চয়ই শয্যাশায়ী। দ্বিতীয়তঃ আপনি আদেশ করিলে আমি কিছু ছদ্মবেশ ধারণ করিব।'

—'উত্তম! আমি বলি তুমি তোমার ঐ চিক্কণ গুম্ফরাজি

সর্বপ্রথমে নির্মূল কর। তাহা হইলে তোমার আকৃতির যথেষ্ট পরিবর্তন হইবে।' শুনিয়া বুদ্বুদের সমস্ত দেহে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ খেলিয়া গেল। বেচারী পৃথিবীতে যে কয়টি জিনিসকে জীবনে ভালবাসিয়াছে তাহার সযত্নরক্ষিত গুম্ফরাজি তাহার অন্যতম। ঘন মসৃণ কৃষ্ণদামের এই বস্তুটির প্রাত্যহিক পরিচর্যার জন্য তাহার অনেকটা সময় যাইত। ইহা অপেক্ষা সেনাপতি যদি বলিতেন তোমার একটি কর্ণচ্ছেদ করিতে হইবে তাহা হইলেও সে এতটা মর্মাহত হইত না। সখেদে অবনতমস্তকে সে গুম্ফরাজির উপর হাত বুলাইতে লাগিল। উপেন্দ্রবজ্র বলিলেন,—'কি ভাবিতেছ?'

বুদ্বুদ ইতস্ততঃ করিতেছিল। 'তা-তা, ইয়ে' জাতীয় কয়েকটি শব্দ তাহার মুখনিঃসৃত হইল মাত্র। সেনাপতি বুঝিলেন, সহাস্যে কহিলেন,—'যুবক, তুমি মেবারের সৈন্যদলে ভর্তি হইতে চাও—সেনাপতির আদেশে যে কোন সৈনিক তাহার মস্তকের মায়া ত্যাগ করে, আর তুমি সামান্য—'

বুদ্বুদকে একটি সামরিক অভিবাদন করিতে দেখিয়া সেনাপতি অর্ধপথে থামিয়া গেলেন। বুদ্বুদ মনস্থির করিয়াছে। আকৈশোরের এত সাধের সাথীটিকে সে মেবারের উদ্দেশে বলি দিবে। অতঃপর সেনাপতির আদেশে রাজপুত-মেবারী যোদ্ধার সামরিক পোশাক আনীত হইল। পদদ্বয়ের চর্মাবৃত পাদুকা, ঊর্ধ্বাঙ্গের লৌহজালিক, মস্তকের লৌহজাল শিরস্ত্রাণ, ধাতব হস্তাবরণ এবং দীর্ঘ তরবারি। বুদ্বুদ নিজ অঙ্গের উপযুক্ত সামরিক সজ্জা নির্বাচন করিয়া সেনাপতিকে বিদায়-জ্ঞাপক অভিবাদন করিল। উপেন্দ্রবজ্র কহিলেন,—'সে কি? তুমি তরবারি লইলে না?'

বুদ্বুদ কহিল,—'এ তরবারিগুলি কিছু দীর্ঘ। আমার অভ্যস্ত নিজস্ব তরবারিতেই আমার সুবিধা হইবে। সুতরাং আর প্রয়োজন নাই।'

সেনাপতি আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'আজিকার যুদ্ধে যদি জয়লাভ করি তখন আপনার হাত হইতে নূতন তরবারি লইব—এখন নয়!

সেনাপতি চপলমতি কিশোরের কথায় হাস্য করিলেন মাত্র। বুদ্বুদ অভিবাদনান্তে বাহির হইয়া গেল।

কাহার বিরুদ্ধে তাহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে তাহা জানা গেল না—অবশ্য ক্ষতি নাই, সে তখন সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতে প্রস্তুত! তাহার অপর দুইজন সঙ্গী কে হইবে তাহাও জানা হইল না। অবশ্য তাহার সঙ্গীদ্বয়ের একজন নিঃসন্দেহে উপেন্দ্রবজ্র স্বয়ং কিন্তু এখন ও-সকল কথায় তাহার মন নাই—এখন সর্বপ্রথমে মেবারের সম্মান রক্ষার্থে তাহার এত সাধের বন্ধুটিকে অবিলম্বে বিসর্জন দিতে হইবে।

চিন্তান্বিত মুখে সে নিজ পান্থশালায় ফিরিয়া গেল। রুদ্ধদুয়ারে ধাতব দর্পণ লইয়া বসিল। তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা আকৈশোরের বন্ধুটিকে রাজকার্যে বলি দিতে উদ্যত হইল।

হায় সেনাপতি! তুমি বলিয়াছিলে তোমার আদেশে কত বীর শিরদান করে। তুমি তো সাহিত্যচর্চা কর না; তাই গুম্ফমাহাত্ম্য সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নাই। যাহা চাহিয়াছ তাহার কিছু বেশী দেওয়া মোটেই কঠিন হইত না। তোমার করুণা হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া অনায়াসে গোঁফের সহিত বুদ্বুদ মাথা দিতে পারিত; কিন্তু মস্তক রাখিয়া শুধু গুম্ফ! এ বস্তু যে ঈশ্বরদত্ত ধন! এর মালিকানা কি বুদ্বুদের? বস্তুতঃ বুদ্বুদই তো তাহার গুম্ফরাজির সম্পত্তি!

অস্ফুটে কী যেন মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে বুদ্বুদ নাসিকাগ্রভাগ কৃপাণ স্পর্শ করাইল।

নিভৃত কক্ষে, বিনা সহানুভূতিতে, বিনা অশ্রুজলে, বিনা আবহসংগীতে শিশোদীয়া রানার সম্মানরক্ষার্থে বুদ্বুদের প্রথম দান ঝরিয়া পড়িল। মৃদু শব্দ উঠিল শুধু 'ক্যুচ!'

অসিযুদ্ধের আসর লোকে লোকারণ্য। পর্বতের সানুদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিদল আসন গ্রহণ করিয়াছে। মধ্যস্থলে মারবার অধীপের সিংহাসন। তাহার বামপার্শ্বে বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের সুজ্জিত আসন।

বুন্দি, মালোয়া প্রভৃতি রাজ্যের সামন্তসর্দার ও রাজপুরুষরা সভা অলঙ্কৃত করিয়া বসিয়াছেন। রাজার পার্শ্বেই মেবারের নির্দিষ্ট আসনে রাজকুমার রঘুদেব বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন। গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে সূর্যের উপর যেরূপ ধূম্রবর্ণের ছায়াপাত ঘটে—আসন্ন পরাজয়ের ছায়া এখনই যেন তেমনি রঘুদেবের মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। এই নির্বিরোধী রাজকুমারটির বদলে যদি যুবরাজ চণ্ডদেব আজ উপস্থিত থাকিতেন তবেই যেন মারবারীরা বেশী খুশী হইত।

আজ প্রতিযোগিতা শুধু মেবার ও মারবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অন্যান্য দল পূর্বেই পরাজিত হইয়াছে। এই দুই দলের মধ্যেই জয়লক্ষ্মী এ বৎসরের মতো বিজয়ীকে বাছিয়া লইবেন।

রৌপ্যদণ্ডের উপর রেশমের বৃহদাকার চন্দ্রাতপ বিলম্বিত। তাহারই ছত্রচ্ছায়ায় সাড়ম্বরে মারবাররাজ সমাসীন। এই চন্দ্রাতপের দক্ষিণভাগে একটি বৃহদায়তন কানাতের প্রকোষ্ঠ; তাহার সম্মুখভাগে উশীরসদৃশ স্বচ্ছ জালিকা। অভ্যন্তরে রাজান্তঃপুরিকারা আসন গ্রহণ করিয়াছেন। রাজপুতনায় সে যুগে পর্দাপ্রথার বিশেষ প্রাবল্য ছিল না; তাহা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্যের এমনকি যবনরাজগণের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যস্থানে রাজপুরীর এবং নগরীর বিশিষ্ট পরিবারের ললনাগণ বসিবার স্বাধীনতা পান নাই। সম্মুখভাগের সূক্ষ্ম জালিকার ভিতর দিয়া রণক্ষেত্রের সকল দৃশ্যই গোচর হয়; অথচ বাহির হইতে অভ্যন্তরভাগের অন্তঃপুরিকাদের সনাক্ত করা যায় না। অস্পষ্টভাবে বিচিত্র বর্ণের একটি আলিম্পনরেখা বলিয়া ভ্রম হয়। জালিকার অবরোধ মধ্যে রাজমহিষী বেত্রবতী, রাজবধূ লছমীবাঈ এবং রাজকন্যা মধুশ্রী বসিয়া আছেন। সকলেরই বক্ষে উত্তেজনা—আসন্ন জয়ের বিষয়ে সেখানেও জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

রাজকন্যা মধুশ্রী একদৃষ্টে কি দেখিতেছিলেন; সহসা পার্শ্ববর্তী সখীকে প্রশ্ন করিলেন,—'পর্ণা, মহারাজের দক্ষিণপার্শ্বে কে বসিয়া আছেন?'

পর্ণা কহিল,—'জান না? ঐটি তো মেবারের নির্দিষ্ট আসন। উনি মেবারের কুমার।'

মধুশ্রী পুনরায় কি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া ইতস্ততঃ করিয়া থামিয়া গেলেন।

পর্ণা হাসিয়া কহিল—'যাহা ভাবিতেছ তাহা নহে—উনি ছোট-কুমার রঘুদেব।'

মধুশ্রী অকারণে লজ্জিত হইয়া কহিলেন—'আমি আবার কি ভাবিতেছিলাম?'

অপর কয়েকটি সখীও ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় পর্ণা শুধু কহিল,—'তাহা তুমিও জানো আমিও জানি।'

মধুশ্রী আর কথা বাড়াইলেন না।

সর্বাঙ্গে রণসজ্জা পরিধান করিয়া যুবরাজ যোধা ব্যস্তসমস্তভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। এবারও তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণেচ্ছু। তাঁহার গুপ্তচর গোপনে সংবাদ আনিয়াছে এবার সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র নিজেই অস্ত্রধারণে বাধ্য হইয়াছেন। যুবরাজ যোধার অন্তরের বাসনা উপেন্দ্রবজ্রকে স্বহস্তে পরাজিত করিয়া মারবারের জয়তিলকটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। বৃদ্ধ উপেন্দ্রবজ্রকে পরাজিত করার বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই; বস্তুতঃ সে সন্দেহ কাহারও নাই। কারণ যোধাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করার স্পর্ধা তখন সমগ্র রাজস্থানে হয়তো কাহারো ছিল না। যোধার দূত অবশ্য মেবারের অপর দুইজন প্রতিযোগীর সন্ধান আনিতে পারে নাই। যাহা হউক তাহাতে যোধার কোনও চিন্তা নাই—কারণ মেবার শিবিরের উপস্থিত প্রত্যেককেই তিনি উত্তমরূপে চিনেন।

মেবারের শিবির সম্মুখে সসৈন্য উপেন্দ্রবজ্র অপেক্ষা করিতেছেন। স্থির হইয়াছে বুদ্বুদ প্রথম প্রতিযোগিতায় নামিবে, অতঃপর উপেন্দ্রবজ্র। তৃতীয় যোদ্ধার বিষয়ে সেনাপতি এখনও মনস্থির করিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে মনে মনে তিনি ভাবিয়াছিলেন তৃতীয় যোদ্ধার আর প্রয়োজনই হইবে না। কারণ প্রথম দুইটি যুদ্ধেই যদি

মারবার জয়লাভ করে তাহা হইলে আইন অনুসারে তৃতীয় যুদ্ধের আর প্রয়োজনই হইবে না। তাই এ বিষয়ে তিনি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। যদি দৈবাৎ দুইটি অসিযুদ্ধেও জয়পরাজয় অনিশ্চিত থাকে তখন ক্ষেত্রে কর্মবিধিয়তে!

হঠাৎ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। প্রতিযোগীদের আসরে নামিবার সঙ্কেত। জনারণ্যের মধ্যভাগে নির্জন শাদ্বলে মুক্ত কৃপাণ হস্তে, মারবারের প্রতিযোগী যুবরাজ যোধা অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে অসিযুদ্ধের উপযুক্ত রণসম্ভার। বামহস্তে বিরাটাকার ঢালিকা এবং দক্ষিণ করে ভীমদর্শন বিরাটাকার অসি। সর্বাঙ্গে রত্নরাজি, বক্ষে লৌহজালিক, মস্তকে ধাতব শিরস্ত্রাণ। যোধার আবির্ভাবে জনারণ্য উৎসাহে উদ্বেগে আনন্দে জয়ধ্বনি করিল; যোধা আপন আয়ুধ শূন্যে উত্তোলিত করিয়া সে সম্মান গ্রহণ করিলেন।

বিপরীত দিক হইতে মেবারের যোদ্ধা রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু এ কে? যোধা অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন উপেন্দ্রবজ্রের পরিবর্তে একটি কিশোর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে। প্রথমে বিস্ময়, ও পরে কৌতুকে তাঁহার মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। তিনি বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। ভয় পাইয়াছে! উপেন্দ্রবজ্র যোধার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহে না—তাই এই নাবালকটিকে নির্লজ্জভাবে বলি দিতে পাঠাইয়াছে। যোধা ধীরপদে বিচারকদিগের নিকট ফিরিয়া গেলেন। অস্ফুটে কি আলোচনা হইতে লাগিল।

পাঠক আশাকরি মেবারী যোদ্ধাটিকে চিনিতে পারিয়াছেন; কিন্তু সেজন্য কৃতিত্ব পাঠকের নহে! পূর্বজ্ঞান না থাকিলে সমরসাজে সজ্জিত এই তরুণকান্তি যুবককে পীত ঘোটকের উপর আসীন আহেরিয়া কিশোর বলিয়া কিছুতেই চিহ্নিত করিতে পারিতেন না, একথা হলফ করিয়া বলিতে পারি।

যোধার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইল। যোধা অবসর লইলেন। কুটিলহাস্যে যোধার মুখমণ্ডল ভরিয়া গেল। বৃদ্ধ সেনাপতিকে আজ শায়েস্তা করিতেই হইবে। যোধার প্রস্থানে দ্বিতীয় যোদ্ধা রণভূমে

অবতীর্ণ হইল! তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল বুদ্বুদ। চিনিয়াছে! এ মূর্তিটিকে সে এক মুহূর্তেও বিস্মৃত হয় নাই! পান্থ-শালার সেই উদ্ধত রাঠোর রাজপুত।

কিন্তু হায়! আজ যে তাহার তরবারি রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত। আজ ইহাকে পরাজিত করিলেও ইহার রক্তে তাহার কৃপাণ তো মুক্তিস্নান করিবে না। দুই যোদ্ধা পরস্পরের নিকটবর্তী হইল। পরস্পরকে সামরিক অভিবাদনপূর্বক উভয়ে মুখোমুখি হইল, দুইজনের তরবারি পরস্পরকে চুম্বন করিল। রাঠোরও তাহাকে চিনিয়াছে। নিকটবর্তী হইতেই রাঠোর অস্ফুটে কহিল,—'আহেরিয়া বাচ্ছা! পান্থশালায় আমার দেয় মুদ্রা কয়টি দিয়া দিয়েছিলে তো?'

বুদ্বুদও নিম্নকণ্ঠে কহিল,—'হাঁ, সুদ সমেত আজ তাহা মহাশয়কে শোধ করিতে হইবে দেখিতেছি।'

রাঠোরের ক্ষুদ্রায়তন চক্ষু দুইটি নাচিয়া উঠিল। একটি ব্যঙ্গের হাসি তাহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল, বলিল—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে আজ আমার কৃপাণ বস্ত্রাচ্ছাদিত! নহিলে—'

বুদ্বুদ কথা শেষ করিবার পূর্বেই কহিল,—'সে খেদ মিটাইবার বাসনা থাকিলে কল্য প্রাতে ভবানী মন্দির প্রাঙ্গণে দেখা করিবেন!'

—'আপনার সে আশা দুরাশা; কারণ আজ এই বস্ত্রাচ্ছাদিত তরবারির আঘাতেই কাল মহাশয় শয্যাত্যাগে বিরত থাকিবেন অনুমান হইতেছে।'

বুদ্বুদও কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার বাক্য নিঃসরণের পূর্বেই সশব্দে ভেরী বাজিয়া উঠিল এবং সে সাবধান হইবার পূর্বেই সজোরে তাহার বাম বাহুমূলে রাঠোরের তরবারি আঘাত করিল। বুদ্বুদ ক্ষিপ্রগতি শার্দূলের মতই দুই পদ পিছাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষা করিল।

দুইজনে অসিযুদ্ধ শুরু করিল। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত শক্তি একত্র করিয়াও বুদ্বুদ অপরিচিত রাঠোরকে আয়ত্তে আনিতে পারিল না। অদ্ভুত তাহার অসিচালনার শিক্ষা! বিদ্যুদ্গতি কিশোর চতুর্দিক

হইতে মুহুর্মুহু তাহাকে অস্ত্রাঘাতে প্রয়াসী হইল; কিন্তু একবারও তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না। রাঠোরের এক তরবারি যেন সহস্রখানা হইয়া নিজের চতুর্দিকে এক অদৃশ্য লৌহজাল বিস্তার করিয়াছে! বুদ্বুদ বিস্মিত হইল। এইরূপ ঘটনা তাহার অভিজ্ঞতার বাহিরে। মঙ্গলরামের কূটকৌশলগুলি একের পর এক প্রয়োগ করিল কিন্তু প্রতিবারেই রাঠোরের অস্ত্রের উপর পড়িল তাহার আঘাত। ক্রমে বুদ্বুদের সর্বাঙ্গে শ্রমজল দেখা দিল। ভয় সে পায় নাই—ভয় কাহাকে বলে বুদ্বুদ তাহা জানে না; কিন্তু ক্রমশঃ যেন সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতেছে। ব্যর্থতার কারণটা সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণাই হইল না। উহার আয়ুধ কি মন্ত্রপূত? নিঃশ্বাস লইবার জন্য বুদ্বুদ দুই পদ পিছাইয়া গেল।

এতক্ষণ রাঠোরই আত্মরক্ষার্থ লড়িতেছিল—এক্ষণে বিপক্ষকে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া সে সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িল না। প্রতিপক্ষের উপর রাঠোর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্তে কালবৈশাখীর শিলাবৃষ্টির ন্যায় রাঠোরের কৃপাণ মুহুর্মুহু বুদ্বুদকে প্রহারে জর্জরিত করিয়া দিল। বুদ্বুদের বিশ্বাস—অসিশিক্ষার আইন অনুযায়ী সে প্রতিটি আঘাতই প্রতিহত করিয়াছে, তবু প্রায় প্রত্যেকটি আঘাতই আসিয়া পড়িয়াছে তাহার প্রত্যঙ্গদেশে। স্তম্ভিত আহত বুদ্বুদ পুনরায় আক্রমণ করিবার পূর্বেই ভেরী বাজিয়া উঠিল। বিচারকগণ নিঃসংশয়ে রাঠোরকে জয়ী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। সমস্ত রণক্ষেত্রটি বুদ্বুদের চক্ষের সম্মুখে দুলিয়া উঠিল। সহস্র চক্ষুর সম্মুখে পরাজয়ের গ্লানি যে এতদূর মর্মান্তিক চির-অপরাজেয় বুদ্বুদ তাহা আজ জীবনে প্রথম অনুধাবন করিল। দুইহস্তে মুখমণ্ডল লুক্কায়িত করিয়া সে রণস্থলেই বসিয়া পড়িল। রাঠোরের অট্টহাসি ও জনগণের কোলাহলের মধ্যে সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া বসিত। ভাগ্যে তাহার তরবারি বস্ত্রাচ্ছাদিত! বিজয়ী রাঠোর মারবার শিবিরে ফিরিয়া গেল। বুদ্বুদ তখন চলৎশক্তি রহিত।

সহসা কে তাহার বাহুমূল ধরিয়া আকর্ষণ করিল; বুদ্বুদ সাশ্রু-

লোচনে দেখিল উপেন্দ্রবজ্র। কেহ কোনও কথা বলিল না। ওর বাহুমূল দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া উপেন্দ্রবজ্র বিচারকবর্গের সম্মুখে আসিয়া অভিযোগ করিলেন—রাঠোর অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে। তিনি বিচারের প্রতিবাদ করিতেছেন। মারবারের যোদ্ধা প্রতিযোগিতার আইনে নির্দিষ্ট সীমারেখার অপেক্ষা দীর্ঘতর তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। অপর পক্ষে বুদ্বুদের তরবারি অনেক ক্ষুদ্রায়তন। এতক্ষণে বুদ্বুদ বুঝিল, কেন সে রাঠোরের সহিত যুদ্ধে সমকক্ষতা লাভ করিতেছিল না। রাঠোরের তরবারি বিচারকগণ তলব করিলেন। সর্বসমক্ষে তাঁহার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হইল এবং দেখা গেল অভিজ্ঞ সেনাপতির দৃষ্টিভ্রম হয় নাই। নির্ধারিত সীমারেখার অপেক্ষা দীর্ঘতর তরবারি লইয়াই রাঠোর যুদ্ধ করিয়াছে।

যোধা বলিলেন,—'তবে পুনরায় যুদ্ধ হউক।'

বিচারক রাজন্যবর্গ কহিলেন,—'না! মারবারী যোদ্ধার কিতব-সদৃশ হস্তলাঘবতা শাস্তিযোগ্য। অতএব মেবারী যোদ্ধাই জয়ী।'

মেবার শিবিরে জয়ধ্বনি উঠিল।

যোধার অক্ষিতারকা অলাতখণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইল। তিনি উপেন্দ্রবজ্রকে কহিলেন,—'বিচারকগণের আদেশ অবশ্য শিরোধার্য; কিন্তু আশা রাখি, নিয়মতান্ত্রিক জয় ঘোষণার অন্তরালে মেবারীরা আত্মগোপন করিতে চাহে না। আপনি যদি ঐ একই যোদ্ধাকে দ্বিতীয় প্রতিযোগী হিসাবে প্রেরণ করিতে রাজি থাকেন, তাহা হইলে আমিও পুনরায় আমার চির-অপরাজেয় যোদ্ধাকে এই বিচারের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পাঠাই।'

বুদ্বুদের কচি কিশোর মুখমণ্ডলে যেন দেহের সমস্ত রক্ত আশ্রয়-লাভ করিয়াছে! সে দৃঢ়কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল,—'আমি এক শর্তে পুনরায় ঐ কিতবের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিতে পারি।'

যোধা কিশোরের ঔদ্ধত্যে প্রজ্বলিত হইয়া কহিলেন,—'কী শর্ত?'

—'যদি উভয়কেই মুক্ত কৃপাণ লইয়া এ তর্কের মীমাংসা করিতে দেওয়া হয়।' রাও রণমল্ল কহিলেন—'উভয়পক্ষ রাজি থাকিলে

ইহাতে দোষের কিছু দেখি না।' অপমানিত রাঠোর তৎক্ষণাৎ একটি মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণক্ষেত্রে লাফাইয়া নামিল।

কিন্তু বাধা দিলেন বিচারকবর্গ! উভয় প্রতিযোগীর সম্মতিতে মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের আপত্তি নাই—কিন্তু পরাজিত-প্রতিযোগীর দ্বিতীয়বার অস্ত্রধারণের অধিকার প্রতিযোগিতার আইনে নাই। আইন—আইন! ক্ষুধিত সিংহের মত যোধা ও রাঠোর রাজপুত বুদ্বুদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। ক্ষণিক স্তব্ধতা। সহসা যোধার কর্ণমূলে কে যেন নিম্নস্বরে কি বলিল। যোধা পার্শ্ব ফিরিয়া দেখিলেন সর্দার সাগরজী। শ্রবণমাত্র যোধার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। তিনি রাও রণমল্লের কর্ণে গোপনে কি যেন নিবেদন করিলেন। রণমল্ল কহিলেন,—'প্রতিযোগিতার শেষে।'

উপেন্দ্রবজ্র বুদ্বুদকে লইয়া মেবার শিবিরে ফিরিলেন। বুদ্বুদকে জনান্তিকে লইয়া কহিলেন—'তোমাকে উহারা চিনিয়াছে! তুমি অবিলম্বে জনারণ্যে মিশিয়া যাও। মেবার শিবির হইতে একটি অশ্ব লইয়া এক্ষণি মান্দোর ত্যাগ কর।'

বুদ্বুদও তাহা বুঝিয়াছিল কিন্তু প্রতিযোগিতার এই অবস্থায় স্থান ত্যাগ করার ইচ্ছা তাহার আদৌ ছিল না। সে সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করিল, কিন্তু মনে মনে স্থির করিল প্রতিযোগিতার শেষ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। সুতরাং আরও কিছুক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখা যাইতে পারে। হয়তো সর্দার উপেন্দ্রবজ্রের অসিচালনা দেখার সৌভাগ্য তাহার জীবনে আসিবে না।

পুনরায় ভেরী বাজিয়া উঠিল। উপেন্দ্রবজ্র মেবার শিবির হইতে স্বয়ং রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। অপরদিক হইতে রণহুঙ্কার দিয়া যোধাও যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। যোধা কহিলেন,—'সর্দারজী, আপনার সৈনিকটির সাহসকে আমি প্রশংসা করি। যাহাই বলুন, এরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত তরবারির শিশুসুলভ অস্ত্র-আস্ফালনে অসিযুদ্ধের প্রতর্ক নিঃসন্দেহে সুসম্পন্ন হয় না।'

উপেন্দ্রবজ্র ইঙ্গিত বুঝিলেন। তাঁহার দুই কর্ণমূল আরক্তিম

হইয়া উঠিল। বিশ বৎসর পূর্বে হইলে শুধু রাজস্থানের নয় সমগ্র পৃথিবীর যে কোনও যোদ্ধার বিরুদ্ধে তিনি নিজেই একথা বলিতে পারিতেন। কিন্তু আজ? হাঁ, আজ তিনি বৃদ্ধ! কিন্তু আত্মসম্মান-জ্ঞান তাঁহার অত্যন্ত প্রবল—তাঁহার ধমনীতেও শিশোদীয়া বংশের রক্ত। উপেন্দ্রবজ্র সহাস্যে কহিলেন,—যুবরাজের কথা যথার্থ! আপনার আপত্তি না থাকিলে আমারও পর্দানশীন কৃপাণকে মুক্তি দিতে পারি।'

যুবরাজের চক্ষুদ্বয় কৌতুকে উৎসাহে নাচিয়া উঠিল, কহিলেন,—'তবে অপেক্ষা করুন, আমি বিচারকের অনুমতি লইয়া আসি।'

যোধা অনুমতি আনিতে গেলেন। উপেন্দ্রবজ্র ধীরে ধীরে তরবারির অগ্রভাগ হইতে রেশমাচ্ছাদন অপসারিত করিতে লাগিলেন। সহসা উপেন্দ্রবজ্র দেখিলেন জনতার ভিতর হইতে একজন রাজপুরুষ তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। রাজপুতের সুগঠিত দেহ, সমস্ত অঙ্গ যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত। হস্তে নগ্ন কৃপাণ! মুখের উপর লৌহজালিকার একটি আচ্ছাদন। উপেন্দ্রবজ্র সবিস্ময়ে দেখিতেছিলেন। সাধারণ সৈনিকবেশী রাজপুত সেনাপতির নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে আভূমি সামরিক অভিবাদন করিল এবং আংরাখার ভিতর হইতে একটি পত্র বাহির করিয়া দিল। উপেন্দ্রবজ্র নির্বাক বিস্ময়ে পড়িতেছিলেন—

'শ্রীরামজয়তি, শ্রীএকলিঙ্গপ্রসাদ, অতঃপর পত্রবাহক আমার বিশেষ পরিচিত। অধমের অস্ত্রশিক্ষাজ্ঞানের উপর যদি মহামান্য সেনানায়কের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে জানিবেন, অসি প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রতিনিধিত্রয়ের যে কোনও যোদ্ধার অপেক্ষা ইহার অস্ত্রশিক্ষা অল্প নহে। অতএব আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, প্রতিযোগিতায় নিজে অস্ত্রধারণের পর্বে এই দ্বিতীয় পত্রবাহককে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ দিবেন।

নিবেদন, ইতি হতভাগ্য হিমাচল।'

পত্রবাহককে কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্বেই যোধা প্রত্যাবর্তন

করিলেন। উপেন্দ্রবজ্র মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করিয়া বলিলেন,—'যুবরাজ, আমিই মেবারী সৈনিকদের দলপতি। আপনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমি যদি হত অথবা আহত হই তাহা হইলে মেবার ও মারবারের মধ্যে জয় পরাজয় নির্ধারণের জন্য তৃতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন হইবে। সে ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রতিযোগিতায় মেবারী-যোদ্ধা তাহার দলপতির নির্দেশলাভে বঞ্চিত হইবে। তাই আমার প্রস্তাব—আপনার অসুবিধা না হইলে আমরা দুইজনে শেষ ও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই।

যোধা কহিলেন—'তথাস্তু!'

—'এই আমার দ্বিতীয় যোদ্ধা। আপনার?'

যোধার মুখ শুখাইল। এও দেখা যায় একজন অপরিচিত সৈনিক। দ্বিতীয় অঙ্কেও যদি মারবারী যোদ্ধা পরাজিত হয় তাহা হইলে তৃতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিতই হইবে না। সুতরাং এই দ্বিতীয় যোদ্ধাকে পরাজিত করিতেই হইবে। যোধা পুনরায় বিচারকদিগের অনুমতি লইলেন, যদি তিনি এই দ্বিতীয় যোদ্ধাকে পরাজিত করিতে পারেন তাহা হইলে তৃতীয়বার পুনরায় তিনি অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন কিনা। বিচারকগণ পুনরায় জানাইলেন—বিজয়ী যোদ্ধার দুইবার অস্ত্রধারণের অধিকার আছে—বিজিতের নাই। যোধা তখন মনস্থির করিয়া বস্ত্রাবৃত কৃপাণ লইয়া পুনরায় রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। কুঞ্চিত ভ্রূ উপেন্দ্রবজ্র দূরে দণ্ডায়মান। যোধা প্রতিপক্ষের নিকটবর্তী হইতেই অপরিচিত মেবারী যোদ্ধা কহিল—'যুবরাজকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে—'

—'কেন?'

—'আমার তরবারিকে বোরখা পরাইতে হইবে। আমি বুঝিতে পারি নাই, শুধু বৃদ্ধের সহিতই নগ্ন তরবারি লইয়া লড়িবার সখ আপনার!'

যোধা ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেন। এতবড় অপমান তাঁহাকে কেহ করিতে পারে ইহা তাঁহার স্বপ্নাতীত! কিন্তু এক্ষণে তিনি আর

যুবরাজ নহেন; স্বেচ্ছায় সাধারণ সৈনিক সাজিয়াছেন। দশনাঘাতে অধরে তাঁহার রক্ত ফুটিয়া উঠিল। তিনি মুহূর্তমধ্যে নিজ তরবারির বস্ত্রাবরণ অপসারিত করিলেন। দুই নগ্ন আয়ুধ শূন্যে ঝলসিয়া উঠিল। চতুর্দিকে তুমুল নিনাদ উত্থিত হইল; সবার উপর ভীমগর্জনে ভেরী যুদ্ধারম্ভ ঘোষণা করিল।

বুদ্বুদ ইত্যবসরে জনারণ্যের ভিতরে মিলাইয়া গিয়াছে। মেবার শিবির হইতে একটি মূল্যবান কম্বোজী অশ্ব লইয়া নগরপ্রান্তের এক উদ্যানবাটিকার দিকে চলিয়াছে। অদ্য রাত্রেই সে মান্দোর ত্যাগ করিবে—কিন্তু যাইবার পূর্বে হিমাচলের কথামত কিশোরী তিলাঞ্জলির সংবাদ না লইয়া যাইবে না। রাজপথ আজ জনশূন্য। সকলেই প্রতিযোগিতার আসরে গিয়াছে। কে জানে, হয়তো তিলাঞ্জলিও গৃহে নাই।

অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া কিশোর চালক শুধু ভাবিতেছিল, কি করিয়া এমন অসম্ভব সম্ভব হইল! রাজস্থানের অপরাজেয় অসিযোদ্ধা যোধা কিনা শেষে এক সাধারণ সৈনিকের অস্ত্রাঘাতে সংজ্ঞা হারাইলেন? তিন বন্ধুর কেহ কি ছদ্মবেশে ফিরিয়া আসিল? হিমাচল অথবা উদয়াচল নহে; কারণ সৈনিকের বিরাটাকার বপু একমাত্র বিন্ধ্যাচলের সহিতই তুলনীয়; কিন্তু কণ্ঠস্বরে মনে হয় বিন্ধ্যাচল নহে। তাহা হইলে? কে এ?

অপরিচিত রাজপুত যোদ্ধার পরিচয় কেহই পায় নাই। তাহার অস্ত্রাঘাতে অপ্রত্যাশিতভাবে যোধার পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদিগের দৃঢ়বেষ্টনী ভেদ করিয়া সকলে আহত রাজপুত্রের দিকে ধাবিত হইয়াছিল—কোট্টপাল এবং প্রতিহারীবর্গের প্রচেষ্টায় জনতা অবশেষে পথ দেয়। রাজবৈদ্য তৎক্ষণাৎ যুবরাজকে পরীক্ষা করেন। আঘাত মারাত্মক নহে। অজ্ঞান কুমারের দেহ শিবিরে নীত হইল। এই গণ্ডগোলে প্রতিপক্ষ যোদ্ধা পুনরায় জনারণ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

উপেন্দ্রবজ্রকে আর অস্ত্রধারণ করিতে হইল না। অপরিচিত

যোদ্ধার কথাই সকলে আলোচনা করিতেছিল—আর কেহ না চিনিলেও উপেন্দ্রবজ্র তাহাকে চিনিয়াছেন। পোশাকে আত্মগোপন করা সহজ, কণ্ঠস্বর বিকৃত করা অসম্ভব নহে—কিন্তু অস্ত্রচালন পদ্ধতি? ছদ্মবেশ অর্জুনকে কি দ্রুপদসভায় দ্রোণাচার্যও চিনিতে পারেন নাই? অভিজ্ঞ সেনাপতির ওষ্ঠে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

মেবারকে জয়ী সাব্যস্ত করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল। উপেন্দ্রবজ্র রায় রণমল্লের হস্ত হইতে সম্মান আয়ুধ গ্রহণ করিলেন। জয়লক্ষ্মী আজও মেবারকে ত্যাগ করেন নাই।

আস্কন্দিত অশ্বের উপর দেহ হিন্দোলনে বুদ্বুদ সহসা সচেতন হইল, তাহার সর্বাঙ্গে বেদনা বোধ হইতেছে। বামবাহুর উপরেই যন্ত্রণা সর্বাধিক। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বামবাহুমূল উন্মোচিত করিয়া বুঝিল রাঠোরের অস্ত্রাঘাতে সেখানে ক্ষত হইয়াছে। আশ্চর্য, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অচেতন ছিল। এতক্ষণে লক্ষ্য করিল যে, তাহার অধোবাস রক্তক্ষরণে রক্তিম। কিয়দ্দূরের একটি প্রপা দৃষ্টিগোচর হয়,—নিকটে আসিয়া দেখিল প্রপাপালক নাই; কিন্তু কুটীরদ্বারে পূর্ণকুম্ভে জল সঞ্চিত আছে। সেই জলে ক্ষতস্থান ধৌত করা সত্ত্বেও রক্তস্রাব বন্ধ হইল না। বোঝা গেল, রাঠোরের অস্ত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল বটে কিন্তু যে প্রকার আচ্ছাদনে অস্ত্র নিরাপদ করা যায় সেরূপ আচ্ছাদন দেওয়া হয় নাই। তাই এ আঘাত চিহ্ন। কৈতবটার বর্বরতায় বুদ্বুদ আপনার মনেই জ্বলিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরেই বুদ্বুদ গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ধীরপদে গৃহ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিবার সময় যেন তাহার সংবিৎ ফিরিয়া আসিল। এ সে করিতেছে কী? এ গৃহের কবাটে আঘাত করিবার কী তাহার অধিকার? গৃহবাসী তো তাহার পরিচয় জানে না। সেনাপতির আদেশ মনে পড়িল—অদ্য রাত্রেই তাহাকে মান্দোর ত্যাগ করিতে হইবে। বুদ্বুদ ফিরিল; কিন্তু অশ্বের নিকটবর্তী হইতেই প্রাসাদ কুড্যের উপর হইতে কে বজ্রনির্ঘোষে কহিল, 'কে তুমি? কি চাও?'

ঊর্ধ্বে নেত্রপাত করিয়া বুদ্ধুদ দেখিল প্রাকারস্থ সারিসারি ইন্দ্র-কোষের ভিতর একটিতে একজন ধানুকী শার্ঙ্গেশর সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। মুহূর্তে বুদ্ধুদ স্থানকাল পাত্র বিস্মৃত হইল; তাহার মনে হইল এই দণ্ডে পলায়ন করিতে না পারিলে মারবার রাজহস্তে তাহার লাঞ্ছনা সুনিশ্চিত। এক লম্ফে বুদ্ধুদ অশ্বারোহণ করিল; কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার দক্ষিণ মণিবন্ধে তীক্ষ্ণ শরাঘাত হইল। সশব্দে সে অশ্ব হইতে পড়িয়া গেল। একেই অস্ত্রাঘাতে জীর্ণ শরীর, তদুপরি শরাঘাতে এবং পতনজনিত আঘাতে বুদ্ধুদ একেবারে সংজ্ঞা হারাইল।

অনতিবিলম্বে গৃহদ্বার উন্মোচিত হইল। দীপ হস্তে একটি কিশোরী এবং তাহার রক্ষক এক প্রৌঢ় রাজপুত বাহিরে আসিলেন। সংজ্ঞাহীন কিশোরকে দেখিয়া কিশোরীর আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। রাজপুত কহিলেন—'তিলাঞ্জলি—এই যুবকটিই কল্য সন্ধ্যায় আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল না?'

তিলাঞ্জলি কহিল—'হাঁ, এ যুবক আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরিচিত—আমাদেরই প্রচণ্ড ভুল হইয়াছে।' অতঃপর সংজ্ঞাহীন যুবকের দেহ দুইজনে ধরাধরি করিয়া ভিতরে আনিলেন।

রাজপুত কহিলেন—'তিলাঞ্জলি, যুবকের অঙ্গাবরণ উন্মোচিত কর; আমি ঔষধ লইয়া আসিতেছি।'

তিলাঞ্জলি অল্প ইতস্তত করিল; নির্জন কক্ষে অপরিচিত যুবকের বক্ষাবরণ উন্মোচিত করিতে তাহার কুণ্ঠা হইতেছিল; কিন্তু উপায় নাই। বুদ্ধুদের রণসজ্জা উন্মুক্ত করিয়া তিলাঞ্জলি আরও বিস্মিত হইল—তাহার সর্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত। লৌহজালিকে যেটুকু রক্ষা হইয়াছে তাহার বাহিরে অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ ক্ষতচিহ্ন! অতঃপর তিলাঞ্জলি, তাহার রক্ষাকর্তা মাধববর্মা এবং তাহার বৃদ্ধা আয়ী-মা কিশোরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। আয়ী-মা বুদ্ধুদকে চিনিতে পারে নাই। পান্থশালায় ক্ষণিকদেখা যুবকের কথা তাঁহার মতো বৃদ্ধার মনে থাকিবার কথা নহে, কারণ স্মৃতির রেখাঙ্কনের উপর

তিনি তো সেই মুখখানিকে বারে বারে স্মরণ করিয়া উজ্জ্বল করিতে সচেষ্ট হয়েন নাই। তাহা ভিন্ন বিসর্জিত-গুম্ফ বুদ্বুদের মুখাকৃতিও কিছু বদলাইয়াছে।

—'এখন কেমন বোধ করিতেছেন ?'

—'ভাল। আপনারা অনুমতি করিলে আমি এখন যাইতে পারিব। আমি কোনও অসদুদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই।'

—'জানি। আপনি আমাদের পূর্ব পরিচিত।'

—'পূর্ব পরিচিত ? আপনি পূর্বে আমাকে কখনও দেখিয়াছেন ?'

—'কল্য আপনি কি এই বাটীতে আসেন নাই।'

—'হাঁ, হিমাচলের সহিত আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার পূর্বে আমাকে দেখিয়াছেন কি।'

—'কই, মনে পড়ে না।'

—'কোনও পান্থশালায় !'

—'কোন্ পান্থশালায় ?'

বুদ্বুদ গৃহের চতুর্দিকে দৃক্‌পাত করিতেই দেখিল মাধববর্মার পিছনে চিত্রার্পিতাবৎ তিলাঞ্জলি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কজ্জললাঞ্ছিত হরিণ-নয়ন হইতে কৌতুক-স্নেহ-ভালবাসা যেন ক্ষরিত হইতেছে। বান্ধুলিরক্তিম অধরের উপরে চম্পকতর্জনী স্থাপিত করিয়া সে গোপনতার সঙ্কেত করিতেছে।

মঙ্গলরাম নিজে নিরক্ষর, কিন্তু সে রাজপুত পালিত-পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বুদ্বুদের কিছু কিছু সংস্কৃত কাব্য পড়া ছিল। তাহার মনে হইল, এই তন্বী তরুণী কুন্দকলি দ্বারা অলকগুচ্ছ অনুবিদ্ধ করে নাই ; চূড়াপাশে নবকুরুবক নাই, নীবিবন্ধেও মূর্ছিত হয় নাই রত্নাভরণকাঙ্ক্ষী। সংস্কৃত কাব্যের এবংবিধ লাঞ্ছনায় বুদ্বুদ যৎপরো-নাস্তি মর্মাহত হইল ; পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, এ সকল সত্ত্বেও তো কিশোরীর নায়িকা হইতে কোনও বাধা নাই। উহার রেশমী কঞ্চুক-যূথীর জয়স্তম্ভদ্বয়ে অতসীপুষ্পের অবতংস দুলিতেছে, কর্ণে শিরীষ-কুসুমের কুণ্ডল, গ্রীবাভঙ্গে—

—'কোন পান্থশালার কথা বলিতেছেন ?'

বুদ্বুদ যেন একগ্রাসে একটি বৃহৎ লড্ডুকপিণ্ড গলাধঃকরণ করিল। কহিল,—'না, আমারই ভুল হইয়াছে, সে অন্য একজন !'

কিশোরী হাস্য সংবরণ করিতে করিতে নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

মাধববর্মা কহিলেন,—'যাহা হউক, আপনি ক্লান্ত, অগ্যরাত্রে বিশ্রাম করুন। কল্যপ্রাতে আলাপ করা যাইবে। তিলাঞ্জলি ইহাকে কিছু আহার্য পানীয় দাও।'

অল্প পরে তিলাঞ্জলি একটি পাষাণপাত্রে কপিত্থ সুবাসিত তক্র আনিয়া বুদ্বুদকে পান করাইল। তক্র যে এরূপ সুস্বাদু হইতে পারে বুদ্বুদ তাহা পূর্বে জানিত না। আকণ্ঠ পান করিয়া সে নিদ্রাভিভূত হইল।

দীপ নির্বাপিত করিয়া তিলাঞ্জলি ও মাধববর্মা চলিয়া গেলেন।

কতক্ষণ নিদ্রাভিভূত ছিল খেয়াল নাই, সহসা বুদ্বুদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার ললাটের উপর একখানি সুশীতল হস্ত স্থাপন করিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছে। কোনও সাড়াশব্দ না দিয়া সে পড়িয়া রহিল। পূর্ণশশীর চন্দ্রকিরণ গবাক্ষপথে প্রবেশ করিয়াছে। সেই পূর্ণালোকিত চন্দ্রালোকে বুদ্বুদ অনায়াসে উৎকণ্ঠিতা তিলাঞ্জলিকে চিনিতে পারিল। বুদ্বুদের অযত্নবিন্যস্ত কেশরাজি কপালের উপর হইতে অপসৃত করিয়া, গাত্রাবরণটি ধীর হস্তে আবক্ষ টানিয়া দিয়া তিলাঞ্জলি প্রস্থানোদ্যতা হইল। সেই মুহূর্তে বুদ্বুদ তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে যাইবে সহসা তৎপূর্বেই গবাক্ষ-পথে কে যেন কহিল—'বিলম্ব করিতেছ কেন ?'

অর্ধ উন্মীলিত চক্ষেই বুদ্বুদ স্পষ্ট দেখিল বক্তাকে। পোশাক দেখিয়া সে চিনিল। তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। এই রাজপুরুষটির অস্ত্রাঘাতেই আজ যোধা ভূতলশায়ী হইয়াছিলেন। আশ্চর্য ! সেই রাজপুতটা এখানে আসিল কি প্রকারে ? তিলাঞ্জলি দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহিরে আসিল। বুদ্বুদ উঠিয়া বসে। কে এই রাজপুত ? নিঃসংশয়ে ঐ রাজপুরুষ তিলাঞ্জলির প্রণয়ী ! বুদ্বুদের

বুকের ভিতর তোলপাড় করিয়া উঠিল। গবাক্ষপথে দেখা যায় রাজপুত তিলাঞ্জলির কনকচম্পকতুল্য করমুষ্টি নিজ করে গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে উদ্যান অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বুদ্বুদ শয্যাত্যাগ করিল। সর্বাঙ্গে তখনও বেদনা বোধ আছে। থাক্! তবু তাহাকে উহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। সদর দ্বার উন্মুক্ত পাওয়া গেল, নিঃশব্দে মুক্ত কৃপাণ হস্তে দ্রুতগতিতে বুদ্বুদ উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনানী—বহুদূর পর্যন্ত দৃশ্যমান। প্রায় পঞ্চাশ হস্ত ব্যবধান রাখিয়া বুদ্বুদ ঐ প্রেমিকযুগলকে অনুসরণ করিতেছিল। রাজপুত যে অসিযুদ্ধে কতদূর নিপুণ—তাহা তাহার অজানা নহে—এই দুর্বল শরীরে উহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যে হাস্যকর প্রচেষ্টা তাহাও তাহার সুবিদিত, কিন্তু এতকথা ভাবিবার মত তাহার মনের অবস্থা নহে। শুধু মাত্র সংস্কার বশেই সে যেন উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

পূর্ববর্তী যুবক যুবতী সহসা স্তব্ধ হইল। বুদ্বুদ বিটপী অন্তরালে আত্মগোপন করিল। রাজপুত কহিল,—'কেহ আমাদের অনুসরণ করিতেছে।'

তিলাঞ্জলি কহিল,—'আমারও তাহাই মনে হয়।'

—'তুমি অপেক্ষা কর;—আমি দেখিয়া আসিতেছি।' রাজপুত পশ্চাতে অগ্রসর হইয়া আসিতেই বুদ্বুদ একলম্ফে রাজপথে নামিল। রাজপুত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—'তুমি কে?'

—'আমি যেই হই—তুমি কে?' প্রতি প্রশ্ন করিল বুদ্বুদ।

রাজপুত নিকটবর্তী হইয়া কহিল,—'তোমাকে আজ মেবার পক্ষে প্রতিযোগিতায় অস্ত্রধারণ করিতে দেখিয়াছি। সত্য বল—তুমি কে?' বুদ্বুদ যেন প্রতিধ্বনি করিল—'তোমাকেও আজ মেবার পক্ষে প্রতিযোগিতায় অস্ত্রধারণ করিতে দেখিয়াছি। সত্য বল—তুমি কে?'

—'তুমি পরিচয় দিবে না?'

—'না; তুমি পূর্বে পরিচয় দাও!'

—'উদ্ধত যুবক—'

দুইজনেই পরস্পরকে আক্রমণ করিল। অস্ত্রে অস্ত্রে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তিলাঞ্জলি দূর হইতে সমস্ত কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল—সে ছুটিয়া আসিয়া অসীম সাহসে দুই অস্ত্রবীরের মধ্যে নিজেকে প্রবিষ্ট করাইল। দুইজনেই অস্ত্র সংবরণ করিলেন। রাজপুত কহিল,—'তিলাঞ্জলি, তুমি সরিয়া দাঁড়াও! এ যুবক আজ মেবারপক্ষে যুদ্ধ জয় করিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে, ইহাকে শেষ না করিয়া আমাদের যাওয়া চলে না।' তিলাঞ্জলি মুহূর্তের জন্য কি ভাবিল। তৎপরে ছুটিয়া আসিয়া বুদ্বুদের দক্ষিণহস্ত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—'তুমি অস্ত্র সংবরণ কর। যদি আমাকে একমুহূর্তের জন্যও ভালো—, যদি কখনও স্নেহ করিয়া থাক তবে আমার বিনীত অনুরোধ তুমি ইহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিও না।'

বুদ্বুদ কহিল,—'বুঝিলাম! কিন্তু একটা কথা বলিতে পার তিলাঞ্জলি—ইহাকেই যদি এত ভালোবাস, তবে নিদ্রিত অপরিচিত যুবকের ললাটের জ্বরতাপ পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলে কেন?'

—'কি বলিতেছ! চুপ কর! জান ইনি কে? চিরায়ুষ্মন মহাভাগ শিশোদীয়া রানার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ চণ্ডদেব!'

—'যুবরাজ চণ্ডদেব!'

বজ্রাহতের মতই বুদ্বুদ স্থির হইয়া রহিল। যুবরাজকে অভিবাদন করিতেও ভুলিয়া গেল।

যুবরাজ কহিলেন,—'যুবক, তরবারি গ্রহণ কর।'

বুদ্বুদ কহিল,—'মহাভাগ! আপনার বিরুদ্ধে—'

—'হ্যাঁ, তুমি যখন আমার পরিচয় জানিতে পারিয়াছ, তখন তোমাকে জীবিত রাখিয়া যাইতে পারি না।'

তিলাঞ্জলি এইবার যুবরাজের দিকে ফিরিল—'যুবরাজ!'

—'সরিয়া দাঁড়াও তিলাঞ্জলি! ইহাকে বিশ্বাস কি?'

—'যুবরাজ! এ যুবক আমার—আমার—'

—'তোমার—'

—'আমার সৌহর !'

তিলাঞ্জলি আরক্তিম বদনে অধোমুখী হইল। যুবরাজ চণ্ডদেবের আনন স্নিগ্ধ হাস্যে ভরিয়া গেল, কহিলেন,—'তবে বিশ্বাস করিতে পারি বটে।'

বুদ্বুদ আনন্দে একেবারে আত্মহারা! তরবারি যুবরাজের পদতলে নিক্ষেপ করিয়া নতজানু হইল। চণ্ডদেব কহিলেন,—'বন্ধু, বড় সুসময়ে আসিয়াছ। তোমার সাহায্যের এখন আমার একান্ত প্রয়োজন। তুমি আজ মেবারীর বিজয়ের অর্ধেক গৌরব লাভ করিয়াছ—এজন্য আমি পূর্বেই তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম—এক্ষণে ভগ্নী তিলাঞ্জলির কথায় তোমাকে বন্ধু সম্বোধন করিলাম। তোমার আসল পরিচয় লওয়ার এখন সময় নাই। অস্ত্র লও; গোপনে আমাদের রক্ষকরূপে অনুসরণ কর।'

যুবরাজ চণ্ডদেবের হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া বুদ্বুদ পুনরায় উহাদের পঞ্চাশ হস্ত পিছনে পিছনে অনুসরণ করিতে লাগিল।

এবার ভক্ষক হিসাবে নহে; রক্ষক হিসাবে।

বোধকরি পাঠক ইতিমধ্যে অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুত আমি নিজেই বুঝিতেছি এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি—সৈন্যদলের চলার মতো—ঘটনাগুলি বিচিত্র বূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমানবেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখ দুঃখের খাতিরে কোথাও বেশীক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।

আমি কি করিব? পাঠক দীর্ঘকাল এ জাতীয় দ্রুতগতি উপন্যাস পাঠ করেন না; সে দোষ আমার নহে। আধুনিক সাহিত্যের যাঁহারা দিক্‌পাল তাঁহারা পদে পদে বিশ্লেষণ করেন—'একটা সামান্যতম কার্যের সহিত তাহার দূরতম কারণ পরস্পর গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়। ব্যাপারটা হয়তো ছোট কিন্তু তাহার নথীটা বড়ো বিপর্যয়।' বস্তুত অধুনাতন লেখকগণ নায়কের একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণে, নায়িকার একটি মাত্র কটাক্ষ-পাতেই থামিয়া যান এবং প্রথম, দ্বিতীয় বন্ধনীর সাহায্যে উপন্যাসের

পাত্র-পাত্রীগুলির 'ছাইকো এনালিসিস' করিতে বসেন। [জানি না পাঠককুলকে ইঁহারা পূর্ব হইতেই কেন জন্মগবেট বলিয়া ধরিয়া লন { কারণ মনঃসমীক্ষণের বন্ধনী চিহ্নগুলির মধ্যে নায়ক নায়িকার সকল প্রকার কার্যকারণ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়—পাঠককে কিছুই ভাবিয়া বাহির করিতে হয় না (পুস্তক বিপণিতে অর্থদণ্ড ভোগই যেন পাঠকের শেষ কর্তব্য পালন) }]।

এই শম্বুকগতি আধুনিক সাহিত্যের বাতাবরণে এরূপ প্রভঞ্জনবেগ নায়ক নায়িকাদের লইয়া অসুবিধায় পড়িতে হয় বই কি। কিন্তু উপায় কি ? —'যখন বৃহৎ সৈন্যদল যুদ্ধ করিতে চলে তখন তাহারা সমস্ত উপকরণ কাঁধে লইয়া চলিতে পরে না।·· গৃহস্থ মানুষের পক্ষেই উপকরণের প্রাচুর্য এবং ভাববাহুল্য শোভা পায়।' আমি উপায়ান্তরহীন। আমার উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রগুলি চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষ, এই উপন্যাসের রচনাশৈলী যে যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় সে যুগে এই দ্রুতগতি রিলে রেসে পাঠককেও লেখকের সহিত সমান তালে দৌড়াইতে হইত। লেখকের ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া পাঠক গতিবেগ সংবরণ করিলেই ধমক শুনিতেন—"বোধহয় কোর্টসীপটা পাঠকের ভাল লাগিল না। আমি কি করিব ? ভালবাসাবাসির কথা একটাও নাই—বহুকালসঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছুই নাই—'হে প্রাণ !' 'হে প্রাণাধিক !' সে সব কিছুই নাই—ধিক্।"

এ'ধিক্' লেখকের প্রাপ্য নহে, তাঁহার নায়ক নায়িকারও দোষ নাই। পাঠককেই ধিক্কার দেওয়া উচিত। পাঠকের আত্মাভিমানে ঘা লাগিবার কারণ নাই—কারণ আপনার অপেক্ষা বুদ্ধিমান কোনও পাঠকও অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন—

—'প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি বলিয়াই মিথ্যা কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না। কাল্পনিক পাঠক খাড়া করিয়া তাহাদের প্রতি দোষারোপ করা আমার উচিত হয় না। আসল কথা এই যে, রাজসিংহ পড়া আরম্ভ করিয়া আমারই মনে প্রথম প্রথম খট্‌কা লাগিয়াছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, বড়োই বেশী তাড়াতাড়ি

দেখিতেছি—কাহারও যেন মিষ্টমুখে দুটো ভদ্রতার কথা বলিয়া যাইবারও অবসর নাই। মনের ভিতর এমন আঁচড় দিয়া না গিয়া আর একটু গম্ভীররূপে কর্ষণ করিয়া গেলে ভাল হইত।'

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাসের সহিত আমার এ উপন্যাসের তুলনা করায় পাঠক যেন রুষ্ট হইবেন না—পাঠককেও যথেষ্ট ঘুষ দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে তিনি নিজ উপমানরূপে পাইয়াছেন।

অলমতি বিস্তরেণ—

মান্দোর পর্বতের অপর পার্শ্বে লোকালয় হইতে অর্ধযোজন দূরে একটি বৌদ্ধ বিহার। রাত্রি একদণ্ড। শিবাকুল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনানী কম্পিত করিয়া যাম ঘোষণা করিল। নির্জন বনপ্রান্তে বন্যজন্তুর গুমরানির মত একটি শব্দ উঠিল হুম্-হো-হুম্-হো।

কোনও বন্যজন্তু নহে। মূল্যবান কিংখাবে মণ্ডিত একটি পাল্‌কি চারিজন বাহকের স্কন্ধে বৌদ্ধচৈত্যের সম্মুখে নীত হইল। একজন শূলহস্ত রাঠোর রক্ষী পল্যঙ্কিকার পার্শ্বে পার্শ্বে আসিয়া চৈত্যের দ্বারদেশে থামিল। দুইজন রমণী অবতরণ করিলেন। দুইজনেই কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন। একজন মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে আবৃত—ব্রীড়াবতী—সদ্যস্ফুট কুসুমের ন্যায় বনভূমি আলোকিত করিয়া জ্যোৎস্নালোকে দণ্ডায়মানা হইলেন। ইনি মারবার রাজকুমারী মধুশ্রী! অপরজন তাঁহার সখী ও বয়স্যা, পর্ণা।

রক্ষীকে সম্বোধন করিয়া পর্ণা কহিলেন,—'অঙ্গদেব, তুমি এইস্থলে অপেক্ষা কর। আমরা মহাস্থবিরের আশীর্বাদ লইয়া এখনই আসিব।'

রাঠোর রক্ষী নতমস্তকে অভিবাদন করিল শুধু।

উভয় সখী মন্থরপদে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া চৈত্যে প্রবেশ করিলেন। বৌদ্ধ বিহারটি ক্ষুদ্রায়তন। রাজপুতানায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা তখন ছিল নগণ্য। অধিকাংশই শৈব

ধর্মাবলম্বী। তবুও মান্দোর নগরীর প্রান্তে এই ক্ষুদ্র বিহারে চারিজন বৌদ্ধভিক্ষুক তাঁহাদের অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করিতেন।

পাষাণ চত্বরের অপর পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র অবরোধ। তাহার ভিতরে অনুচ্চ পাষাণবেদিকায় ক্ষুদ্রায়তন এক অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। মৃৎপাত্রের দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহারই ক্ষীণালোকে দেখা গেল তথাগতের সম্মুখে পীতবসনধারী মুণ্ডিতমস্তক শীর্ণ কলেবর এক বৃদ্ধ শ্রমণ নিমীলিত নেত্রে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তিনি পিছনে দেখিলেন। তাঁহার স্তবপাঠ শেষ হইয়াছিল। আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়ে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইল। বৃদ্ধ শ্রমণ কহিলেন,—'আরোগ্য!'

উভয়ে উপবেশন করিলে পর্ণা কহিল,—'মহাভাগ, আমার প্রিয়সখীকে আহ্বান করায় আমরা উভয়েই আসিয়াছি। আপনার বক্তব্য বিষয় নিশ্চয়ই গোপনীয়। আপনি অনুমতি করিলে আমি বাহিরে অপেক্ষা করিতে পারি।'

বৃদ্ধ শ্রমণ কহিলেন,—'পর্ণা, যদিচ আমি তোমাকে আহ্বান করি নাই, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তোমারও এস্থলে আসার প্রয়োজন ছিল। ভগবান তথাগত হয়তো অলক্ষ্য হইতে এ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যাহা বলিব সত্যই তাহা গোপনীয়—কিন্তু তুমি আমার সুপরিচিত এবং আমি জানি তুমি রাজকুমারীর একান্ত হিতকামী!'

বৃদ্ধ শ্রমণ স্থির হইলেন। মধুশ্রী অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন,—'আদেশ করুন মহাভাগ।'

শ্রমণ কহিলেন,—'বলিতেছি। শ্রবণ কর। তোমরা জানো আমি দীর্ঘদিন তীর্থপর্যটন করিয়া সম্প্রতি ফিরিয়াছি। প্রায় ছয়মাস পূর্বে তক্ষশিলায় আমার সহিত দুইজন চীনদেশীয় পরিব্রাজকের সাক্ষাৎ হয়—'

—'চীনদেশ? সে কোথায়? কতদূর?'

—'চীনদেশ বহুদূরে, আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত নহে—দুই বৎসরের পথ। এই চৈনিক পরিব্রাজকেরা মধ্যএশিয়ার নানাস্থানে পর্যটন করিয়া সম্প্রতি আর্যাবর্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা বক্ষু-নদীতীরে একদল অনার্য হূণের হস্তে অত্যন্ত নিগৃহীত হন। অবশ্য পরিব্রাজকেরা বলিয়াছেন এই দস্যুদল হূণ নহে ইহারা মঙ্গোলীয়—আমাদের আর্যাবর্তে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি জাতি—ধর্মে যবন। যাহাই হউক হূণ এবং পাঠানদিগের অপেক্ষা ইহাদের নৃশংসতা তুলনাহীন। শত শত জনপদ বিধ্বস্ত করিয়া এই বর্বর জাতির নায়ক উল্কার বেগে আর্যাবর্তের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। শুনিয়াছি, এই মঙ্গোলীয় দস্যুদলপতির একটি পদ খঞ্জ। চৈনিক শ্রমণদ্বয় এই দস্যুসর্দারের কবল হইতে অতি কষ্টে মুক্ত হইয়া আর্যাবর্তে আসিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহারা ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করেন—তাই সর্বপ্রথমেই দিল্লীশ্বরের নিকট এই বর্বর জাতির সংবাদ প্রেরণ করেন। দিল্লীশ্বর সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই—সম্ভবত নিজশক্তিতে পাঠানসম্রাট আস্থাশীল। এক্ষণে আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, এই মঙ্গোলীয় বর্বর দলপতি যদি আর্যাবর্তে প্রবেশ করে এবং সমধর্মাবলম্বী দিল্লীশ্বরের সহিত এই যবনের যদি মিত্রতা জন্মে তাহা হইলে উভয়ে রাজস্থানের হিন্দুরাজ্যগুলি বিধ্বস্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রেই সমস্ত রাজপুতানার রাজন্যবর্গকে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। অবশ্য রাজপুতানায় বর্তমানে চিতোর এবং মান্দোরের নৃপতিদ্বয় যদি সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েন তাহা হইলেই সমগ্র রাজোয়ারা এক হইবে। কিন্তু কোথায় সে মহামিলন? পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং ক্ষুদ্রস্বার্থে আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া এই দুই রাজ্যে মনোমালিন্য বিদ্যমান।'

বৃদ্ধ শ্রমণ এই পর্যন্ত বলিয়া স্থির হইলেন। মধুশ্রী শান্ত কণ্ঠে কহিলেন,—'আর্য। এ সম্পূর্ণ রাজনীতির কথা—আমাকে বলিতেছেন কেন?'

—'বলিতেছি এইজন্য যে তুমি হয়তো এক্ষেত্রে সমগ্র রাজস্থানকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পার।'

—'আমি?' ভয়ে বিস্ময়ে বেতসপত্রের ন্যায় রাজকুমারীর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

—'হাঁ, তুমিই রাজকন্যা মধুশ্রী! টিট্টিভের পক্ষেও সমুদ্র-শাসন সম্ভব। অবধান কর। চৈনিক শ্রবণদ্বয়ের নিকট এই ভয়াবহ বার্তা শুনিয়া মান্দোরে ফিরিবার পথে আমি রাজোয়ারার সমস্ত রাজন্যবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে করিতে আসিতেছি। সকলকেই এ সংবাদ শুনাইয়াছি, কিন্তু কেহই এ বৃদ্ধের কথায় কর্ণপাত করে নাই। একমাত্র মেবারের যুবরাজ চণ্ডদেব দেখিলাম, আমার কথার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন। দেখিলাম যুবরাজ দুই রাজ্যের মধ্যে সখ্যসূত্রবন্ধনে আগ্রহশীল। কিন্তু সখ্যতা জন্মিবে কিরূপে? তুমি বুদ্ধিমতী, আশা করি আমার কথা বুঝিয়াছ। যুবরাজ চণ্ডদেব আমাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার এক নিকটতম বয়স্যকে এ বিষয়ে রাজকুমারীর সহিত পরামর্শ করিতে পাঠাইবেন। যুবরাজের বয়স্য এ চৈত্যে উপস্থিত। মধুশ্রীর অনুমতি হইলে দূতকে এস্থলে আনিতে পারি।'

মধুশ্রীর মুখমণ্ডল রক্তিমাভা ধারণ করিল। তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। পর্ণা কহিল,—'কিন্তু আর্য! মেবার-রাজকুমারের বয়স্যের সহিত আমার প্রিয়সখীর এই গোপন সাক্ষাৎকার কি মহাস্থবির অনুমোদন করিতেছেন? ইহাতে সখীর অপবাদ হইবার আশঙ্কা নাই কি? আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।'

বৃদ্ধ কহিলেন,—'তুমি সমুচিত কথাই বলিয়াছ পর্ণা। যদিচ যুবরাজ চণ্ডদেব বয়স্য পাঠাইবেন বলিয়াছেন কিন্তু আমি জানি তিনি স্বয়ং আসিয়াছেন। বৃহত্তর মঙ্গলার্থ এই সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমি ইহা অনুমোদন করিতেছি। তাহা সত্ত্বেও তুমি বুঝিবে এই সাক্ষাতের পশ্চাতে রাজনীতি ভিন্ন আরও কিছু রহিয়াছে—সেজন্য এ বৃদ্ধের এখানে স্থান নাই। আমি তাই চণ্ডদেবকে বলিয়াছিলাম তাঁহার বিশ্বস্ত কোন রাজপুত রমণীকে তাঁহার সহিত আনিতে। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ভিন্ন উভয়ের সাক্ষাৎকার

বাঞ্ছনীয় নহে। যুবরাজ আমার নির্দেশমত একজন রাজপুত রমণী সমভিব্যাহারেই আসিয়াছেন, কিন্তু তুমি যখন স্বয়ং উপস্থিত আছ তখন আর তাহাকে প্রয়োজন নাই। তাই বলিতেছিলাম পর্ণা, ভগবান তথাগতের নির্দেশেই তুমি আজ আসিয়াছ।'

অতঃপর রাজকন্যার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—'মা ?'

পর্ণাই উত্তর করিল,—'আপনি অনুগ্রহ করিয়া বাহিরে অপেক্ষা করুন আমরা অল্প পরামর্শ করিয়া আপনাকে সখীর মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি।'

জ্ঞানবৃদ্ধ ধীরপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুশ্রী পর্ণার করপুট নিজ করপদ্মে গ্রহণ করিয়া কহিলেন,—'পর্ণা, আমি পারিব না। আমার ভীষণ লজ্জা করিবে!'

—'সে কি ? তোমার সহিত নিভৃত আলাপনে যুবরাজের কত কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই সেদিনও তুমি রানা অনুমতি দেন নাই বলিয়া অনুযোগ করিতেছিলে—বলিয়াছিলে রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ অসিবীরের যুদ্ধ দেখা হইল না। এখন তিনি সশরীরে দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান, আর তুমি—'

মধুশ্রী পর্ণার দক্ষিণকর নিজ কঞ্চুলিকার উপত্যকায় স্থাপিত করিয়া কহিলেন,—'দেখ পর্ণা, আমার হৃদয়ের মধ্যে কী ভীষণ তোলপাড় করিতেছে। আমি পারিব না।'

পর্ণা ধিক্কারের সুরে কহিল,—'ছিঃ সখী! মহান্ অতিথি আজ যদি ফিরিয়া যান তাহা হইলে চিরকাল খেদ থাকিবে।'

—'তাহা হইলে আমি উপস্থিত থাকিব—কিন্তু আমার হইয়া সকল কথাবার্তা তোকে চালাইতে হইবে। আমার হৃদয়'—

—'জানি, জানি! তোমার হৃদয় যাহাতে শান্ত হয় সেই ব্যবস্থাই করিতেছি। বেশ, কথাবার্তা আমিই বলিব।' পর্ণা কক্ষের বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ শ্রমণকে কিছু বলিয়া পুনরায় সখীর নিকট ফিরিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই দ্বারদেশে এক দীর্ঘকায় রাজপুত যোদ্ধার আবির্ভাব। পর্ণা তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল।

চণ্ডদেব রাজকুমারীকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। প্রোজ্জ্বল দীপালোকে চিত্রার্পিতাবৎ রাজকুমারী মধুশ্রীকে দেখিয়া তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইল। অমনি কে যেন মধুশ্রীর মুখাবয়বে একমুষ্টি কুম্‌কুমচূর্ণ নিক্ষেপ করিল। অধোবদনে তিনি চম্পক অঙ্গুলি দিয়া পাষাণ চত্বরে দাগ কাটিতে লাগিলেন।

পর্ণা কহিল,—'স্বস্তি দূতমহাশয়। আপনি আমার সখীর জন্য যুবরাজ চণ্ডদেবের নিকট হইতে কী বার্তা আনিয়াছেন নিবেদন করুন।'

চণ্ডদেব কহিলেন,—'আশাকরি বৃদ্ধ শ্রমণ ইতিপূর্বেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলিয়াছেন। তাহাতেই যুবরাজ আপনার সখীর নিকট সাহায্যপ্রার্থী।'

পর্ণা হাস্য গোপন করিয়া ছদ্মগাম্ভীর্যে কহিল,—'রাজনৈতিক আশঙ্কার কথাই মহাস্থবির বলিয়াছেন—তাহার সমাধানের কথা কিছু বলেন নাই। যুবরাজ চণ্ডদেব শুনিয়াছি মহাবীর। আমার সখীর ন্যায় অবলা নারীর নিকট তিনি কিরূপ সাহায্য প্রত্যাশা করেন?'

রাজকুমারের মুখমণ্ডলে এইবার অস্তরবির রক্তিমাভা। তিনি কোনক্রমে কহিলেন,—'মারবার ও মেবার যদি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হয়;—অর্থাৎ যদি মারবার কুঙারী যুবরাজ চণ্ডদেবকে; অর্থাৎ—'

—'বিবাহ করেন; পরিষ্কার করিয়া বলুন না। যুবরাজের লজ্জা আপনাতে সংক্রামিত হইতেছে কেন?'

—'না না তাহা কেন হইবে।' যুবরাজ আরও রক্তিম হইয়া উঠিলেন।

—'তাহা হইলে যুবরাজ চণ্ডদেব এ বিবাহ করিতে উৎসুক?'

—'নিশ্চয়! নহিলে তিনি আমাকে পাঠাইবেন কেন?'

—'ঠিক কথা। কিন্তু আমার সখীকে না দেখিয়াই তিনি পছন্দ করিলেন? যদি আমার সখী কুরূপা হয়েন…'

—'মান্দোরের রাজকুমারীর সৌন্দর্যখ্যাতি সমগ্র রাজস্থানে সুবিদিত; যুবরাজের তাহা অজ্ঞাত থাকিবার কারণ নাই। তাহা ভিন্ন আমার নিকট রাজকুমারীর সুখ্যাতি শুনিলে—'

—'অর্থাৎ আপনি বয়স্যের নিকট আমার সখীর রূপের প্রশংসা করিবেন?'

—'নিশ্চয়ই! কেন করিব না?'

—'দূতমহাশয় নিজেই দেখিতেছি আমার সখীকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন! ভয় হয় শেষে না বন্ধু বিচ্ছেদ হইয়া যায়।'

চণ্ডদেব অত্যন্ত বিব্রত হইয়া কি যেন জবাব দিতে যাইবেন, তৎপূর্বেই পর্ণা 'উঃ' করিয়া উঠিল।

যুবরাজ কহিলেন—'কী হইল?'

—'কিছু নহে! পিপীলিকার দংশন।'*

এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর যুবরাজ গাত্রোত্থান করিলেন। স্থির হইল, বৃদ্ধ শ্রমণ মারবাররাজ রাও রণমল্লের নিকট সকল বৃত্তান্ত বলিবেন। রণমল্ল অথবা রানা লখার আপত্তি হওয়ার কোন কারণ নাই। সুতরাং রণমল্লের দূত বিবাহ প্রস্তাব লইয়া মেবারে আসিলেই সমস্ত ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

পর্ণা কহিল,—'কিন্তু ধরুন রানা লখা অথবা মহারাজ রণমল্ল যদি এ প্রস্তাবে সম্মত না হয়েন?'

চণ্ডদেব কহিলেন,—'সংযুক্তা দ্বিধা না করিলে পৃথ্বীরাজও পশ্চাৎপদ হইবেন না।'

পর্ণা কহিল,—'পৃথ্বীরাজ তো রাজনৈতিক কারণে সংযুক্তাকে অপহরণ করেন নাই—এক্ষেত্রে আপনার বয়স্য কি এতটা ত্যাগ স্বীকার করিবেন—'

—'আশা তো করি!'

—'তাহা হইলে শুধু রাজনীতি নহে যুবরাজের অন্য কোনও

---

* পাঠক মাপ করিবেন ব্র্যাকেটে-বন্ধনী যোগে সকল কার্য-কারণ সম্পর্ক আমি জানাইতে অক্ষম।

স্বার্থও আছে! সে যাহা হউক, কিন্তু আপনার বয়স্যের অন্তরের এতকথা আপনি জানিলেন কি করিয়া? আপনাকে একেবারে তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বলিয়া মনে হয়!'

চণ্ডদেব আর কথোপকথন অগ্রসর করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। তিনি দ্রুত বিদায় জ্ঞাপন করিয়া বৌদ্ধ চৈত্যের বাহিরে আসিলেন। অপেক্ষমান তিলাঞ্জলির হস্তধারণপূর্বক তিনি বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পঞ্চাশহস্ত পরিমাণ পিছনে একজন অদৃশ্য রক্ষক গোপনে তাঁহাকে পুনরায় অনুসরণ করিতে লাগিল।

রাজকুমারীর রক্ষী অঙ্গদেব দ্বারের পার্শ্বে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। দুই সখী জ্যোৎস্নাপুলকিত বনবীথি দিয়া পল্যঙ্কিকায় বাহিত হইতেছেন। মধুশ্রী কহিলেন,—'পর্ণা, পিতা অথবা রানা যদি রাজী না হয়েন?'

পর্ণা রাজকন্যার কপালে একটি চুম্বন চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল।

—'ও কি করিতেছিস্?'

—'ভাগীদার আসিবার পূর্বেই যাহা পাই আদায় করিয়া লইতেছি!'

আরক্তিম মুখে মধুশ্রী হস্তধৃত পাদ্মা দ্বারা বয়স্যাকে ছদ্ম তাড়না করিলেন।

উপরিলিখিত ঘটনার পর একপক্ষ কাল অতীত হইয়াছে। এই পক্ষকালের ভেতরে বিজয়ী উপেন্দ্রবজ্র সসৈন্য চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। হিমাচল, বিন্ধ্যাচল ও উদয়াচল তৎপূর্বেই রাজধানীতে সমাগত। তিলাঞ্জলি, আয়ীমাতা এবং তাঁহাদের রক্ষক ব্রাহ্মণও ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিলাঞ্জলি বস্তুত আয়ীমাতার কন্যা, আয়ীমায়ের একটি নিজস্ব নাম ছিল নিশ্চয়ই—কিন্তু দীর্ঘদিনের অব্যবহারে তিনি নিজেই তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি যুবরাজ চণ্ডদেবের ধাত্রীজননী। রঘুদেবের জন্মের পরেই তাঁহার মাতা পরলোকগমন করেন। রানা লখা পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। এই রাজপুত

শিশোদীয়া ধাত্রীটি তখন শিশুকুমার দুটিকে নিজ বক্ষপুটে ধারণ করিয়া নিজ কন্যার সহিত মানুষ করিয়াছেন। যুবরাজ তাঁহাকে জননীর মতই শ্রদ্ধা করিতেন। রাজান্তঃপুরেই শুধু নয়—রাজসভাতেও এই বৃদ্ধা আয়ীমায়ের প্রভাব বড় অল্প ছিল না। অনেক সময়ে প্রকাশ্য রাজসভা হইতে তিনি কুমারকে উঠাইয়া লইয়া যাইতেন।

তিলাঞ্জলি এই বিধবার একমাত্র কন্যা। সেও রাজাবরোধ-বাসিনী। চণ্ডদেব তাহাকে ভগ্নীজ্ঞানে স্নেহ করিতেন। মান্দোর হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে যুবরাজ তিলাঞ্জলির নিকট বুদ্ধুদের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সে কিছুতেই বলে নাই। বস্তুত বুদ্ধুদের প্রকৃত পরিচয় সে নিজেই জানিত না—কিন্তু সে যে জাতিতে পার্বত্য আহেরিয়া তাহা জানিত; গোপন করিয়াছিল।

প্রসঙ্গত বলা চলে সে যুগে রাজপুতের সহিত ভীল, মীনা অথবা পার্বত্য আহেরিয়াদের মধ্যে কোনও বৈবাহিক আদান প্রদান সচরাচর সামাজিক অনুমোদন লাভ করিত না।

বুদ্ধুদ মেবারী সৈন্যদলে ভর্তি হইয়াছে; কিন্তু সাধারণ সৈনিক হিসাবে। রানার পার্শ্বচর দেওয়ানী ফৌজে এখনও উন্নীত হয় নাই। তাহার বন্ধুত্রয় দেওয়ানী ফৌজভুক্ত। সুতরাং সেনাবাসের বাহিরে ভিন্ন তাহাদের সাক্ষাৎ পায় না বুদ্ধুদ। দেওয়ানী ফৌজ শব্দটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মেবারের রানা আইনত দেবাদিদেব একলিঙ্গের দেওয়ান;—রাজ্য একলিঙ্গদেবের। রানা তাঁহার প্রতিভূ মাত্র। তাই রানার নিজস্ব পার্শ্বচরদলের নাম দেওয়ানী ফৌজ! দুঃসাহসিকতার পরিচয় ভিন্ন কেহ দেওয়ানী ফৌজভুক্ত হইতে পারে না।

বুদ্ধুদ চিতোরের প্রান্তদেশে 'বিরাট' নদীতীরে একটি কুটীর ভাড়া লইয়াছে। এই একপক্ষ কালের ভিতর সে তিলাঞ্জলির সাক্ষাৎ পায় নাই। পাইবে কি প্রকারে? তিলাঞ্জলি দুর্গমধ্যে রাজাবরোধ-বাসিনী, বুদ্ধুদ সামান্য সৈনিক মাত্র। আপন গৃহের নির্জন অবকাশে বুদ্ধুদ শুধু ভাবে—'আচ্ছা সে রাত্রে তিলাঞ্জলি যে আমাকে সৌহর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল সেকি শুধু আমার প্রাণদানের জন্যই?'

নির্জন কক্ষে সে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর কেহ করে না।

পথে পথেই বুদ্বুদের দিন কাটে। চিতোর নেহাত ক্ষুদ্রায়তন নহে। মান্দোরের তুলনায় তাহার আকৃতি এবং প্রকৃতি দুইই উন্নততর। রাজপথগুলি বিসর্পিল; দুই পার্শ্বে পাষাণ নির্মিত হর্ম্য, কিছু কিছু জয়পুরী রক্তবর্ণের প্রস্তর নির্মিত। মাঝে মাঝে উদ্যান—শিলাময় জলাধার। পাষাণ-গোমুখ হইতে প্রস্রবণ ঝরিয়া পড়িতেছে। অদূরে চিতোর দুর্গ। তাহার উপর স্বর্ণসূর্যলাঞ্ছিত রক্তপতাকা—শিশোদীয়া স্বর্ণসূর্যবংশের রানা বাপ্পা রাওয়ের প্রতীক।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার একশত বর্ষ পূর্বে সম্রাট আলাউদ্দীনের বিষবাষ্পবহ্নিতে সমস্ত চিতোর ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। ভীমসিংহ এবং পদ্মিনীর সে উপাখ্যান বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়। তারপর একযুগ চিতোরের সিংহাসনে শিশোদীয় বংশের কাহারও স্থান হয় নাই। ঝালোরের রানা মালদেবকে আলাউদ্দীন নিজ সামন্তরাজরূপে চিতোরের সিংহাসনে বসাইয়াছিল। আলাউদ্দীনের সহিত সংগ্রামে হত যুবরাজ অরিসিংহের পুত্র হম্বীর চিতোর পুনরুদ্ধার করেন। রানা লখা, বর্তমান মেবার অধিপতি এই বীর হম্বীরের পৌত্র।

বীর হম্বীর যে চিতোর পুনরুদ্ধার করেন তাহা যেন ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এক ধ্বংসস্তূপ—একমাত্র রাণী পদ্মিনীর প্রাসাদ ভিন্ন সমস্ত চিতোর ধূলিসাৎ না করিয়া আলাউদ্দীন ক্ষান্ত হয় নাই। হম্বীরের পুত্র ক্ষেত্রসিং অল্পদিন মাত্র রাজত্ব করেন। বস্তুত রানা লখাই চিতোর পুনর্গঠনের প্রথম কাণ্ডারী। লখা ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের ধারক। তাঁহার রাজত্বকালে মেবারে টীন ও রৌপের খনিও আবিষ্কৃত হয়। এবং এই দুইটি কারুশিল্প মেবারে জন্মলাভ করে। ক্রমে ক্রমে চিতোর রাজভাণ্ডারে এই দুই শিল্পের মারফত বহির্বাণিজ্যে স্বর্ণদীনার আসিতে লাগিল। স্বর্ণকে রাজভাণ্ডারে অবরুদ্ধ রাখিলে দেশের মঙ্গল নাই একথা রানা লখা জানিতেন। তাই তাঁহার আদেশে বড় বড় জলাশয় খনন করা হইল। ভূমিসাৎ

হর্ম্যমালা একটি দুইটি করিয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিতে লাগিল। শুধু ইহাই নহে, পার্বত্য নদীর বক্ষে বাঁধ দিয়া খরস্রোতা নদীকে রানা লখা কৃষির কাজে লাগাইলেন।

অলস চরণে ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্বুদ রাজপথের এক মদিরা ভবনে আসিয়া প্রবেশ করিল। মদিরাতে তাহার খুব বেশী আকর্ষণ নাই। বস্তুত তাহার বাল্যকালে আহেরিয়া যুবকদলের সহিত যে মধুক বৃক্ষের রস আস্বাদন করিত তাহার স্বাদ যেন এই সকল গৌড়ী মাধ্বীতে পাওয়া যায় না। সখ করিয়া আসব, বারুণী মদিরা, সুরা, মাধ্বী সকল প্রকার পানীয়ই যে চাখিয়া দেখিয়াছে কিন্তু সেই গ্রাম্য মধুক-রসের স্বাদ সে কিছুতেই পায় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে সে কিসের আকর্ষণে আসবাগারে আসিল? সে আসিয়াছিল হিমাচলের সন্ধানে।

বুদ্বুদ জানিত হিমাচল অত্যন্ত আসবাসক্ত। প্রত্যহ সে যথেষ্ট পরিমাণে মদ্যপান করে। এবং এই মদিরাভবনের একটি নিভৃত কক্ষ তাহার বড় প্রিয় স্থান। হিমাচলের এই অতিরিক্ত মদ্যপানে প্রথমটা বুদ্বুদের কেমন বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; কিন্তু অল্প কয়েক দিনের ভিতরেই সে বুঝিল হিমাচল যেন বিশেষ কোনও কারণে সুরাসক্ত হয়। যেন তাহার মনের প্রান্তদেশে রহিয়াছে কোনও গোপন ব্যথা, তাহাকেই ভুলিবার জন্য হিমাচলের এই ব্যর্থ প্রয়াস। অথচ আশ্চর্য, এত অধিক মদ্যপান করিয়াও সে মাতাল হইত না।

এই একপক্ষ কালের ভিতর তিনবন্ধুর সহিত বুদ্বুদের বন্ধুত্ব গাঢ়-তর হইয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় তাহারা একই স্থানে মিলিত হইত। নগরের কোনও আসবাগারে, কোনও নির্জন উদ্যানে, কোনও পণ্যবীথিকায় চারি বন্ধুতে গল্পগুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। বিন্ধ্যাচল এবং উদয়াচল অধিকাংশ সময়েই যুদ্ধ অথবা আহেরিয়ার গল্প পাড়িত। কখনও কখনও উস্তালা গ্রামের প্রসঙ্গ উঠিত—তখন উদয় কিন্তু কিছুতেই উস্তালা গ্রামে তাহার আকর্ষণের হেতুটি ব্যক্ত করিত না।

বুদ্বুদ বহুবার তাহার নিজের প্রেমকাহিনীটি বন্ধুদের বলিতে চাহিয়াছে; কিন্তু পাছে তাহার কোমল চিত্তবৃত্তি ইহাদের উপহাসের ইন্ধন যোগায় তাই এতদিন কাহাকেও কিছু বলে নাই। অথচ নিজে সে মনে মনে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে বুদ্বুদ মনে করিল, আর যে হউক হিমাচল কখনও এ লইয়া তাহাকে পরিহাস করিবে না; তাই সে আজ নিভৃত আসবাগারে হিমাচলের সন্ধানে আসিয়াছে।

বস্তুত পান্থশালায় দূরতম প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে হিমাচলকে পাওয়া গেল। সম্ভবত সে ততোধিক মদ্যপান করিয়াছিল। আরক্তিম নেত্রে একটি কেদারায় হেলান দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় কি ভাবিতেছিল। সম্মুখে কাষ্ঠাসনে একটি কাচের চষক এবং একটি সুরাপূর্ণ ভৃঙ্গার। বুদ্বুদকে নিকটে আসিতে দেখিয়া হিমাচল ঈষৎ হাসিল এবং সম্মুখস্থ আসন নির্দেশ করিল।

—'কি খবর বন্ধু? তুমি মনে হয় আমারই সন্ধানে এখানে আসিয়াছ?'

বুদ্বুদ ইতস্তত করিয়া বলিল,—'সত্যই অনুমান করিয়াছ বন্ধু, কিন্তু তোমার এ অবস্থায় আর সে কথা নহে! আইস, পাশক খেলা যাউক!' আসবাগারের একজন পরিচারককে ডাকিতে যাইবে সহসা হিমাচল দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। তাহার নিমীলিত অক্ষিতারকাদুটি ক্ষণিকের জন্য জ্বলিয়া উঠিল।

—'তুমি ভাবিতেছ আমি মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছি? বন্ধু বুদ্বুদ! মদে আমাকে আর মাতাল করিতে পারে না। ইহাই তো দুঃখ! মদ্যপান করিলেই আমার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর হইয়া উঠে। যদি তোমার কোনও পরামর্শ থাকে তবে এই তাহার উপযুক্ত সময়।'

বুদ্বুদ আর ভূমিকা না করিয়া তাহার বক্তব্য শুরু করিল। আরাম কেদারায় লম্বমান হিমাচলের চক্ষুদুটি আবেগে মুদিয়া গেল। আপনার আবেগে তিলাঞ্জলিঘটিত সকল কথা ধীরে ধীরে বলিয়া

বুদ্বুদের সন্দেহ হইল হিমাচল নিদ্রাভিভূত। সে থামিতেই হিমাচল উঠিয়া বসে। পুনরায় এক চষক সুরা গলাধঃকরণ করিয়া বলে—'শিশুসুলভ চপলতা।'

বুদ্বুদ বিরক্ত হয়। এ জাতীয় উত্তর সে আশা করে নাই। তাই রুক্ষ স্বরে কহিল,—'তোমার নিকট এরূপ বোধ হইতে পারে কারণ স্ত্রীলোকের ভালবাসা তুমি কখনো পাও নাই।'

—'সে কথা সত্য—ও জঞ্জাল আমার বরাতে কখনও জোটে নাই।'

—'তাহা হইলে যাহা জানো না বোঝ না তাহাকে চপলতা কিংবা জঞ্জাল বলিবার চেষ্টা করিও না। প্রেমের স্পর্শ যাহাদের কোমল হৃদয়ের ভালবাসা—'

—'কি বলিলে 'কোমল হৃদয়ের ভালবাসা'? কথাটা শুনিতে খাসা! কোমল হৃদয়ের ভালবাসা!'

—'এ কথার অর্থ?'

—'এ কথার অর্থ প্রেম, ভালবাসা, কোমলহৃদয় শব্দগুলি কাব্যতেই মানায় ভাল। বাস্তবে পুরুষের জন্য আছে শুধু তরবারি আর এই—'

পুনরায় একপাত্র মদ্য গলাধঃকরণ করিয়া কহিল,—'আর স্ত্রীলোকের জন্য কিছু ছলনা, কিছু মিষ্ট ভান আর শঠতা।'

—'সব মেয়েই কিছু শঠ নয়। অন্তত আমার সহিত সে শঠতা করে নাই।'

হিমাচলের কুজ্ঝটিকাম্লান চক্ষুতারকা দুইটি কৌতুকে নৃত্য করিয়া উঠিল। কহিল—'বন্ধু প্রেমও একটি যুদ্ধ। শুধু তফাত এই যে, এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একই ফল। পরাজয়ে ছলনা, বিজয়ে ললনা। অথচ ললনা ছলনারই নামান্তর! দুনিয়াতে এমন কোনও পুরুষ নাই যে প্রিয়ার মিষ্ট কথায় বিশ্বাস না করিয়াছে! এমন কোনও নারী নাই যে প্রিয়কে মিষ্ট কথায় বশীভূত করিয়া বিশ্বাস ভঙ্গ না করিয়াছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

বুদ্বুদ এ মন্তপের উপর রাগ করিতে পারিল না, হাসিয়া বলিল, —'একমাত্র তুমিই ব্যতিক্রম হিমাচল, কারণ তুমি কাহাকেও ভালবাস নাই।'

—'সে কথা সত্য, আমি শুধু ভালবাসি আমার রঙিন পেয়ালাকে।' আবার একপাত্র উগ্র পানীয়।

বুদ্বুদ প্রসঙ্গান্তরে আসিবার আগ্রহে বলিল,—'ও কথা যাক্, তাহার পর আর কি খবর বল? উদয়াচল বিন্ধ্যাচল কোথায়?' হিম সে কথায় কর্ণপাতও করিল না; —'তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিলে না? বেশ তাহা হইলে তোমাকে একটা প্রেমের গল্প বলি শোন।'

—'বলো, আশা করি ইহা তোমার নিজের অভিজ্ঞতা নহে।'

—'ঘটনা যাহার জীবনেই ঘটুক ইহার একবর্ণ মিথ্যা নহে।'

বুদ্বুদ করলগ্নকপোলে সাগ্রহে হিমাচলের প্রেমকাহিনী শুনিতে লাগিল। ভৃঙ্গারের শেষ কয়েক বিন্দু নিঃশেষ করিয়া হিমাচল শুরু করিল—'কোনও এক দেশের রাজা—মনে রাখিও বন্ধু, আমি নহে, এ একেবারে খানদানী রাজবংশের গল্প—হ্যাঁ রাজা মাত্র বিশ বৎসর বয়সে একটি সুন্দরীর প্রেমে পড়িলেন। ঘটনা রাজপুতনার নহে —দাক্ষিণাত্যের। রাজা একদল পারসিক দাসব্যবসায়ীর কবলে মেয়েটির প্রথম সাক্ষাৎ পান, তখন তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ মাত্র। কালিকটের সমুদ্রতীরে একহাজার দাস আমদানি হইয়াছে এবং একজন পারসিক দাসব্যবসায়ী ঐ মেয়েটিকে একজন যবনের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। মেয়েটি জাতে ইহুদি—অত্যন্ত সুন্দরী—সে কিছুতেই ঐ যবনের সহিত যাইবে না। যবন বালিকাটিকে কশাঘাতে জর্জরিত করিয়া তাড়না করিতেছিল। আর স্ত্রীলোকটি সকাতরে অনুনয় বিনয় করিতেছিল। রাজা দেখিলেন, সমুদ্রতটের বেলাভূমিতে একদল দর্শক লুব্ধ দৃষ্টিতে এ দৃশ্য উপভোগ করিতেছে। ভূলুণ্ঠিত বালিকার অসংবৃত বেশবাসের ভিতর হইতে নবোদ্ভিন্ন যৌবন প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুরাজার

আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ছুটিয়া গিয়া যবনের হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। যবন অপমানিত বোধ করিল এবং তরবারি নিষ্কাশিত করিল। রাজাও নিরস্ত্র ছিলেন না; কিন্তু অনিবার্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আসরে পারসিক বণিক সহসা মধ্যস্থতা করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল। রাজা স্ত্রীলোকটির মূল্য যবনকে মিটাইয়া দিলেন এবং যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন।'

বুদ্বুদ সখেদে কহিল,—'এমন দ্বন্দ্বযুদ্ধটা অনুষ্ঠিত হইল না? জয়-পরাজয় অমীমাংসিত রহিয়া গেল?'

—'তা গেল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি প্রেমের দ্বন্দ্বে জয়-পরাজয়ে একই ফল। রাজা ললনাকে পাইলেন, ছলনা হইতেও বঞ্চিত হইলেন না। রাজা পূর্বেই দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এই অনাথা বালিকাকে লইয়া তিনি কি করিবেন? কুমারী সদ্যোজাত অনাঘ্রাত কুসুমের মতই অপাপবিদ্ধ। বস্তুত তাহার সৌন্দর্যে ও মিষ্ট ব্যবহারে রাজা বিলক্ষণ বিচলিত। রাজপুরীতে ফিরিয়া তিনি মহিষীকে নিজ চিত্তচাঞ্চল্য ভিন্ন সকল কথাই বলিলেন। রাণী কিন্তু নিজেই সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া নবাগতাকে সপত্নী পদে বরণ করিয়া লইলেন। নবাগতা যে দাস একথা রাজ্যে গোপন রহিল। নববধূকে লইয়া রাজা একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। হৃদয়ের—কি যেন বল তুমি—হ্যাঁ কোমল হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসাই তাহাকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন। সুখেই দিন কাটিতেছিল, হঠাৎ ভগবান বাধ সাধিলেন। সেই যবন একদিন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, বালিকা তাহার বিবাহিতা বধূ—তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।'

রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন,—'সে কি? তুমি তো উহাকে আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ? ও তো দাস, তোমার বধূ হইল কি প্রকারে?

যবন বলিল,—'আপনি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আমি সত্য বলিতেছি কি না।'

রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া নববধূকে-একথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। বালিকা স্বীকার করিল।

রাজা বলিলেন—'তাহা হইলে আমার সহিত বিবাহের সময় সে কথা বল নাই কেন?'

বালিকা রাজার চরণযুগল চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—'ওই যবন যে আবার কোনদিন ফিরিয়া আসিতে পারে তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তখন আপনার প্রেমে অন্ধ হইয়াছিলাম। যবন আমাকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছিল বটে তবে আমাকে ভোগ করিবার অবকাশ পায় নাই।'

প্রেম মানুষকে এমন আহাম্মক করিয়া দেয় যে, একথার পরেও রাজা বালিকাকে ক্ষমা করিলেন। যবনকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। রাজা যে একজন সধবা রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন একথা গোপন রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যবন চলিয়া গেল।

এবং অল্পদিন পরেই ফিরিয়া আসিল।

রাজা বলিলেন,—'তুমি আবার আসিয়াছ?'

—'কি করিব? আমার স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিন—আমি দেশে চলিয়া যাই—এখানে আমার রোজগার নাই!'

রাজা তাহাকে পুনরায় অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। ক্রমে যবনের গতায়াত যেন একটা নিয়মে রূপায়িত হইল। প্রেমে রাজা অন্ধ, তিনি উপায়ান্তরহীন। এইভাবে দিন চলিতেছিল। সহসা একটি ঘটনায় রাজার দৃষ্টি খুলিয়া গেল। ছোটরাণীর শয়নকক্ষে একটি রত্ন-মঞ্জুষার ভিতর হইতে রাজা একখানি পত্র পাইলেন। দীর্ঘদিন পূর্বে পত্রখানি যবনের নিকট হইতে আসিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া রাজা নিঃসংশয়ে বুঝিলেন ছোটরাণী বস্তুত যবনের পত্নী নহে, উপপত্নী। এইভাবে দুইজনে ইতিপূর্বেও কৌশল করিয়া অন্য কয়েকজনকেও প্রতারিত করিয়াছে। অর্থাৎ মেয়েটি ইতিপূর্বেই চার পাঁচজনের অঙ্কশায়িনী হইয়াছে—যবনের তো বটেই।

ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকটি সংবাদ পাইয়াছিল যে, রাজা তাহার স্বরূপ

জানিতে পারিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ রাজপুরী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। রাজা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তিনদিন বনমধ্যে অন্বেষণ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করেন—এবং প্রতারণার অপরাধে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করেন।

বুদ্বুদ কহিল,—'কী কালসর্পকেই আশ্রয় দিয়াছিলেন রাজা।'

হিমাচল বলিল—'বন্ধু আমার গল্পের আসল কথাই এখনও বলা হয় নাই।'

তিন দিবস অন্তে রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজা দেখিলেন—তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ডাকাতদল রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়াছে। রাজভাণ্ডার লুণ্ঠিত। বড়রাণী হত। রাজা সংবাদ পাইলেন, যবন আসলে দস্যুসর্দার; তাহার উপপত্নীকে এইভাবে দুর্গে পাঠাইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে ইতিপূর্বে আরও কয়েক স্থলে দস্যুবৃত্তি সাধিত করিয়াছে। তাই তো বলিতেছিলাম বন্ধু, ও ললনা-ছলনার জঞ্জাল আমার বরাতে জোটে নাই, আমিই ভাগ্যবান।'

নিরন্ধ্র অন্ধকার কক্ষে হয়তো আপনি একা বসিয়া আছেন—আপনার চতুর্দিকে মসীকৃষ্ণ ঘনান্ধকার—কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। এই সময়ে যদি ধীর পদক্ষেপে কোনও বিপদ আপনার নিকট আগাইয়া আসে তবে ইন্দ্রিয়াতীত কোন সংস্কারবশে আপনি তাহা অনুভব করিতে পারেন। আপনি যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করিবেন। যুক্তি দিয়া না বুঝিলেও বাতাস কেমন ভারী ঠেকিবে—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মারফত আপনি অহেতুক সতর্ক হইয়া উঠিবেন।

বুদ্বুদেরও তাই হইতেছিল।

কে বা কাহারা যেন তাহার চতুর্দিকে একটি অদৃশ্য জালিকা বিস্তার করিয়া যাইতেছে। প্রতি মুহূর্তেই যেন মনে হয় কে যেন অলক্ষ্যে তাহার উপর নজর রাখিতেছে—তাহার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে। চিতোরে বুদ্বুদের কোনও শত্রু নাই—সুতরাং এখানে তাহার ভয় করিয়া চলিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ

নাই। বস্তুত যদিও সে রানার সৈন্যদলে সামান্য সৈনিক তবু তাহার অসিচালনায় নৈপুণ্যের কথা সকলেই জানে। সহসা কেহ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিবে না। নিজেকে তাই সে নিজেই প্রবোধ দেয়—এখানে কে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। রানার দুর্গরক্ষীদের সহিত সে আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু সুবিধা হয় নাই। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পারিলেও অন্তঃপুরের কোন নিভৃত কক্ষে তিলাঞ্জলি থাকে তাহার না নাই—সে কি করিয়া সংবাদ দিবে? দুর্গপ্রাকারের বাহিরে বাহিরেই বেচারী ঊর্ধ্বমুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাঞ্ছিত কমলাননটি দুর্ভাগ্যক্রমে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সেদিন অপরাহ্নে ঘুরিতে ঘুরিতে বুদ্বুদ সেই মদিরাভবনে গিয়া উঠিল। এখানে ওখানে কয়েকজন পানবিলাসী জটলা করিতেছে। বন্ধুত্রয়ের কেহই তখনও আসে নাই। এক পাত্র ফলাম্ররস লইয়া পানে কালাতিপাত করিতে লাগিল। আসবাগারে কয়েকজন পৌরবাসী তুমুলকণ্ঠে কি বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। বুদ্বুদ উহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া শুনিল আলোচনা সংগীতশাস্ত্র বিষয়ে। নগরে সম্প্রতি দিল্লী হইতে একজন বিখ্যাত মুসলমান বাঈজী আসিয়াছে। পূর্বরাত্রে রানা অমাত্যবন্ধুদের লইয়া তাহার কণ্ঠসংগীত শুনিয়া তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়াছেন। গায়িকার সংগীত নিপুণতাই তার্কিকদের বিচার্য বিষয়। এক পক্ষের মতে ইহার কণ্ঠ-সংগীত স্থানীয় কুহুনাম্নী অপর একজন পেশাদার গায়িকা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। অপরপক্ষ—কিছুতেই মানিবে না। বুদ্বুদ উহাদের কথাবার্তায় বুঝিল উহারা কেহই নবাগতার সংগীত স্বকর্ণে শোনে নাই—বস্তুত রানার সংগীতাসরে ইহাদের উপস্থিতি সম্ভব নহে। বুদ্বুদ নিজে এই ললিতকলা বিষয়ে কিছুই বুঝিত না, কিন্তু উহাদের তর্কটি সে শুনিতেছিল।

সহসা উহাদের একজন তাহাকেই সালিশ মানিয়া বসিল।

বুদ্বুদ দেখিল চারিজোড়া চক্ষু তাহার দিকে একাগ্রভাবে চাহিয়া

আছে। বেচারী নবাগতা বাঈজীর কথা জানিত না—কুহুর নামও জীবনে প্রথম শুনিল। তবু কৌতুকপ্রিয় বুদ্বুদ গম্ভীরভাবে কহিল, আমার মতে নবাগতা বাঈজীর সংগীতশাস্ত্রে অধিকার সম্ভবত কুহুর অপেক্ষা অধিক কিন্তু কণ্ঠস্বর বোধহয় কুহুরই মিষ্টতর!

ওপাশ হইতে একজন এ'কথায় একেবারে লাফাইয়া উঠিল,—'আমিও ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম! আপনি নিশ্চয় সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; আপনার সঙ্গ আমরা কিছুতেই ছাড়িতেছি না।'

বুদ্বুদ দেখিল বক্তার বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। শ্রেষ্ঠী শ্রেণীর বণিক বলিয়া বোধ হয়। পোশাক পরিচ্ছদ মূল্যবান—মস্তকে দর্পণ-সদৃশ ইন্দ্রলুপ্ত!

বাঈজী নাকি আজ চিতোরের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী মতিচাঁদ বেনিয়ার গৃহে মুজ্‌রা করিবে। ইহারা সেই স্থলেই যাইতেছিলেন—সাদা চক্ষুতে বাঈজীর রূপ হয়তো ঠিকমত দেখা যাইবে না, তাই আসবাগারে রঙিন চশমার সন্ধানে আসিয়াছিলেন। বুদ্বুদের কোনও ওজর আপত্তি টিকিল না। নিমন্ত্রণ নাই বলিয়া আপত্তি করায় ভদ্রলোক কহিলেন,—'আমার সবান্ধব নিমন্ত্রণ আছে!' শ্রেষ্ঠী নিজের পরিচয় দিলেন—'মতিচাঁদ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু; আমার নাম ইন্দ্রগুপ্ত, যদিচ বয়স্যেরা আমাকে ইন্দ্রলুপ্ত বলিয়াই ডাকে। আপনাকে যাইতেই হইবে!'

ইহার পর আর আপত্তি করা শোভা পায় না। সদলবলে উহারা শ্রেষ্ঠী মতিচাঁদের গৃহাভিমুখে চলিল। বুদ্বুদ জানিত সংগীতের আসরে যাইবার পূর্বে কিছু বেশভূষা করার প্রয়োজন; কিছু আতর কিছু সুগন্ধি। বেচারীর তিনদিন ক্ষৌরকার্য করা হয় নাই।

শ্রেষ্ঠী মতিচাঁদ তদানীন্তন চিতোরের শ্রেষ্ঠ ধনিক। এক পুরুষের ধনবত্তা, সুতরাং তাহার বাহ্যাড়ম্বরও অল্প নহে। বিশাল প্রাসাদোপম গৃহ, পাষাণনির্মিত নাট্যমন্দির। দেওয়াল-গাত্রে সারি সারি চিত্রাবলী। বিষয়বস্তু যদিচ রামায়ণ মহাভারত হইতে গৃহীত তবু ইহার ভিতরেই গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বিবস্ত্রা দময়ন্তীর বৃক্ষান্তরালে

আত্মগোপন, কুরুসভায় দ্রোপদীর লাঞ্ছনা, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ, রাবণ কর্তৃক স্খলিতবসনা সীতা হরণ !

আসরে তিলধারণের স্থান নাই। গৃহস্বামী-নিযুক্ত পরিচারক কিন্তু সবান্ধব ইন্দ্রগুপ্তকে আসরের একেবারে সম্মুখভাগে লইয়া গিয়া বসাইল। বুদ্বুদ এরূপ আসরে ইতিপূর্বে কখনও আসে নাই; বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে সে চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছিল। দীপাধারে দীপাধারে প্রোজ্জ্বল দীপাবলী, ধূপদান হইতে অগুরু চন্দনের ধূমায়িত সৌগন্ধ, রৌপ্যনির্মিত গোলাপদান হইতে কিঙ্করগণ মুহুর্মুহু আতরশীকর বর্ষণ করিতেছে—সমস্তই যেন স্বপ্নরাজ্য ! সভাস্থলের ঠিক মধ্যভাগে শ্যামশষ্পলাঞ্ছিত কামদার গালিচায় নবাগতা বাঈজী গান গাহিতেছে। কয়েকজন ধনবান ব্যক্তি আসরের পুরোভাগে অর্ধনিমীলিত নেত্রে অর্ধশয়নে সংগীতসুধা পান করিতেছেন; হাতে হাতে আলবোলা, তামাকু, পান-পুগ-মসল্লার থালিকা ও বিভিন্ন পানীয় ফিরিতেছে। বামদিকে একটি সূক্ষ্ম যবনিকা—মহিলাদিগের পৃথক আসন।

বুদ্বুদ কিছুই না বুঝিয়া তালে তালে সমজদারের মত মাথা নাড়িতে লাগিল। অভ্যাসবশে গুম্ফে হস্ত দিয়াই মনে পড়িল সুকোমল গুম্ফরাজির পরিবর্তে সেস্থলে অল্প কিছু দিনের সদ্যোজাত শিশুর দল কণ্টকগুল্মের মত মাথা চাড়া দিয়া রহিয়াছে মাত্র।

বাঈজী গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাল কাটিয়া থামিল। বুদ্বুদ মুদিতনেত্র খুলিয়া দেখিল বাঈজী তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। একি ! ইহাকে যে সেও পূর্বে কোথাও দেখিয়াছে ! কোথায় ? কোথায় ! স্মৃতির সরণী বাহিয়া ক্রমে তাহার মনে পড়িল—পান্থশালায় পল্যঙ্কিকার ভিতর যে মোহিনীমূর্তি একদিন সে দেখিয়াছিল এ বাঈজী সেই ! তেমনিই মদমদিরাক্ষী, তেমনই ভ্রূভঙ্গি, দক্ষিণ চিবুকের উপর সেই কিণ-চিহ্ন ! আসরের মৃদু গুঞ্জন উপেক্ষা করিয়া যেন তাহাকেই বিশেষ করিয়া শুনাইতে—তাহারই দিকে

পদ্মকোরকতুল্য হাতখানি বাড়াইয়া বাঈজী পুনরায় গান শুরু করিল।

বুদ্বুদ আত্মহারা হইয়া গান শুনিতেছে। তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। সহসা কে যেন তাহার কানে কানে কি বলিল। বুদ্বুদ ফিরিয়া দেখে একজন রক্ষী অথবা কিঙ্কর—'বাহিরে আপনাকে ডাকিতেছেন।'

কে, কেন, কোথায় ডাকিতেছেন তাহা জানা হইল না—মোহাবিষ্টের মত ধীরপদে বুদ্বুদ আসর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। বাঈজীর আবার বোধ হয় তাল কাটিল—পিছনে মৃদু গুঞ্জন উঠিল। জনসমুদ্র মন্থন করিয়া একটি প্রশস্ত চত্বর পার হইয়া এক নির্জন অলিন্দে আসিয়া থামিল। রক্ষী তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে গেল। এ সে কোথায় আসিয়াছে? রক্ষীকে কোনও প্রশ্ন করিবার অবকাশ হয় নাই। ফিরিয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছে, সহসা খেখিল সম্মুখের কক্ষ হইতে যবনিকা উত্তোলন করিয়া একটি রমণীমূর্তি বাহির হইয়া আসিল।

তিলাঞ্জলি!

বিস্মিত বুদ্বুদ ছুটিয়া গিয়া তাহার করপদ্ম নিজ করে গ্রহণ করিল।

কিশোরী বাধা দিল না, কহিল,—'আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। এস্থলে এক্ষণি কেহ আসিয়া পড়িতে পারে। আপনি কল্য রাত্রি দুইদণ্ড পরে আমার সহিত দুর্গমধ্যে সাক্ষাৎ করিবেন। দুর্গের পশ্চিমদ্বারে ঐ সময় একজন রক্ষী থাকিবে—তাহার নাম স্বয়ম্ভু। তাহাকে এই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় দেখাইলেই সে আপনাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে।'

বুদ্বুদের বাক্যস্ফূর্তি হইতেছিল না। অপ্রশস্ত নির্জন অলিন্দে স্বপনচারিণীর মত তিলাঞ্জলির আবির্ভাবে সে যেন বজ্রাহত হইয়া গিয়াছে। কিশোরী ধীরকণ্ঠে কহিল,—'হাত ছাড়ুন—এখানে এক্ষণি কেহ আসিয়া পড়িতে পারে। শ্রেষ্ঠীর গৃহে অনেকেই আমাকে চিনে। আপনার বিপদ হইতে পারে।'

বুদ্বুদ কহিল,—হাত ছাড়িতেছি; কিন্তু সত্য করিয়া বল, সেদিন

যুবরাজকে তুমি যাহা বলিয়াছিলে সে কি নিছক আমার প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করুণা করিয়া ; অথবা—'

বুদ্বুদের করতল হইতে নিজ মুঠি বাহির করিয়া নিয়া অপরূপ লাজরহস্যহাসি হাসিয়া রমণী কহিল,—'কাল এ প্রশ্নের জবাব দিব, আজ নহে।'

তিলাঞ্জলি ত্বরিতে ফিরিল,—কয়েকপদ গিয়া পুনরায় কহিল,—'এই পথে আপনি ফিরিয়া যান—চত্বর পার হইলে ডাহিনে ফিরিবেন।'

অন্যমনস্ক বুদ্বুদ ধীর পদে আসরের দিকে ফিরিতেছিল ; দক্ষিণ বাম তখন তাহার খেয়াল থাকিবার কথা নহে। কয়েকপদ চলিতেই দেখিল অলিন্দের পার্শ্বস্থিত রৌপ্যদণ্ডে রক্ষিত দীপাধারের বাতি কে যেন ফুৎকারে নিভাইয়া দিল। চকিতে বুদ্বুদের দক্ষিণ কর অভ্যাস বশে তরবারির মুঠের দিকে ছুটিল—কিন্তু তাহা টানিয়া বাহির করিবার পূর্বেই কে যেন অন্ধকারের মধ্যে তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল! বুদ্বুদও আক্রমণকারীকে সবলে ভূপতিত করিতে যাইবে—কিন্তু তাহার হাত উঠিল না। সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গেল—বিনাশ্রমেই যেন তাহার সর্বাঙ্গ শ্রমজলে ভাসিয়া গেল। আততায়ী পুরুষ নহে। আক্রমণকারী তাহার সহিত যুদ্ধ করিতেছে না—প্রেমালিঙ্গন করিতেছে মাত্র! বুদ্বুদ কিছু বলিবার পূর্বেই মৃণাল ভুজের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া গেল—এবং দ্রুতচ্ছন্দ নূপুর নিক্কণ দূর হইতে দূরে মিলাইয়া গেল!

সংবিৎ ফিরিয়া পাইতে বুদ্বুদের কিছু সময় লাগা স্বাভাবিক। ক্রমে ঘনান্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সে অলিন্দ এবং চত্বর পার হইয়া সভাকক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিল। সভাগৃহে প্রবেশ করিতে যাইবে, দেখিল পার্শ্বে একটি স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়া বাঈজী দাঁড়াইয়া আছে। হয়তো একটানা সংগীতের পরিশ্রমেই তাহার এই শ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততা। বুদ্বুদকে দেখিয়া বাঈজী কুর্নিশ করিল। তবে কি—?

—'মেহেরবান আমার সংগীতের তারিফ করিতেছিলেন দেখিলাম। আশা করি হুজুরের ভাল লাগিয়াছে!'

বুদ্বুদ চটুল হাস্য করিয়া কহিল,—'শুধু যে সংগীতই ভালো লাগিয়াছে তাহা বলি না। সংগীত তো সকলের ভোগ্য—আমি যেন সাধারণের নাগালের অতীত কিছু পাইলাম বোধ হইতেছে।'

কথাটা দ্ব্যর্থবোধক—বাঈজীও তাই কহিল,—'গান শুনিতে অনেকেই আসে—প্রকৃত সমজদার পাই কোথায়! গুণিজন যদি সাধারণ লভ্যের অতীত কিছু পায় তবে সে নিজগুণেই পায়। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র।'

বাঈজীর বাক্‌পটুতায় বুদ্বুদ খুশী হইল, কহিল,—কিন্তু এমনই আমার দুর্ভাগ্য যে, এত আনন্দ পাইয়াও তোমাকে কোন পুরস্কার দিতে পারিলাম না—আমি আজ প্রস্তুত হইয়া আসি নাই।'

—'সে তো হুজুরের পোশাক দেখিয়াই বুঝিতেছি। সংগীতের আসরে আসিবার পূর্বে সমরসাজটা বদলাইয়া আসিবার সময়ও পান নাই।'

বুদ্বুদ ভাবিতেছিল রাজপুত যোদ্ধার পরিচয় এই বাঈজীর নিকট পাওয়া যাইতে পারে। তাই কহিল,—'সে কথা সত্য! তাই তো বলিতেছিলাম—তোমাকে দিবার মত কিছুই আনি নাই।'

—'হুজুর মেহেরবান—অবশ্য হাত ঝাড়িলেই আপনাদের কত সোনাদানা পড়ে। জনাবের হাতের ঐ অঙ্গুরীয়ই হয়তো আমার মত কত শত সুন্দরীকে কিনিতে পারে!'

অঙ্গুরীয়? সত্যই তাহার অনামিকায়, সদ্যোলব্ধ একটি হীরকখচিত অঙ্গুরীয় আছে বটে। তিলাঞ্জলির প্রথম উপহার। বুদ্বুদ নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া কি যেন জবাব দিতে যাইবে তৎপূর্বেই বাঈজী চটুল হাস্য করিয়া কহিল,—'না না আপনি আমাকে ভুল বুঝিবেন না। ও অঙ্গুরীয়ের প্রতি আমি লোভ করি নাই। জানি, কোন রাজপুতানীর স্মৃতিচিহ্নের দাম হীরকমূল্যে নির্ধারণ করা যায় না। বস্তুত অঙ্গুরীয়ের কী মূল্য, যদি পিছনের অনুরাগটুকু না মিলে?'

বাঈজীর প্রগল্‌ভতায় বুদ্বুদ সাহসী হয়—অঙ্গুরীয়তে যদি তোমার বাসনা না থাকে—অনুরাগেই যদি তোমার এত ঈপ্সা—তাহা তো লইলেই পার—গ্রহণের অপেক্ষা মাত্র।'

বাঈজী আভূমি কুর্নিশ করিয়া কহিল,—'আসরে সকলে আমার অপেক্ষা করিতেছে, হুজুর ইচ্ছা করিলে কল্য রাত্রি একদণ্ড পরে অধমের গরীবখানায় আসিতে পারেন। অঙ্গুরীয় রাখিয়া শুধু অনুরাগই আনিবেন। দাসীর নাম—শতভিষা—নগরীর দক্ষিণপ্রান্তে আমার কুটীর।'

গৃহে ফিরিবার পথে বুদ্বুদ মনে মনে বলিতেছিল,—শুধু সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্যই আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। তোমার প্রগাঢ় প্রেমকে আমি অবমাননা করিতেছি না। সুধার পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া বিষভাণ্ডের দিকে ছুটিব এতবড় মূর্খ আমি নই তিলাঞ্জলি!'

নগরের দক্ষিণপ্রান্তে একটি সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে বুদ্বুদ কামদার একটি পারস্যদেশীয় গালিচার উপর পক্ষের নরম উপাধানে হেলান দিয়া বাঈজীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল। রাত্রির প্রথম প্রহর। দীপাধারে প্রদীপ জ্বলিতেছে। শতভিষা তাহারই আলোকে যেন শততৃষ্ণার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। সাজসজ্জা কামোদ্দীপক; লুতজালসদৃশ সূক্ষ্ম কাজ করা—চীনাংশুকের ভিতর দিয়া গজদন্তশুভ্র দেহের অনেকখানিই দৃশ্যমান। অন্তর্বাসের বর্ণাঢ্য, রঙিন কঞ্চুলিকার বীচিভঙ্গ, সুর্মারেখাঙ্কিত নয়নের চঞ্চলতা, নীবিবন্ধের রত্নাভরণ কাঞ্চী—সমস্তই যেন অভিসারিকার বেশ—অথচ আশ্চর্যের কথা কল্য রজনীর সেই প্রগল্‌ভা বাঈজীর যেন কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না। কথাবার্তায় ব্রীড়াবনতা, লজ্জাশীল পঞ্চদশী কুলললনার একটা আড়ষ্টতা যেন তাহার উপর পাষাণ ভারের মত চাপিয়া বসিয়াছে। যদিচ বাঈজীর বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশতি বর্ষের কম নহে। বুদ্বুদ সতর্ক হইল। সে বুঝিল—এই বয়সে, এই বেশে, এই আমন্ত্রণ যে করিতে পারে

তাহার পক্ষে এরূপ লজ্জা অস্বাভাবিক। শতভিষার অভিনয়ে বুদ্বুদ মুগ্ধ হইল বটে কিন্তু সতর্ক হইল চতুর্গুণ।

বুদ্বুদ বলিতেছিল,—'কালরাত্রে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি। বলিতে পার ইহার অর্থ কি? দেখিলাম, তোমার সংগীতের আসর হইতে উঠিয়া নির্জন অলিন্দ দিয়া আসিতেছি—সহসা কে যেন ফুৎকারে অলিন্দের বাতিদানের আলো নির্বাপিত করিল। তাহার পর কে যেন আমার উপর সবলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।'

মধুর হাস্য করিয়া শতভিষা কহিল,—'ভাগ্যে ইহা স্বপ্ন। বাস্তবে কেহ আপনাকে এরূপ আক্রমণ করিলেই হইয়াছিল আর কি!'

বুদ্বুদ বলিল,—'বাস্তবে হইলেও আমার দুঃখ ছিল না।'

—'বলেন কি! কেন?'

—'কারণ আক্রমণকারী পুরুষ নহেন—তাহার আলিঙ্গনের হেতু ভয়প্রদ নহে।'

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল শতভিষা। যেন সদ্যই একটি স্বপ্নাদ্য কাহিনী শুনিয়াছে।

—'তাহা হইলে ইহাকে সুখস্বপ্ন বলুন।'

—'তাহা আর কি করিয়া বলি? স্বপ্ন তো দর্শকের ইচ্ছাধীন নহে; ক্ষণিক সুখস্পর্শ দিয়া স্বপ্নের নায়িকা সেই যে মিলাইয়া গেল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়াও তো তাহার দর্শন আর পাইব না।' শতভিষার সমস্ত মুখ আরক্তিম হইয়া উঠে—নতশিরে অস্ফুটে কহিল,—'স্বপ্নকে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজন কি? আপনার তো বাস্তবের অভাব নাই। স্বপ্ন-নায়িকার অভাব তিনিই পুরাইতে পারিবেন—'

—'তিনি কে?'

—'কাল যাহার অঙ্গুরীয় আপনার অনামিকায় দেখিয়াছিলাম।'

তারপর আরও অস্ফুটে একটি দীর্ঘশ্বাসের মতই কহিল,—'অথচ স্বপ্নের সেই নায়িকা হয়তো শূন্য ঘরে বিরহ যন্ত্রণায় ক্ষণিক উন্মাদনার লজ্জায় মরমে মরিতেছে! আমি নিশ্চয় জানি, মুহূর্তের বিহ্বলতায় সে যে আচরণ করিয়াছিল তাহার জন্য লজ্জায় আজ বেচারী মর্মাহত!'

www.boiRboi.blogspot.com

স্বপ্নের কল্পিত নায়িকার লজ্জা যেন অকারণেই শতভিষার মুখাবয়বে সঞ্চারিত হইল।

বুদ্বুদও নিম্নকণ্ঠে কহিল, 'তুমি ভুল করিতেছ শতভিষা! আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম।'

—'চিনিতে পারিয়াছেন! ছি ছি!'

কনকচম্পকের ন্যায় দুইহাতে শতভিষা আপনার মুখ ঢাকিল। সমস্ত শরীরে তাহার লজ্জার এক শিহরণ বহিয়া গেল। ইহা যে অভিনয় তাহা আর বুদ্বুদের মনে রহিল না। সে দ্রুত গতিতে শতভিষার হাত দুইটি তাহার মুখ হইতে সরাইয়া আনিল। নিমীলিত নেত্রে আরক্ত বদনে শতভিষা গ্রীবাভঙ্গি করিল। হয়তো বুদ্বুদ এই অসতর্ক মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হইয়া কিছু একটা করিয়া বসিত, কিন্তু তদ্দণ্ডেই একজন দাসী একটি ভৃঙ্গার ও একটি শঙ্খধবল পানপাত্র আনিয়া ঘরে রাখিল। বুদ্বুদ চকিতে হাত ছাড়িয়া দেয়। উভয়েই যেন সংযত হয়। বুদ্বুদ হঠাৎ লক্ষ্য করিল, শতভিষা রোষকষায়িত লোচনে দাসীর দিকে চাহিল—যেন এই অসময়ে প্রবেশ করিয়া সে তাহার সমস্ত অভিনয়টি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। বুদ্বুদ পুনরায় আত্মস্থ হইল। বলিল,—'আমি মদ্যপান করি না।'

তখন শতভিষার ইঙ্গিতে দাসী ফলাম্ররস, কিছু ফল ও মিষ্টান্নপূর্ণ একটি রৌপ্যপাত্র রাখিয়া গেল, কিন্তু শতভিষার নির্বন্ধাতিশয্যেও বুদ্বুদ কিছু খাইতে স্বীকৃত হইল না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে—'সকল খাদ্যেই ঔষধ মিশ্রিত আছে। খাইলেই সংজ্ঞা হারাইবে। শতভিষা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল, কহিল,—'অতিথি আসিয়া যদি কিছুই গ্রহণ না করেন তবে গৃহস্থকে অপমান করা হয়।'

—'কে বলিল কিছুই গ্রহণ করি নাই? তোমার অনুরাগ—'

—'অনুরাগ দিবার আর সাহস কোথায়? আপনি সামান্য মিষ্টান্নের এক কণিকাও গ্রহণ করিতেছেন না—'

শতভিষার সুর বদলাইয়াছে। যেন অত্যন্ত অভিমানাহত কণ্ঠ।

বুদ্বুদ গম্ভীরভাবে বলিল,—'কিছু মনে করিও না শতভিষা—আমি হিন্দু; তুমি—তুমি—'

—'মাপ করিবেন! আমার মনে ছিল না! হ্যাঁ, আমি অস্পৃশ্য যবন বালিকাই বটে।'

স্বহস্তে খাদ্যদ্রব্যাদি উঠাইয়া লইয়া শতভিষা বাহিরে গেল এবং সশব্দে দূরে নিক্ষেপ করিল। দ্বারের বাহিরেই যেন কে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহার সহিত শতভিষার উষ্ণ বাক্য বিনিময় হইল। বুদ্বুদ বুঝিয়াছিল—সুর কাটিয়াছে। এখন আর সেই অপরিচিত রাঠোর যুবকের সংবাদ পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আশ্চর্য—শতভিষা ফিরিয়া আসিল যেন অন্যমূর্তি। সহাস্যে বলিল,—'ভাগ্যে আপনার স্বপ্নের নায়িকা শুধু আলিঙ্গন করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিল।'

—'কেন?'

—'মুখচুম্বন করিলেই তো সর্বনাশ। কে জানে স্বপ্নের নায়িকার কি জাত!'

বুদ্বুদ গম্ভীরভাবে কহিল,—'তা বটে। সে আমার জাত খোয়াইতে পারে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি—স্বপনচারিণী আমার পরিচিতা। তাহাকে বহুদিন পূর্বে একটি পান্থশালায় আমি দেখিয়াছিলাম। সেও যবনকন্যা।'

শতভিষাও গম্ভীর হইল। সে বুঝিল বুদ্বুদ তাহাকে চিনিয়াছে; সুতরাং এখন ধরা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; তাই বলিল—'আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন দেখিতেছি। বস্তুত সেই প্রথম দিন হইতেই আপনার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম—তাই আজ আপনাকে আমি আমন্ত্রণ করিয়াছি।'

—'আমিও তাই আহ্বানমাত্রে তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি তোমার নিকট হইতে জানিতে চাই—কে সেই রাঠোর রাজপুত যে তোমার সহিত সে রাত্রে কথা বলিতেছিল—'

—'আপনি তাহাকে আর কখনও দেখেন নাই?'

—'দেখিয়াছি, কিন্তু পরিচয় পাই নাই। অর্বাচীনটার সহিত আমার একটা বোঝাপড়া বাকি আছে। তুমি তাহার সন্ধান আমাকে দাও।'

এই সময় দ্বারের অপরপার্শ্বে কিসের যেন একটা শব্দ উঠিল :—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা অথবা দাসীরা ধাতব পাত্র সরাইতেছে। কেহই ভ্রূক্ষেপ করিল না। শতভিষা বলিল,—'এ প্রশ্ন আপনি করিবেন না। আমি বলিতে পারিব না।'

—'কেন ?'

—'আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

—'এই না বলিতেছিলে তুমি আমার প্রেমে পড়িয়াছ ? প্রেমাস্পদকে বিশ্বাস করিয়া এই সামান্য কথাটাও কি বলা যায় না ?'

—'বলিব, তৎপূর্বে আপনি বলুন, আপনি আমাকে ভালবাসেন কিনা ?'

বুদ্বুদ বুঝিল এইবার তাহাকেও চরম অভিনয় করিতে হইবে। শতভিষার হাত দুইটি গ্রহণ করিয়া কণ্ঠে সুধা ঢালিয়া কহিল,—'সে কথা কি এখনও বোঝ নাই শতভিষা !'

—'তাহা হইলে তুমিও আমার একটি প্রশ্নের জবাব দাও। প্রতিযোগিতার পর রাত্রে তুমি মান্দোরের বৌদ্ধবিহারে যখন গিয়াছিলে তখন তোমার সহিত আর কে কে ছিল ?'

বুদ্বুদ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। শতভিষা কি ঐন্দ্রজালিক ? এই গোপনতম সংবাদ সে কেমন করিয়া জানিল ? ধীর কণ্ঠে কহিল,—'মাপ করিও, সে কথা গোপন রাখিতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

—'এই না বলিতেছিলে তুমি আমার প্রেমে পড়িয়াছ ? প্রিয়াকে বিশ্বাস করিয়া কি এই সামান্য কথাটাও বলা যায় না ?'

বুদ্বুদ সতর্ক ছিলই এইবার উঠিয়া পড়িল। ইহার পিছনে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র আছে কিছু ! কে এই রমণী ? কেন সে ও কথা জানিতে চায় ? সেই গোপন রাত্রির ঘটনায় তিনজন মাত্র

সাক্ষী—এ সেকথা জানিল কিভাবে? সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত না ভাবিয়া কিছু করা উচিত হইবে না। বলিল—'আমি একদিন সময় চাই। কল্য রাত্রে আমি পুনরায় আসিব। যদি মনস্থির করিতে পারি তবে সকল কথা বলিব ও শুনিব। আজ বিদায়!'

ব্যথাবিধুরকণ্ঠে শতভিষা কহিল,—'না হয় নাই বলিলে,—যাইবার প্রয়োজন কি?'

—'আমার একটা জরুরী কাজ বাকী আছে—'

—'কাল যাহার অঙ্গুরীয় দেখিয়াছিলাম তাঁহারই কাছে চলিলে বুঝি?'

চটুল হাস্য করিল শতভিষা। বুদ্বুদও এক মর্মান্তিক চাল চালিল—দরদভরা কণ্ঠে কহিল,—'না! তাহার কথা ভুলিয়াছি। তুমি আমাকে সব ভুলাইয়াছ। আজ আমি অন্য লোক। এই দেখ আমার হস্তে সে অঙ্গুরীয়টি নাই।'

বস্তুত সত্যই বুদ্বুদ সাহস করিয়া অঙ্গুরীয়টি আজ পরিয়া আসে নাই। কি জানি শতভিষা যদি চাহিয়া বসে! তাই সে অঙ্গুরীয়টি আংরাখার ভিতর লইয়া বাহির হইয়াছিল।

একরাত্রের এরূপ সাফল্যে শতভিষাও আন্তরিক উৎফুল্ল হইল। বলিল,—'তাহা যদি সত্য হয়—আমারই জন্য যদি তুমি তাহাকে ভুলিয়া থাক তবে ঐ শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার দায়িত্ব আমারই।'

মোহিনী হাস্যের চটুলভঙ্গিতে শতভিষা যেন বুদ্বুদকে একেবারে বধ করিল। নিজ চম্পক অঙ্গুলি হইতে নীলাখচিত অঙ্গুরীয় লইয়া ধীরে ধীরে বুদ্বুদের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল।

তাহার পর—'সায়াহ্নের পৃথিবী যেমন অস্তরবি-উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলিয়া ধরে, তেমনই নীরবে, তেমনই শান্ত দীপ্তিতে'...শতভিষা আপন অনিন্দ্যকান্তি পদ্মাননখানি বুদ্বুদের দিকে তুলিয়া ধরিল।

বুদ্বুদ কিন্তু তখন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। একবারও পিছনে চাহিল না,—

www.boiRboi.blogspot.com

চাহিলে দেখিতে পাইত শাবকহীন ব্যাঘ্রীর মত শতভিষার দুই জ্বলন্ত চক্ষু হইতে তাহার পৃষ্ঠে উল্কাপাত হইতেছে।

দ্রুতপদে বুদ্বুদ দুর্গপ্রাকারের নিম্নে গিয়া থামিল। মেবার রাজ্যের পক্ষ হইতে সে একটি অশ্ব পাইয়াছে; কিন্তু অদ্য রাত্রের নৈশ অভিসারে সে পদব্রজেই বাহির হইয়াছে। চিতোর দুর্ভেদ্য দুর্গ। দুর্গের চতুর্দিকে পাষাণ প্রাচীর। তাহার চতুর্দিকে পরিখা। চতুর্দিকে সুউচ্চ প্রাকার—অনায়াসে অশ্বচালনা করা চলে—এতই প্রশস্ত। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের পরে রানা লখা দুর্গ প্রাকার পুনরায় সংস্কার করাইয়াছেন। শতাব্দী পূর্বের যুদ্ধের চিহ্ন কোথাও কোথাও রহিয়াছে মাত্র। বুদ্বুদ দুর্গের পশ্চিমদ্বারে উপনীত হইল। দুর্গের উপর হইতে কে তাহাকে বজ্রনির্ঘোষে থামিতে বলিল। বুদ্বুদ থামিল, দেখিল ইন্দ্রকোষের ভিতর হইতে কয়েকজন তীরন্দাজ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। রাজ্যে কোনও যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, তাহা সত্ত্বেও দুর্গের প্রহরীরা নিয়মতান্ত্রিক সতর্কতা অবলম্বন করে। বুদ্বুদ বলিল, দ্বাররক্ষী স্বয়ম্ভুর সহিত তাহার প্রয়োজন আছে। তখন দুর্গদ্বারের নিম্নে ছোট্ট একটি দ্বার খুলিয়া গেল এবং একজন রাজপুত বাহির হইয়া আসিল।

—'আমারই নাম স্বয়ম্ভু, আপনি কি চাহেন?'

বুদ্বুদ আংরাখার ভিতর হইতে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া দেখাইল। রক্ষীর সম্ভবত পূর্ব নির্দেশ ছিল, সে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার হাত ধরিয়া দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে খানিকটা প্রশস্ত স্থান, তৃণাচ্ছাদিত শাদ্বল, তাহার পিছনে আর একটি তোরণ। এটি অতিক্রম করিয়া তাহারা একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আসিয়া পৌঁছিল। সম্মুখেই রানার মন্ত্রণাসভা, দক্ষিণে কোষাগার, বামে অস্ত্রাগার। রক্ষী তাহার হাত ধরিয়া বিসর্পিল পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া হর্ম্যতলে উপস্থিত হইল। তাহার দ্বারে অপেক্ষমান পাহারাদার, রক্ষী পুরুষ নহে রমণী। তাহাকে জনান্তিকে কি বলিয়া স্বয়ম্ভু বুদ্বুদকে লইয়া

হর্ম্যমধ্যে প্রবেশ করিল। একটি অপ্রশস্ত সোপান বাহিয়া উহারা উপরে উঠিতে লাগিল। অনেকক্ষণ উঠিয়া একটা ফাঁকা অলিন্দের মত স্থানে বুদ্বুদকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ম্ভু অদৃশ্য হইয়া গেল। সেখান হইতে বুদ্বুদ দেখিল সে একটি মিনারের প্রায় চূড়ায় উঠিয়াছে। তখন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র উঠিয়াছে। দূরে চিতোরের হর্ম্যরাজি চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। অল্পক্ষণ পরে স্বল্পালোকিত সোপান বাহিয়া তিলাঞ্জলি উপরে উঠিল। দুজনেই নীরবে অলিন্দে দাঁড়াইল। বুদ্বুদ তিলাঞ্জলির ভীরু কর নিজ করে গ্রহণ করিয়া বলিল,—'আমাকে কেন ডাকিলে ?'

—'বলিতেছি, কিন্তু আপনাকে এখানে এভাবে আহ্বান করায় আপনি কিছু মনে করেন নাই তো ?'

—'সেইটাই তো আমার প্রশ্ন তিলাঞ্জলি। এভাবে আমাকে আমন্ত্রণ করার একটি মাত্র অর্থ হয়, তাহাই মনে করিয়াছি।'

তিলাঞ্জলি অধোবদন হইল।

—'আমি কি এতই নির্লজ্জ বলিয়া মনে হয় আপনার ?'

—'প্রেম কি নির্লজ্জ নয় ?'

তিলাঞ্জলি ইতস্তত করিল ; পরে বলিল,—'মনে থাকিতে পারে, আমি আপনাকে কাল ডাকিয়াছিলাম একটি বিশেষ প্রয়োজনে। আমি নির্লজ্জের মতো ওজন্য আপনাকে ডাকি নাই।'

বুদ্বুদ তিলাঞ্জলির হাত ছাড়িয়া দিল। তিলাঞ্জলি নিঃসংশয়ে ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু কিছু বলিল না। বুদ্বুদ বলিল,—'আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করিও। বেশ বলো, তোমার কী প্রয়োজনীয় কথা।'

—'আপনি দুঃখ পাইয়াছেন।'

—'যদি পাইয়াই থাকি—তাহার জন্য তোমার দোষ নাই। বলো তোমার জন্য কি করিতে পারি ?'

—'আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থিনী। যে কার্যে আপনার সাহায্য চাহিতেছি তাহাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা—কিন্তু অপর কাহারও নিকট সে গোপনীয় কথা বলিতে পারি না।'

তিলাঞ্জলি থামিল।

—'বল, থামিলে কেন?'

—'আপনি শুধু আমার অনুরোধমাত্র এই বিপদ বরণ করিবেন—কেন করিবেন—কাহার স্বার্থে করিবেন জানিতে চাহেন না?'

—'না!'

—'প্রতিদানে?'

—'প্রতিদানের প্রশ্নই উঠে না!'

—'আপনার ইহাতে কি স্বার্থ?'

—'আমার স্বার্থ যদি এখনও না বুঝিয়া থাক, তবে আর বুঝাইয়া কাজ নাই। বল তোমার বক্তব্য।'

তিলাঞ্জলি তখন বুদ্ধুদকে জানাইল—মধুশ্রীর সহিত চণ্ডদেবের সাক্ষাৎ-কাহিনী। যুবরাজ যে মারবারে কেন গিয়াছিলেন তাহা তিনি কাহাকেও জানান নাই—এমন কি হিমাচল পর্যন্ত এ গোপন সংবাদ জানিত না। সে শুধু জানিত—যুবরাজের কোনও গোপন কার্য উদ্ধার করিতে তিলাঞ্জলি ও আয়ীমাতা মান্দোরে গিয়াছিলেন। অবশ্য হিমাচল যখন মান্দোর হইতে ফিরিতেছিল তখন পথিমধ্যে তাহার সহিত যুবরাজের সাক্ষাৎ হয়—এবং যুবরাজ তখনই হিমাচলের পত্র সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশে প্রতিযোগিতার আসরে উপস্থিত হন। মধুশ্রীর সহিত সাক্ষাতের পর একপক্ষকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এখনও মান্দোর হইতে কোনও সংবাদ আসে নাই। যুবরাজ চঞ্চল হইয়া আছেন। তাই তিলাঞ্জলি বুদ্ধুদকে অনুরোধ করিতেছে। সে কি পুনরায় মান্দোরে গিয়া সেই বৌদ্ধ চৈত্যের বৃদ্ধ শ্রমণের নিকট হইতে অধুনাতম সংবাদটি সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে না?

পারে না? এখনই পারে? কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনাটা আবার কোথায়? প্রশ্নটা বুদ্ধুদ না করিয়া পারিল না। শুনিয়া তিলাঞ্জলির পদ্মদলতুল্য নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—'বিপদ নাই? আপনাকে যদি কেহ চিনিয়া ফেলে? মান্দোরের না আপনি পলাতক আসামী?'

বুদ্বুদ হোহো করিয়া প্রাণখোলা হাসি হাসিল,—'সে কথা মনে ছিল না বটে!'

এই দুঃসাহসিক বেপরোয়া হাসি দেখিয়া তিলাঞ্জলি শিহরিয়া উঠিল। তখন বুদ্বুদও ছদ্মগাম্ভীর্যে বলিল,—'হ্যাঁ, ইহাতে আমার একাধিক শত্রু আছে। সাগরজী, মুঞ্জ, অঙ্গদেব আরও কয়েকজন। একবার ধরা পড়িলেই—'

তিলাঞ্জলি তাড়াতাড়ি বলিল,—'তবে থাক, কাজ নাই!'

—'না, যাইব তো বটেই। বিপদকে আমি ভয় করি না! কিন্তু ইহাতে যখন আমার প্রাণহানির আশঙ্কা রহিয়াছে তখন তৎপূর্বে আমার সংশয় নিরসন করিতে চাই। হয়তো এ প্রশ্ন করিবার সুযোগ আমার আর নাও আসিতে পারে। বল তিলাঞ্জলি, সেদিন যে কথা তুমি যুবরাজকে বলিয়াছিলে সে কি আমার প্রাণরক্ষার্থেই শুধু?'

তিলাঞ্জলির কর্ণমূল পর্যন্ত উষাদেবীর রক্তরাগ! বুদ্বুদ এমন আবেগের সুরে কথা কয়টা বলিয়াছিল যে, সে সত্যই বিশ্বাস করিল হয়তো এই তাহাদের শেষ সাক্ষাৎ! তাই লজ্জানতমুখে কহিল—

—'তুমি বিশ্বাস কর নাই?'

—'না, না, তিলাঞ্জলি আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই! আমি সামান্য আহেরিয়া, তুমি রাজান্তঃপুরের পুরকামিনী—আমি মর্ত্যবাসী ঊষর মরুভূ, আর তুমি সুদূর গগনের সপ্তবর্ণা ইন্দ্রায়ুধ। তোমার আমার মধ্যে যে অসীম দূরত্ব তিলাঞ্জলি!'

তিলাঞ্জলি ধীরে ধীরে মুখ তুলিল। তাহার মুখপঙ্কজে ক্ষীণচন্দ্রের রশ্মিজাল লোধ্ররেণুর মত ছড়াইয়া পড়িল। তিলাঞ্জলি কহিল,—'তুমি জানো না, ইন্দ্রধনুর সার্থকতা তাহার বর্ণসম্ভারে নহে—ঊষর মরুভূমির উপর ধারাপতনে ঝরিয়া পড়িতেই তাহার জন্ম!'

বুদ্বুদের সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ শিহরণ খেলিয়া গেল। বিকচিত পদ্মের মত এই ঊর্ধ্বোন্মুখ মুখটি দেখিয়া একদণ্ড পূর্বের একটি দৃশ্য তাহার মনে পড়িয়া গেল। একদণ্ড পূর্বেকার উদ্যত মেঘ যেন একদণ্ড পরে এখানে আসিয়া ঝরিয়া পড়িল!

উভয়েই শিহরিয়া উঠিল!

রক্ষীর হাত ধরিয়া কখন দুর্গের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা বুদ্ধুদের খেয়াল নাই। প্রত্যাবর্তনের পথটুকু সম্ভবত সে হাঁটিয়াই ফিরিয়াছে—যদিও তাহার মনে হয় সে উড়িয়া আসিল!

পানশালার সেই অর্ধান্ধকার নির্জন কক্ষে মদের পেয়ালায় নিমজ্জিত হিমাচলের সাক্ষাৎ মিলিল।

বিন্ধ্যাচল ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছে। সেখানে তাহার স্ত্রীপুত্র-পরিবার আছে।

উদয়াচলও দেখাদেখি উপেন্দ্রবজ্রের নিকট ছুটির দরখাস্ত করিল। উদয়পুরে তাহার এক পিতৃষসা নাকি মৃত্যুশয্যায়। রাজ্যে এখন সর্বত্র শান্তি—সুতরাং ছুটি মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হইল না। উদয়াচল আজই প্রত্যূষে অশ্বারোহণে উদয়পুর অভিমুখে যাত্রা করে। বন্ধুরা তাহার পিতৃষসার অসুখের কথাটা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া ছদ্মক্রোধে সে যেন রাগ করিয়াই বিদায় লইল। উদয়পুর চিতোর হইতে সপ্তযোজন পথ। পার্বত্যপথে সাবধানে যাইতে হইলে অশ্বারোহীর সমস্ত দিন লাগিবার কথা, কিন্তু উদয়াচলের ছুটি অল্প, আকর্ষণ অধিক। যাহার দেহে ক্ষমতা আছে, মনে আগ্রহ আছে, সে কেন এক দিবসের পথ অর্ধদিবসে অতিক্রম না করিবে? অপরাহ্ণকালে উদয় উদয়পুরে পৌঁছিল, কিন্তু সে কোথাও থামিল না। তাহাকে আরও একযোজন পথ উত্তর-পশ্চিমে যাইতে হইবে—গোগুন্দা গ্রামে মেহরা সর্দারের গৃহে। কশাঘাতে অশ্বকে উচ্চকিত করিয়া উদয়পুরের রাজপথে ধুলা উড়াইয়া সে গোগুন্দাগ্রামের দিকে ছুটিয়া চলিল।

অর্ধদণ্ড পরেই গ্রামের একটি কুটীরদ্বারে আসিয়া থামিল। গৃহের পার্শ্ববর্তী একটি মধুকবৃক্ষে অশ্ব বাঁধিয়া দ্বারের দিকে ফিরিবে—সহসা পিছনে অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া উদয় ফিরিল। দেখিল অশ্ব হইতে

অবতরণ করিয়া হিমাচল তাহার দিকে আসিতেছে। উদয় বিস্ময়ে হতবাক্! হিমাচল সমস্ত দিনের পথ সমান বেগে তাহাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে! সর্বাঙ্গে তাহার ধুলার প্রলেপ! অশ্বের মুখবিবর ফেনায়িত। উদয়াচল শুধু বলিল,—'তুমি!'

হিমাচল উষ্ণীষ খুলিয়া বন্ধুকে ছদ্ম অভিবাদন করিয়া বলিল,—'বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন জানাইতে আসিয়াছি। তুমি রাগ করিয়া চলিয়া আসিলে তাই ভাবিলাম তোমার পিসিমাতা ঠাকুরাণীর সংবাদটা লইয়া আসি! অবাক হইও না ভাই;—এ শুধু কৌতূহল। আমি বয়সে তোমার অপেক্ষা অনেক বড়, আশীর্বাদ করি তোমার এ 'পিতৃষ্বসা-প্রেম' সার্থক হউক!'

হিমাচল ফিরিল; উদয় আসিয়া তাহার হাত ধরিল,—'কোথা যাও?'

—'এ কুটীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দুজনের অধিক তৃতীয় জনের এখানে স্থান নাই! আমাকে আমার আপন স্থানে ফিরিতে দাও!'

—'কোথায় তোমার আপন স্থান?'

—'চিতোরের ক্ষুদ্রতর পানশালার অর্ধান্ধকার ক্ষুদ্রতম কোণায়!'

বিমূঢ় উদয়াচল কোন প্রত্যুত্তর করিতে পারে না। হিমাচল একলম্ফে অশ্বারোহণ করে। বিদ্যুৎবেগে অশ্বের মুখ ঘুরিয়া যায়। ঘর্মাক্ত অশ্ব, স্বেদস্নাত সোওয়ার—কাহারও কোথাও আশ্রয় নাই। তাহাদের আজ রাত্রেই চিতোরে ফিরিতে হইবে। উদয় ভাবিতেছিল—এই একদিনের পথ আমি অর্ধদিবসে অতিক্রম করিলাম প্রেমের আকর্ষণে—আর ঐ হতভাগ্য সোওয়ার এই পথ আজ সারাদিনে দুইবার অতিক্রম করিল কিসের বিকর্ষণে। সে কি শুধুই কৌতূহল।

বুদ্বুদ এত কথা জানিত না। সে শুধু দেখিল, বৃহৎ এক ভৃঙ্গার লইয়া সেই চিরন্তন ভঙ্গিতে হিমাচল পেয়ালার পর পেয়ালা আসব পান করিয়া চলিয়াছে। তাহার উষ্ণীষের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে

পথের ধূলি—চক্ষুর পক্ষ্মে, গুম্ফরাজিতে ধূলির প্রলেপ! বুদ্বুদকে অনাসক্ত ভঙ্গিতে পার্শ্বের আসন নির্দেশ করিল। বুদ্বুদের অনেক কথাই বলার ছিল। কাল দুইটি রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। দুইজনের বিষয়েই অনেক কথা বলা চলে; কিন্তু দ্বিতীয় জনের বিষয়ে সে কিছুই বলিল না। পূর্বদিন নারী-প্রেম-কোমল হৃদয় প্রভৃতি বিষয়ে সে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা তাহাকে শুনিতে হইয়াছে তাহাতে ও প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিল না। শুধু শতভিষার কথাই বলিয়া গেল। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া হিমাচল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

বুদ্বুদ বলিল,—'হাসিলে যে?'

—'হাসিলাম? তা হাসিব না কেন? হাসির কথায় হাসাই তো স্বাভাবিক।'

—'এটা হাসির কথা?'

—'মাপ কর বন্ধু! প্রেমের গল্প এবং হাসির গল্পের পার্থক্যটা আমি আজও ঠিক বুঝিয়া উঠতে পারি না! আজ সকালে দেখিলাম উদয় উদয়পুরে যাত্রা করিল! শুনিয়াছ বোধহয় বন্ধুরা তাহার পিসিমাতার অসুখের সংবাদটা বিশ্বাস করে নাই বলিয়া সে রাগ করিয়া গিয়াছে। আমারও কেমন রোখ চাপিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম। তোমাকে কি বলিব বুদ্বুদ—আহাম্মকটা সমস্ত রাস্তায় একবারও থামিল না—এমন কি উদয়পুরে মধ্যাহ্ন আহার পর্যন্ত করিল না! সোজা গোশুন্দা চলিয়া গেল! হা হা হা!'

—'ইহাতে হাসির কি আছে?'

—'নাই? প্রেম মানুষকে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলাইয়া দেয়। বুদ্ধিমানকে বুড়বাক্ করিয়া ছাড়ে! যতবার উদয় ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিতেছিল ততবারই পিছন হইতে আমার মনে হইতেছিল যে, অদৃশ্য হাতে গোশুন্দাগ্রামের কোনও সোওয়ার উদয়ের পৃষ্ঠে চাবুক মারিতেছে! উদয় প্রতিবার চাবুক খায় আর অশ্বকে কশাঘাত করে। হা হা হা!'

বুদ্বুদ বুঝিল আজ সত্যই হিমাচল মাত্রা ছাড়াইয়াছে! বলিল, —'আজ তুমি কতপাত্র খাইয়াছ বলত?'

—'কেন? ও, তুমি ভাবিতেছ আমি মাতাল হইয়াছি? না বন্ধু! সমস্ত দিন অশ্বারোহণে ক্লান্ত বলিয়াই একটু বেশী সেবন করিয়াছি। মাতাল হই নাই।'

—'তাহা তো হও নাই! কিন্তু একটা কথা বলিতে পার? উদয় না হয় প্রেমের কশাঘাতে কোথাও না থামিয়া ছুটিয়াছিল, কিন্তু বন্ধু, তুমি কেন আহাম্মকের মত সমস্ত দিন ছোটাছুটি করিলে? তোমাকে কে কশাঘাত করিতেছিল?'

হিমাচল যেন এইমাত্র কশাঘাত খাইয়াছে—সে চমকিয়া উঠিল। হস্তধৃত আসব তাহার আংরাখায় পড়িয়া গেল—সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। পরক্ষণেই অর্ধনিমীলিত নেত্রে শুইয়া পড়িল, বলিল,—'এ তুমি ঠিকই বলিয়াছ! আমার তো ও জঞ্জাল কোনদিন ছিল না, নাই, থাকিবে না! আমি কেন তবে আহাম্মকের মত সারাদিন ছুটিয়া বেড়াইলাম?'

তাহার পাত্র শূন্য হইয়াছিল। পুনরায় একপাত্র মদ্য ক্রয় করিবার জন্য সে কামিজের বিভিন্ন অংশ খুঁজিল। কর্দপকমাত্রও যখন তাহার সর্বাঙ্গ তল্লাস করিয়াও পাওয়া গেল না তখন বলিল,—'তোমার কাছে কিছু আছে? আমার তো জেবের পকেট শূন্য। আমার এখনও তৃষ্ণা মিটে নাই।'

বুদ্বুদের কাছে কিছু অর্থ ছিল—কিন্তু হিমাচলের পক্ষে আর মদ্যপান করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া বুদ্বুদ মিথ্যা কথা বলিল।

তখন হিমাচল কহিল,—'তাহা হইলে তোমার গল্পের উপসংহারটুকু বল।'

—'উপসংহার আর কি? একদিন সময় লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। শতভিষা নিজ অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া আমার আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল।'

—'বল কি? কিসের অঙ্গুরীয়?'

—'স্বর্ণধৃত নীলাঙ্গুরীয় !'

—'এতক্ষণ বল নাই ! কই দেখি ? সেইটি বন্ধক রাখিলেই তো ধারাস্নান করিবার মত মদ্য জুটিবে।'

—'কিন্তু প্রেমের দান কি মদে উড়ানো উচিত ?'

—'প্রেম ! দাও দাও ওটা !'

বুদ্বুদ আর বাক্যব্যয় করিল না। অঙ্গুরীয় খুলিয়া হিমাচলের হস্তে অর্পণ করিল। হিমাচল সাগ্রহে সেইটি লইয়াই কিন্তু ভ্রূকুঞ্চিত করিল। অনেকক্ষণ নীলাঙ্গুরীয়ের দিকে চাহিয়া পুনরায় তাহা বুদ্বুদকে প্রত্যর্পণ করিল, বলিল,—'থাক। ইহাকে বিক্রয় করিয়া কাজ নাই।'

—'সেকি ! কেন ?'

—'ঠিক এইরূপ একটি অঙ্গুরীয় আমার মায়ের হস্তে ছিল—ওটি বিক্রয় করিয়া মদ্যপান করা উচিত নহে।'

বুদ্বুদ বলিল,—'এই রকম দেখিতে। এটি তো নহে। তাহা হইলে আর দোষ কি !'

—'জননীর আলেখ্যও তো জননী নহে—কিন্তু সেই আলেখ্য বিক্রয় করিয়া তুমি মদ্যপান করিতে পার ?'

—'আমার জননী ! তোমার যেমন প্রিয়ার জঞ্জাল নাই আমারও তেমনি জননীর জঞ্জাল নাই। তাঁহাকে আমি দেখি নাই—চিনি না।'

—'ছিঃ বুদ্বুদ। জননীকে তুমি দেখ নাই হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বকে তুমি অস্বীকার কর কি করিয়া ? ঈশ্বরকেও তো তুমি দেখ নাই—চিন না, তাই বলিয়া কি তিনি নাই ?'

বুদ্বুদ চুপ করিল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে লোকে পার্থিব পিতামাতার উদাহরণ দেয় ! অথচ ইহার যুক্তি উল্টো প্রকার—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে লজ্জিত হইল। মদ্যপের প্রলাপ বলিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে পারিল না। প্রসঙ্গান্তরে আসিবার জন্য বলিল,—'তবে সেই জননীর অঙ্গুরীয় তো তোমার হস্তে দেখি না—সেটি কোথায় গেল ?'

—'সেটি বিবাহ রাত্রে আমার স্ত্রীর হস্তে পরাইয়া দিয়াছিলাম।'

—'স্ত্রী? তিনি—'

সে কথার উত্তর না দিয়া হিমাচল বলিল,—'কিন্তু আশ্চর্য! দুইটি অঙ্গুরীয়ের ভিতর এতদূর সাদৃশ্য হইতে পারে? একেবারে একই রকম! তুমি বন্ধু অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া রাখ। না হইলে আমি খোলা মনে তোমার সহিত কথা বলিতে পারিতেছি না।'

বুদ্বুদ বিনাবাক্যব্যয়ে অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া অঙ্গরাখার ভিতর রাখিতে গেল। হিমাচল বলিল,—'দেখি, সেই অঙ্গুরীয়টির ভিতরের দিকে একটি আঁচড়ের কাটা দাগ ছিল—নীলাটি নিখুঁত ছিল না।'

দুজনেই পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইল। এটিরও ভিতরের দিকে একটি দাগ রহিয়াছে। হিমাচল বলিল,—'তোমার শতভিষাকে দেখিতে কেমন বল তো?'

বুদ্বুদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বর্ণনা দিয়া গেল। নিজস্ব ভঙ্গিতে নিমীলিত নেত্রে সমস্ত শুনিয়া হিমাচল একইভাবে বলিল,—'তাহার চিবুকের দক্ষিণভাগে একটি কিণ-চিহ্ন আছে?'

—'হাঁ আছে। তুমি ইহাকে চেন?'

হিমাচল জবাব দিল না। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পদচারণ করিতে করিতে সহসা আসবাগারের একজন কিঙ্করকে ডাকিয়া একপাত্র মদ্য আনিতে বলিল। মদ্য আসিলে একগ্রাসে অনেকখানি গলাধঃকরণ করিয়া সে স্থির হইয়া বসিল। হিমাচল যে বর্তমানে কপর্দকশূন্য তাহা বোধহয় তাহার মনেই ছিল না। বুদ্বুদ বুঝিল, উহার হৃদয়ে এখন একটি তুফান বহিতেছে। তাহাকে প্রসঙ্গান্তরে আনিবার জন্য বাধ্য হইয়া তখন সে তিলাঞ্জলির প্রসঙ্গ পাড়িল। হিমাচল অস্থির হস্ত-সঞ্চালনে তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল,—ভুল, ভুল, বুদ্বুদ! স্ত্রীজাতিকে কখনও বিশ্বাস করিও না। যতক্ষণ তোমার বাহুবন্ধে আছে ততক্ষণ সে দাসী;—আলিঙ্গনমুক্ত করিলেই করাল দংশন করিবে।'

—'কিন্তু তিলাঞ্জলি? সে রাজন্তঃপুরচারিকা হইয়াও আমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত।'

বিবাহ। বিবাহের মন্ত্র কি নাগিনীকে বশ করিতে পারে? কালিকটের সমুদ্রতীর হইতে আমি একটি ক্রীতদাসীকে আনিয়া আমার বুকে টানিয়া লইয়াছিলাম। কী দিই নাই তাহাকে? রাজ্যেশ্বরী করিয়াছিলাম, নয়নের মণি করিয়াছিলাম! কিন্তু কি পাইলাম! সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে আমাকে করাল দংশন করিল। রাজ্য গেল, সংসার গেল, স্ত্রীপুত্র জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইল—আর আমার স্ত্রী? সে আমার বিবাহ-রাত্রের প্রথম উপহার দিয়া তোমাকে ক্রয় করিতে চায়!'

—'শতভিষা'—

—'না শতভিষা নহে, তখন তাহার নাম ছিল—; কিন্তু ও কথা থাক্! বুদ্বুদ আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমার সন্তান যদি অগ্নিদগ্ধ না হইত তবে সে আজ তোমারই মত হইত। আমি যুক্তকরে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—নারীকে কখনও বিশ্বাস করিও না। জীবনে যদি কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, কোনও উচ্চাভিলাষ থাকে তবে তাহা পূর্বে চরিতার্থ করিয়া লও। তারপর বৃদ্ধকালে বিবাহ করিও—যাহাতে নাগিনীকন্যা আসিয়া তোমার যৌবন, তোমার উদ্যম, তোমার কর্মক্ষমতা কিছুই নষ্ট করিবার সুযোগ না পায়।'

বুদ্বুদ জীবনে প্রথম দেখিল পাষাণ হিমালয়ের বুক ফাটিয়াও জলধারা নামে।

মন্থরপদে বুদ্বুদ আসবাগার হইতে বাহির হইয়া আসিল। এ স্থান হইতে তাহার শতভিষার গৃহে যাওয়ার কথা। শতভিষা সেই রাঠোর যুবকটির সন্ধান জানে; কিন্তু তাহার যে পরিচয় সে এইমাত্র পাইয়াছে তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে শতভিষাকে শতখণ্ড করিলেও সে আসল কথা কিছুই বলিবে না। শতভিষা অন্য জগতের মানুষ! এই উত্তীর্ণ যৌবনা বাঈজী যে, তাহার প্রেমে পড়ে নাই—তাহার নিখুঁত অভিনয় সত্ত্বেও একথা বুদ্বুদের প্রত্যয় হইতেছিল যেন সত্যই সে তার প্রেমে অকুণ্ঠ নিমজ্জমান। এক্ষণে শতভিষার কক্ষে

য়াওয়ার বিন্দুমাত্র স্পৃহা তাহার অবশিষ্ট ছিল না। ধীর পদে তাই সে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে তাহার জন্য এক বিস্ময় অপেক্ষা করিতেছিল। কল্য রজনীর সেই দাসীটি তাহার দ্বারে প্রতীক্ষা করিতেছে। বুদ্বুদকে দেখিয়া যবনী দাসী আভূমি কুর্নিশ করিয়া তাহার হস্তে একটি মোহরাঙ্কিত লেফাফা দিল। তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া বুদ্বুদ দীপ জ্বালিল। সীলমোহর ভাঙিয়া যে পত্রখানি বাহির করিল তাহা এইরূপ—

'প্রাণাধিক!'

'আমি জানি তুমি আজ আসিবে না। তাই পূর্বেই এই পত্র দিতেছি! কাল তোমাকে প্রশ্ন করিবার পরমুহূর্তেই তুমি চলিয়া গেলে। জানি না, কেন তুমি আমার সান্নিধ্য ত্যাগ করিলে! কেন তোমাকে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহা জানাইতেছি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ পত্রখানি আদ্যন্ত পাঠ করিও—তাহার পর তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও।

'আমি পেশাদার সংগীতজ্ঞা। ধনবানের মনোরঞ্জনার্থে গৃহে গৃহে সংগীতের বেসাতি লইয়া ফিরি। সকলেই আমার সংগীত শোনে, মুগ্ধ হয়, আমার রূপ যৌবনে লুব্ধ হয়,—কিন্তু আমার সংগীত-রূপ-যৌবনের-অতীত যে আমি তাহার সন্ধান আজ পর্যন্ত কেহই লয় নাই। আমাকে সকলেই ভোগ করিতে চায়—কিন্তু স্বামী-পুত্র-সংসার, সাধারণ গৃহস্থের জীবনের প্রতি আমারও যে একটা বাসনা থাকিতে পারে এ সহজ সত্যটা কেহ বুঝে না। আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরি। সহসা একরাত্রে পান্থশালায় তোমাকে দেখিলাম। আমার সমস্ত ধারণা, সমস্ত সংযম টুটিয়া গেল। আমি তোমার চক্ষে সেই মর্মভেদী দৃষ্টি দেখিলাম—মনে হইল, এই যুবককে আমি স্বেচ্ছায় আমার রূপ-যৌবন-সংগীতের পসরা ঢালিয়া দিতে পারি। আমি বিনাপণে বিকাইতে পারি। আমি বিনাপণেই বিকাইলাম! তুমি জানিতেও পার নাই। তাহার পর হইতে

আমি তোমাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছি। তুমি জান নাই —তুমি সে সংবাদ রাখ না। হয়তো তুমি অবিশ্বাস করিবে তাই বলিতেছি—মিলাইয়া দেখ!

'পান্থশালা হইতে তুমি মান্দোরে যাও; সেখানে তিনজন দুর্ধর্ষ অসিবীরের সহিত তোমার বন্ধুত্ব হয়। সাগরজীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তুমি জয়ী হও (এ সংবাদ পাইয়া আমার কী আনন্দ হইয়াছিল, কারণ সাগরজী একবার অরক্ষিত আমাকে অপমান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল)। তৎপরে প্রতিযোগিতার আসরে তুমি আমার জন্মশত্রু সেই রাঠোর যুবককে পরাজিত কর (মাপ করিও, রাঠোর যুবক অসিচালনায় অদ্বিতীয় তাই তাহার প্রকৃত পরিচয় দিয়া তোমার মত প্রিয়জনের সর্বনাশ করিতে ইচ্ছা করে না) তাহারও পর দেখিলাম গভীর রাত্রিযোগে তুমি একজন রাজপুত ও একজন রমণীর সহিত বৌদ্ধ চৈত্যের দিকে ছুটিতেছ। উহারা কে, কেন যাইতেছিলে তাহা আমি কিছুই জানি না। আমার মনে সন্দেহ জাগে। ঐ রাজপুত রমণী তোমার প্রণয়িনী অথবা অপর রাজপুত পুরুষের নায়িকা তাহাই আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম। স্বীকার করি, আমার ঈর্ষা জন্মিয়াছিল।

'আমার সকল কথাই বলিলাম। আমার আর কিছু বলিবার নাই। তুমি যদি ঐ স্ত্রীলোক অথবা পুরুষের নাম বলিতে না চাও তবে ক্ষতি নাই। আমি সামান্য বাঈজী, যবনী, তোমার কুলবধূ হইবার স্বপ্ন আমি কোনদিনই দেখি নাই। না হয় থাকিলই তোমার অপর প্রণয়িনী। আমি স্বামী চাহি না, পুত্র চাহি না, সংসার চাহি না—তোমার জীবন কলঙ্কিত করিয়া দিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা আমার নাই। আমি অদ্যই চিতোর ত্যাগ করিব। যাইবার পূর্বে একবার চোখের দেখার দেখাও পাইব না?

'জানি না ভ্রষ্টা বাঈজীর কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলে কিনা। তবু যাইবার পূর্বে জানাইয়া যাই যে, তুমি আমার জীবন-পাত্র প্রেমের মদিরাতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছ—এ মদিরা আমার আকণ্ঠ

পান না করিয়া মুক্তি নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্য! তুমি নিজে তাহা জানিতেও পারিলে না।

'ইতি—চিরউপেক্ষিতা ছিন্নলতা
শতভিষা।'

পত্রটি এক নিঃশ্বাসে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বুদ্বুদের ধারণা পাল্‌টাইয়া গেল! একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল। তৎপরে তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। সে ভাবিতেছিল, মদ্যপ হিমাচলের কথার মূল্য কি? প্রথম দিন হিমাচল বলিল যে, সে তাহাকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল—পরদিন শতভিষার দক্ষিণ চিবুকের আঁচিলের কথা শুনিয়া বলিল, শতভিষাই তাহার স্ত্রী। দ্বিতীয়ত একই রকম দুইটি অঙ্গুরীয় থাকিতে পারে না? তাহা ভিন্ন বাঈজীর পক্ষে বহুস্থান হইতে উপহার পাওয়া স্বাভাবিক। হয়তো বহু হাত ঘুরিয়া উহা এক্ষণে বাঈজীর হাতে আসিয়াছে। অসম্ভব নহে। এবং সর্বোপরি এই পত্রের ছত্রে ছত্রে যে দরদ, যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সন্দেহ করা যায় না। উপেক্ষিতা ছিন্নলতার প্রতি তাহার সমবেদনা জাগিয়া উঠিল। সত্যই তো, তাহার প্রতিটি পদক্ষেপ অলক্ষ্যে থাকিয়া এই নারী লক্ষ্য করিয়াছে। ঐন্দ্রজালিক অথবা প্রেমোন্মাদ নারী ভিন্ন এত সংবাদ সে পায় কি করিয়া? শতভিষা জাদুকর নহে—তাহা হইলে বাঈজীর এই ঘৃণিত জীবন সে ইন্দ্রজালেই দূর করিতে পারিত। তাহার মত একজন নগণ্য সৈনিকের নিকট দীনভাবে প্রেমভিক্ষা করিত না। শতভিষার ললিত কটাক্ষ, তাহার উন্মাদিনীর মত আলিঙ্গন, তাহার সদ্যস্ফুট পদ্মকলির ন্যায় চুম্বনপ্রত্যাশী কম্পিতাধর একে একে সকলই মনে পড়িল। দ্রুত বাহিরে আসিয়া দাসীকে বলিল,—'তোমার মনিবকে বলিও আমি অদ্য রাত্রেই দেখা করিব।'

—'আপনার যাহা বক্তব্য তাহা পত্রে লিখিয়া দিন।'

—'তবে অপেক্ষা কর—এস, ভিতরে এস।'

দাসী দ্বারের একপার্শ্বে দাঁড়াইল। বুদ্বুদ মস্তাধার লেখনী লইয়া পত্ররচনায় বসিল।

লিখিতে লিখিতে হঠাৎ চোখ তুলিতেই যবনী দাসীর সহিত তাহার চোখাচোখি হইল। বুদ্বুদ চমকিয়া উঠিল। কিঙ্করীর মুখাবয়ব রক্তবর্ণ! অধর দংশন করিয়া সে যেন অবরুদ্ধ ক্রন্দন রোধ করিতেছে।

—'কি হইল, তুমি কাঁদিতেছ কেন?'

—'কাঁদিতেছি? কই না!' দাসী শান্ত হইল।

বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল যবনী দাসীর পরিধানে সাধারণ মুসলমান রমণীর পোশাক—বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইবে। দীন পরিচ্ছদ সত্ত্বেও তাহাকে সহসা দাসী বলিয়া মনে হয় না। বুদ্বুদ কিছু অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িল। সহসা কিঙ্করী প্রশ্ন করিল—

—'আপনার নামই বুদ্বুদ সর্দার?'

—'হ্যাঁ, কেন?'

—'আপনিই সর্দারজীকে মান্দোরে পরাজিত করিয়াছিলেন?'

—'সর্দারজী কে?'

—'আপনিই মেবার পক্ষে অসি প্রতিযোগিতায় প্রথম প্রতিযোগী ছিলেন?'

—'ছিলাম। আমার বিরুদ্ধে মারবার পক্ষে কে লড়িয়াছিল জান?'

—'জানি।'

—'জান?'

—'হ্যাঁ!'

—'কে?'

—'মাপ করিবেন সে কথা আমি বলিতে পারিব না।'

বুদ্বুদ লেখনী ফেলিয়া এক লম্ফে উঠিয়া আসিল,—'তোমাকে পারিতেই হইবে।'

—'মার্জনা করিবেন, সে অসম্ভব।'

—'তোমার সর্বাঙ্গ যদি স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া দেই?'

www.boiRboi.blogspot.com

—'দিল্লীর তক্তহাউস পাইলেও নহে।

—'কেন ?'

—'সেকথাও বলিতে পারিব না।'

বুদ্বুদ হতাশ হইয়া কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছিল। দাসী বলিল,—'বাঁদীর প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন ; কিন্তু তাহার পরিচয় জানিতে আপনার এত আগ্রহ কেন ?'

—'কারণ সেই যুবক আমার জন্মশত্রু। তাহাকে বধ না করিয়া মরিলেও আমার শান্তি নাই ?'

—'আপনি কি জানেন সেই যুবক অপরাজেয় শক্তিধর ?'

—'তুমি হয়তো জান না সর্দার বুদ্বুদও জীবনে কখনও পরাজিত হয় নাই !'

তারপর হাসিয়া বলে,—'আমার বন্ধুদের বিশ্বাস তরবারি খাপ হইতে একবার খুলিয়া লইলে স্বয়ং যমরাজও আমার নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইবেন—সে রাঠোর তো কোন ছার !'

দাসীর চক্ষুতারকা জ্বলিতেছিল, কহিল,—'যুবক রাঠোর নহে—'

—'রাঠোর নহে ? তবে কি ?'

—'বলিতে পারি, যদি আপনি তরবারি লইয়া একলিঙ্গজীর নামে শপথ করেন।'

মুহূর্তে তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বুদ্বুদ বলিল,—'বল, কি শপথ করিতে হইবে।'

—'আপনাকে দুইটি শপথ করিতে হইবে—'

—'করিব !'

—'আপনার প্রথম শপথ—আপনি আমার নিকট আজ যাহা শুনিবেন, তাহা জীবন থাকিতে কখনও কাহাকেও বলিবেন না।'

বুদ্বুদ দেবাদিদেব একলিঙ্গজীর নামে শপথ করিল।

—'আপনার দ্বিতীয় শপথ, অপরিচিতের পরিচয় পাইলে তাহাকে বধ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না ! সে জীবিত থাকিতে আপনি ঘর-সংসার-বিবাহ কিছুই করিবেন না।'

—'বধ করিব ?'—বুদ্বুদের কণ্ঠে বিস্ময়।

দাসী বলিল,—'মনে রাখিবেন সর্দার, এইমাত্র যাহা শুনিলেন তাহা আপনার প্রথম প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। আমি এ-কথা বলিয়াছি তাহা জীবন থাকিতে কাহারও কাছে প্রকাশ করিবেন না। আপনি রাজপুত, তরবারি হস্তে দেবতার নামে আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

—'মনে থাকিবে। আমি সেজন্য বলি নাই। আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না,—বস্তুত তাহাকে বধ করিবার জন্যই আমি তাহার পরিচয় খুঁজিতেছি।'

—'তাহা হউক! আপনি প্রতিজ্ঞা করিলে তবেই আমি তাহার পরিচয় বলিব।'

বুদ্বুদ তখন দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করিল এবং দাসী তাহার বক্তব্য বলিয়া গেল।

দাসী যবনী নহে। সে হিন্দুকন্যা। পৈতৃক নাম আশা। বর্তমানে সকলে তাহাকে আয়েসা বলিয়া ডাকে। শৈশবে তাহাকে দস্যুতে হরণ করিয়া লইয়া যায়। এবং দাসব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে।—এই দাসব্যবসায়ীই হইতেছে শতভিষার উপপতি—বুদ্বুদের শত্রু। বুদ্বুদ তাহাকে যুবক ভাবিয়াছে বটে—কিন্তু তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশের কম নহে। দাসব্যবসায়ী যবন। গত বিশ বৎসর মান্দোরে আছে। আপনাকে রাঠোর বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। শতভিষার পরিচয় আয়েসা জানে না—তবে তাহাকে যবনের উপপত্নী হিসাবেই চেনে। এই যবন আশার ধর্মনষ্ট করিয়াছে বলিয়াই সে আজ আয়েসা-যবনী। যবনের প্রকৃত নাম সে জানে না—সকলে তাহাকে সর্দার মীনকেতন বলিয়া ডাকে। সর্দার যোধার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। এই বেপরোয়া দুর্ধর্ষ অসিবীর আয়েসার জন্মশত্রু—কিন্তু উপায়ান্তর-হীনা সে আজীবন ইহারই সেবা করিতেছে, তাহার ধারণা ছিল সর্দার অজেয়—কিন্তু মান্দোরের অসি-প্রতিযোগিতায় মীনকেতন নাকি কোন বুদ্বুদ সর্দারের নিকট পরাজিত হইয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া আশা আশার আলোক দেখে। সেইদিন হইতে আশা

এই বুদ্বুদ-সর্দারের স্বপ্ন দেখিতেছে। আশা যে দীর্ঘ-জীবনব্যাপী বৈরিতা ও ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিবে একথা শতভিষা অথবা মীনকেতন ঘুণাক্ষরেও জানে না। জানিলে, আজ কখনই তাহাকে এখানে পাঠাইত না।

আজন্মের সাধের কথা বলিয়া আয়েসা যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বুদ্বুদ কহিল,—'দুঃখ করিও না আশা বহীন্! আমি তোমার আজন্মের সাধ মিটাইব। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।'

তৎপরে কহিল,—'আমাকে শতভিষা কেন আমন্ত্রণ করিয়াছিল জান?'

—'জানি। সর্দার তাহার গোপন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে চায়। আজই উহারা চিতোর ত্যাগ করিবে। শতভিষার সহিত আলাপনরত আপনাকে অতর্কিত আক্রমণে হত্যা করিয়া মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া উহারা যাত্রা করিতে চায়।'

—'তাহা হইলে কাল আমাকে হত্যা করে নাই কেন?'

—'কারণ তাহা হইলে বৌদ্ধ-চৈত্যের সংবাদটা পাইত না। আজ উহারা বুঝিয়াছে যে, প্রাণ যাওয়ার পূর্বে সে কথা আপনি স্বীকার করিবেন না। আপনাকে আজ জীবন্ত বন্দী করিতে পারিলে হয়তো হত্যা করিবার পূর্বে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া সেকথা বাহির করিবার চেষ্টা করিত।'

—'বুঝিলাম, আচ্ছা তুমি বিংশতি বর্ষ পূর্বে কালিকট বন্দরের কোন ঘটনার কথা জান? দাক্ষিণাত্যের কোন রাজার সহিত শতভিষার বিবাহ হইয়াছিল?

—'হইতে পারে! আমি জানি না! বিংশতি বর্ষ পূর্বে সম্ভবত আমি পিত্রালয়ে ছিলাম—অথবা সে বালিকা বয়সের কথা আমার স্মরণ নাই। তবে কালিকট বন্দরে ব্যবসার জন্য সর্দারকে প্রায়ই যাইতে হইত।'

তখন আয়েসাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বুদ্বুদ পত্র রচনায় বসিল। পরে সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফা তাহার হস্তে দিল।

আয়েসা লেফাফা লইয়া আপনার হস্ত হইতে একটি রৌপ্য বলয় লইয়া বুদ্বুদের হস্তে পরাইয়া দিল।

বুদ্বুদ সবিস্ময়ে কহিল,—'এ কি করিতেছ ?'

আয়েসা কহিল,—'আজ আমি দাসী, আমি যবনী, কিন্তু জন্মসূত্রে আমি রাজপুতানী। তুমি আমাকে আশা-বহীন বলিয়াছ! তাই তোমার হাতে রাখী বাঁধিয়া দিলাম।'

চক্ষে অঞ্চল দিয়া দ্রুতপদে আশা পথে নামিল।

দাসী প্রবেশ করিতেই শতভিষা কর্কশকণ্ঠে কহিল,—'পত্র আনিয়াছিস ?'

আশা কহিল,—'হাঁ।'

তাহার হাত হইতে পত্র লইয়া শতভিষা তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। বলিবার প্রয়োজন ছিল না; —গালিচায় অর্ধশয়ান অবস্থায় সর্দারের সহিত বিশ্রাম্ভালাপরতা শতভিষার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস ও সখ আশার ছিল না।

সীলমোহর ভাঙিয়া শতভিষা প্রদীপের আলোকে পত্রপাঠ শুরু করিল। সর্দারের পক্ষেও কৌতূহল দমন করা কঠিন। বস্তুত দুইজনে পরামর্শ করিয়াই পূর্বের প্রেমপত্রটি রচনা করিয়াছিল;—এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তরটি দেখিবার জন্য উভয়েই সমোৎসুক।

গোপন-চারিণীর প্রথম প্রেমপত্র পাঠের লক্ষণই ফুটিয়া উঠিল প্রথমে শতভিষার মুখাবয়বে, কিন্তু এ তো লজ্জার অরুণাভা নহে! শতভিষার নাসারন্ধ্র হইতে যেন শতনাগিনী গর্জন করিতে লাগিল। পীবর বক্ষ উত্তেজনায় হিন্দোলিত হইতেছিল। পত্রপাঠান্তে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইল সে। বাধা দিল মীনকেতন। কহিল, —'নষ্ট করিও না! পত্রটি যত্ন করিয়া রাখিতে হইবে। আশ্চর্য! ছোকরা কি ঐন্দ্রজালিক ?'

শতভিষা কহিল,—'না, আয়েসা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিব।'

তখনই সে ছুটিয়া যাইতে চায়। তাহাকে বাধা দিয়া মীনকেতন বলিল,—তুমি কি উন্মাদ? আয়েসা আমাদের কালিকটের ঘটনার কথা বিন্দুবিসর্গও জানে না। দাক্ষিণাত্যের রাজপরিবারের ঘটনার সময় সে থাকিত আমার নিকট। সে কিছুই জানে না।'

—'তাহা হইলে?'

—'বুঝিতে পারিতেছি না!'

—'সে যাহাই হউক। আজ রাতেই এই শত্রুকে বধ করা চাই। তুমি এক্ষনি যাও!'

—'তুমি কি উন্মাদ হইলে?'

—'বুঝিয়াছি; তুমি ভয় পাইয়াছ!'

—'ভয় পাওয়াও অন্যায় নহে! ভুলিও না, এস্থান মান্দোর নহে। চিতোর! এ পত্র লিখিয়া সে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছে। বস্তুত অবিলম্বে আমাদেরই স্থান ত্যাগ করা উচিত। ইহাকে বধ না করিলে আমাদের শান্তি নাই—কিন্তু সে সময় এখনও আসে নাই। এখন সর্বাগ্রে আত্মরক্ষার প্রয়োজন!'

শতভিষা তাহার যুক্তি যে অনুধাবন করিল না তাহা নহে। কিন্তু অপমানিতা কালভুজঙ্গীর মতো সে ফুলিতে লাগিল। এই সময় একটি শ্বেতবর্ণের কাবুলি মার্জার শতভিষার কোল ঘেঁষিয়া বসিল। শতভিষা কঠিন হস্তে তাহাকে তাড়না করিল। অতর্কিত আক্রমণে মার্জার গর্জন করিয়া উঠিল। বস্তুত মার্জার শতভিষার প্রিয়পাত্রী এরূপ তাড়নায় সে অভ্যস্ত নহে। মার্জারের গর্জনে শতভিষা যেন বিস্ফোরকের ন্যায় সশব্দে ফাটিয়া পড়িল। পার্শ্বস্থিত একটি ধাতব পাত্র লইয়া সজোরে তাহার মধ্যদেশে আঘাত করিল। অন্তিম আর্তনাদ করিয়া মার্জার ভূপতিত হইতেই আঘাতের পর আঘাত করিয়া শতভিষা তাহাকে হত্যা করিল।

মীনকেতন কিছুই বলিল না। সে তন্ময় হইয়া কী ভাবিতেছিল। কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক—প্রেমপত্রে এমনকি থাকিতে পারে

যাহাতে এরূপ প্রেমোন্মাদনা জন্মে। পত্রটি অবিকল তুলিয়া দিতে হইল,—

'প্রাণাধিক !

'তোমার পত্র পাইয়া বুঝিলাম তুমি সত্যই আমার প্রেমে পড়িয়াছ। প্রেমে আমারও যে ভরাডুবি হইয়াছে সখি ! প্রথম দর্শনের পর তুমি আমার পিছনে নাকি ছায়ার মতো ফিরিতেছিলে। আমি জাদুকর—তাই আমি ছায়ার মতো তোমার পথ ধরিয়া অতীতের দিকে যাত্রা করিলাম। তোমার হাত ধরিয়া কত দেশদেশান্তর ঘুরিলাম। তুমি আমার জীবনপাত্র পূর্ণ করিয়া দিলে অথচ নিজে তুমি জানিতেও পারিলে না ! হয়তো তুমি অবিশ্বাস করিবে তাই বলিতেছি, মিলাইয়া দেখ—

'বিংশতি বর্ষ পূর্বে ক্রীতদাসী তোমাকে যখন যবন ক্রেতা বেত্রাঘাত করিতেছিল তখন পঞ্চদশী বালিকার অতি নিকটেই দর্শক-রূপে আমিও ছিলাম—তুমি তাহা জান না। তারপর তোমার হাত ধরিয়া দাক্ষিণাত্যের রাজার অন্তঃপুরে আসিলাম। সেখানে তুমি স্বামী পাইলে, সংসার পাইলে, গৃহস্থের জীবনের সকল উপকরণই পাইলে—তবু রূপযৌবনের অতীত তোমার 'তুমি' তাহাতে তৃপ্ত হইল না। রাজার সর্বনাশ সাধিত করিয়া যবনের হস্তধারণ করিয়া যখন তুমি নূতন পাপের পথে যাত্রা শুরু করিলে তখনও আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই।

'আজও ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাতে ফিরিতেছি। অতিক্রান্ত-যৌবনা বাঈজীর অপঅভিনয়ে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আমিও তোমার প্রেমে নিমজ্জমান আমার সকল কথাই বলিলাম। আর কিছুই বলিবার নাই। জানি না, তুমি বিশ্বাস করিতে পারিলে কিনা। তবু যাইবার পূর্বে জানাইয়া যাই—তুমি আমার জীবনপাত্র যে তীব্র রাসায়নিক দ্রব্যে পূর্ণ করিতে চাহিয়াছ আকণ্ঠ তোমাকে তাহা পান না করাইলে আমার বিরহ-তাপিত হৃদয় শান্ত হইবে না।

'ইতি চির-উন্নত ঋজুপাদপ

বুদ্বুদ !'

সেই রাত্রেই শতভিষা সদলবলে মান্দোর অভিমুখে যাত্রা করিল।

পরদিন প্রাতে রাজপুতরক্ষী স্বয়ম্ভু বুদ্বুদকে একটি পত্র দিয়া গেল। সাগ্রহে পত্র খুলিয়া বুদ্বুদ মর্মাহত হইল। এই কি প্রেমিকার প্রেমপত্র! একটি মিষ্ট কথা নাই—একখণ্ড ভূর্জপত্রে শুধু একপঙ্‌ক্তির লিপি—'মান্দোরের সন্দেশ আসিয়াছে। যাইবার প্রয়োজন নাই।—তি'

বুদ্বুদ চন্দনকাষ্ঠের একটি মঞ্জুষা বাহির করিয়া খুলিল। এই চন্দনকাষ্ঠের ক্ষুদ্র পেটিকাই বুদ্বুদের রাজকোষ, রত্নভাণ্ডার। উহারই ভিতর থাকে তাহার অর্থ—একধারে রহিয়াছে একটি হীরকাঙ্গুরীয় অপর পার্শ্বে একটি নীলাঙ্গুরীয়—মধ্যভাগের কোষে মঙ্গলরামের দেওয়া মুক্তার কঙ্কণ।

এই মঞ্জুষার একটি নিভৃত প্রান্তে বুদ্বুদ সযত্নে ভূর্জপত্রখানি রাখিয়া দিল। নাই বা থাকিল ইহাতে সম্ভাষণ—নাই বা থাকিল কোন মিষ্ট সম্বোধন—এই পত্রই বুদ্বুদের জীবনসঙ্গিনীর প্রথম পত্র। 'এর মূল্য এর রচনায় নয়—এর বস্তুতে।'

রাজকুমার চণ্ডদেব আপনার কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন। বেলা একপ্রহর অতিক্রান্ত। সমস্ত রাত্রি একটি বন্য বরাহের পিছনে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উষামুহূর্তে সেটিকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া ক্লান্ত শরীরে যুবরাজ নিজ শয্যায় নিদ্রাগত। কাহার আহ্বানে তাঁহার ঘুম ভাঙিল; চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন তিলাঞ্জলি ডাকিতেছে। যুবরাজ বিরক্তভাবে পার্শ্ব পরিবর্তনের উপক্রম করিতেই তিলাঞ্জলি কহিল,—'বেলা এক প্রহর অতীত প্রায়; আর কত ঘুমাইবেন? উঠুন রাজসভা অনেকক্ষণ শুরু হইয়াছে।'

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে যুবরাজ বলিলেন,—'হউক, তাহাতে আমার কি? আমি কি মেবারের রানা?'

—'আজ না হইলেও দুদিন পরে তো হইবেন—'

—'যখন হইব তখন সময়ে উঠিব।'

—'যখন হইবেন তখনও এমনি দিবসে নিদ্রা দিবেন। কী ব্যবস্থা, সমস্ত রাত্র শিকার আর সমস্ত দিবস নিদ্রা!'

—'দেখ্ বহিন! তোর বড় বাড় বাড়িয়াছে। তুই আমাকে পর্যন্ত মান্য করিস না! রানাকে বলিতিছি অবিলম্বে তোর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া রাজপুরী হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।'

—'আমার বিবাহের জন্য তো আপনার নিদ্রা হইতেছে না! যাক্ এখন উঠুন।'

—'না আমি উঠিব না! স্নান করিব না! খাইব না!'

—'স্নানাহার না করুন তাহাতে দুঃখ নাই। আপনার ঐ শরীরে মাসাধিককাল আহার না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু তাহার অপেক্ষা একটি গুরুতর কার্য যে আজ আপনাকে করিতে হইবে!'

—'কি?'

—'বিবাহ!'

যুবরাজ তিলাঞ্জলির প্রগল্‌ভতায় তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য উঠিলেন। শিয়রের নিকট হইতে একটি পাঙ্খা উঠাইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। তিলাঞ্জলি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কুমার বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—'হাসো কেন?'

—'বিবাহের নামেই যুবরাজ গাত্রোত্থান করিলেন দেখিয়া।'

চণ্ডদেব এবার সত্যই বিরক্ত হইলেন। তিলাঞ্জলি যুক্তকরে কহিল,—'বিশ্বাস করুন যুবরাজ! মান্দোর হইতে আজ প্রাতে দূত আসিয়াছে। এক্ষণি হয়তো সভায় আপনার ডাক পড়িবে।' তখন চণ্ডদেব উঠিয়া তৈয়ার হইতে লাগিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি শিশোদীয়া ধাত্রী আয়ীমার হস্তে একই সঙ্গে তিলাঞ্জলি এবং যুবরাজ মানুষ হইয়াছিলেন। এইজন্য সামাজিক সোপানে যুবরাজের বহু বহু নিম্নে স্থান হইলেও তিলাঞ্জলি যুবরাজকে বড় ভাইয়ের মতই দেখিতেন—যুবরাজও তাহাকে ভগ্নীর মত স্নেহ করিতেন। বলাবাহুল্য এ সকলই জনান্তিকে।

যুবরাজ চণ্ডদেব সভায় প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বারদেশে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রাজসভায় তখন একটি হাস্যরোল উঠিয়াছে। কৌতুক-প্রিয় রানা লখার সভায় রসিকতা তামাশা ও হাস্য অত্যন্ত সুলভ বস্তু। যুবরাজ থামিয়া পড়িলেন। পিতা হয়তো আদিরসাত্মক কোনও রসিকতা করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার সভায় প্রবেশ করা হয়তো উচিত নহে। শালীনতাবোধ যুবরাজের অত্যন্ত প্রবল।

যুবরাজ দেখিলেন, রানার সম্মুখে রাও রণমল্লের দূত; তাহার হস্তধৃত স্বর্ণথালিকায় একটি নারিকেল, একটি গুবাক, কিছু ধান ও দূর্বা। সকলেই হাস্য করিতেছে—শুধু দূতের মুখে কথা সরিতেছে না। কুমার বুঝিলেন দূতই এ হাসির মূল সুর। তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল। তবে কি রানা লখা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া দূতকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেছেন? তাঁহার ভুল অবিলম্বে ভাঙিল।

রানা কহিলেন,—'তা দূত মহাশয়—এ তো আনন্দের কথা! রাও রণমল্ল আমার সহিত কুটুম্বিতা করিতে চাহেন—এ তো সুখের কথাই! শুনিয়াছি তাঁহার কন্যাটিও নাকি অত্যন্ত সুন্দরী! তাই নহে?'

—'আজ্ঞে, তাহা তো বটেই! রাজকন্যা মধুশ্রীর রূপ—'

—'কি নাম বলিলেন, মধুশ্রী?'

—'আজ্ঞে হাঁ!'

—'তা নামটা ভালো, কি বল মন্ত্রী? নামটা শুনিলেই প্রাণের মধ্যে মধুসঞ্চার হয়!'

রাজকুমার চণ্ডদেবের কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল। যে নাম নিভৃত স্বপ্নে অস্ফুটে উচ্চারণ করিবার সময়েও তাঁহার রোমাঞ্চিত তনু শিহরিয়া উঠে সেই গোপন নামটি লইয়া প্রকাশ্য দরবারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলিতে দেখিয়া ক্ষোভে, অভিমানে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। মনে মনে তিনি জপ করিতেছিলেন,—'পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ, পিতাহি পরমংতপঃ—'

—'তা মধুশ্রীর রূপের কথা কি বলিতেছিলে?'

—'আজ্ঞে বলিব আর কি? তাঁর রূপ স্বর্গের দেবীগণকেও—

—'আরে চুপ চুপ, আর বলিও না—রাজসভায় ওকথা বলিতে আছে! এখানে হয়তো কত মধুপ আছে—শেষে শ্রী লইয়া না একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়া যায়!'

রানার রসিকতায় পুনরায় একটা হাস্যরোল উঠিল। ওদিকে যুবরাজ ভাবিতেছিলেন—'পিতরি প্রীতিমাপন্নে'—তারপর কি? তারপর কি? কী আশ্চর্য, সহস্রবার উচ্চারিত শ্লোকটার পাদপূরণ হইতেছে না!'

—'যাহা হউক, বুঝিলাম। দূতমহাশয়ের বক্তব্য এই কন্যার বিবাহ প্রস্তাব মেবার দরবারে পেশ করিবার জন্য, মারবাররাজ রাও রণমল্ল আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন কেমন?'

—'আজ্ঞে হাঁ। এতক্ষণে আপনি আমার সমগ্র প্রস্তাবটা বুঝিতে পারিয়াছেন।'

—'তাহা আর কই পারিলাম দূত মহাশয়? পাত্রের নামই তো এখনও আপনি বলেন নাই!'

—'আজ্ঞে, চিরায়ুষ্মন যুবরাজ বাহাদুর চণ্ডদেব।'

—'আমারও তাহাই অনুমান হইতেছিল।' তাহার পর দূতের হস্ত ধৃত থালিকা হইতে নারিকেলটি লইয়া বয়স্যদের দেখাইয়া বলিলেন,—

—'আমারও তাহাই মনে হয়—রাও রণমল্ল এরূপ কাঁচালোক নহেন যে, এই পলিতকেশ বৃদ্ধের লড্ডুক খেলিবার জন্য এরূপ সুগোল নারিকেলটি পাঠাইবেন।'

রাজসভায় পুনরায় হাস্যরোল!

দূত কহিল,—'আমার এতবড় সৌভাগ্য যে হইতে পারে তাহা সম্ভবত আমার রাজাও প্রত্যাশা করেন নাই। এ তো অতি সুখের কথা!'

দূতের কথায় রানার সংবিৎ ফিরিল। রসিকতাটা বোধহয় শালীনতার মাত্রা লঙ্ঘন করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নারিকেলটি সুবর্ণ পাত্রে পুনঃস্থাপিত করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,—'আমি রহস্য

করিতেছিলাম মাত্র। যুবরাজ এখনি আসিবেন; এবং তাঁহার দ্রব্য তিনিই গ্রহণ করিবেন। ঐ যে কুমার আসিতেছেন।'

সকলেই পিছন ফিরিয়া দেখিল ধীর পদবিক্ষেপে যুবরাজ সভায় প্রবেশ করিতেছেন; কিন্তু রাজকুমারের এ কি চেহারা। পিতার দিকে স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টি রাখিয়া ধীর মন্থর পদক্ষেপে যুবরাজ রাজসমীপে আসিয়া থামিলেন। তাহার চক্ষে ঘৃণা, দুঃখ, বিষাদ ও অবসাদের যেন সম্মেলন।

রানা কহিলেন—'মান্দোর হইতে দূত আসিয়াছেন। রাও রণমল্ল তাহার কন্যার বিবাহ প্রস্তাব স্বরূপ তোমার নিকট শ্রীফল* পাঠাইয়াছেন। গ্রহণ কর।'

যুবরাজ শুধু বলিলেন,—'মার্জনা করিবেন।'

—'মার্জনা করিব? কেন তুমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছ না?'

—'না!'

—'না?'

—'না!'

রানার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল। ক্ষণকাল একদৃষ্টে পুত্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন,—'কারণটা জানিতে পারি যুবরাজ?'

—'পারেন, তৎপূর্বে প্রকাশ্য দরবার ভঙ্গ করিতে হইবে।'

রানা ইঙ্গিত করিলেন। সভাস্থ সকলেই ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছিল। মুহূর্তে সভাস্থল শূন্য হইয়া গেল। রানা কহিলেন,—

—'দূতপ্রবর আপনি অপেক্ষা করুন। দেওয়ান, মন্ত্রী, আপনারাও যাইবেন না। এ কথোপকথন শুধু পিতাপুত্রের নহে, রানা ও রাজ-পুত্রের। এ বিবাহ শুধু সামাজিক অনুষ্ঠান নয়—রাষ্ট্রনৈতিক মিলন।'

দেওয়ান, মন্ত্রী, পদস্থ অমাত্যবর্গের মধ্যে অচপল বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় চণ্ডদেব দাঁড়াইয়া আছেন। রানা কহিলেন,—'এক্ষণে বল, কেন তুমি এ বিবাহে অসম্মত।'

---

* বেল নহে, রাজপুতানায় নারিকেলকেও শ্রীফল বলে।

www.boiRboi.blogspot.com

—'কারণ প্রকাশ্য দরবারে মেবারের বর্তমান রানা ইতিপূর্বেই পাত্র হইতে শ্রীফল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।'

—'কুমার, উন্মাদ হইও না!'

—'আমি উন্মাদ হই নাই পিতা। আপনি রহস্যের ছলেও, কৌতুকের বশেও যাঁহাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়াছেন—তিনি আমার জননীসদৃশা—'

—'চণ্ড!' এ তুই কী বলিতেছিস!'

—'ঠিকই বলিতেছি পিতা। আপনি নিজেই এ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছেন? রাও রণমল্লের কন্যা—না, নামটা প্রকাশ্যে আর উচ্চারণ করিব না! তিনি আজ হইতে আমার—'

—'চণ্ড! ক্ষান্ত হ'!'

—'আমার জননী, আমার মাতা!'

রানা উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—এ কথায় বসিয়া পড়িলেন, অস্ফুটে কহিলেন,—'পুত্রের হস্তে এতবড় আঘাত পাইব, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই!'

—আঘাত! আঘাতের কথা আপনি কী জানেন! যাক্ সে কথা এখানে নহে!'

মর্মান্তিক লজ্জায় রানা মাথা নত করিয়াছিলেন, এ কথায় পুনরায় উঠিয়া বসিলেন—'তবে কি তুমি চাও এ বৃদ্ধ বয়সে আমিই তাহাকে বিবাহ করি?'

—'করাই তো উচিত। প্রকাশ্য দরবারে স্বহস্তে নারিকেল গ্রহণ করিয়া পরে প্রত্যাখ্যান করিলে সেই কন্যার পুনর্বিবাহ হওয়া শক্ত!'

—'সে নীতিকথা আমাকে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই! তাহা ভিন্ন তোমার হঠকারিতার জন্য মারবার রাজাকে স্বেচ্ছায় শত্রু করিব এমন মনে করিও না, কিন্তু কুমারীর নিজের কিশোরী হৃদয়ের বাসনা কামনা—'

—'সে দায়িত্ব আপনার।'

—'শুধু আমার? বেশ, তবে মনে রাখিও তোমার অর্বাচীনতায়

যে কুমারীকে আজ এই বৃদ্ধ পতি বরণের লাঞ্ছনা দিতেছি—তাহাকেই আমি ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাজমাতা করিব! মারবার কুমারীর যদি সন্তান জন্মে তবে তাহাকেই দিব আমার সিংহাসন! মন্ত্রী, দেওয়ান তোমরা সাক্ষী রহিলে! নাবালকের দায়িত্ব তোমরা লইবে—'

—'কোনও প্রয়োজন হইবে না পিতা। আমি নিজেই প্রতিজ্ঞা করিতেছি—চন্দ্রসূর্য সাক্ষী, সাক্ষী অমাত্যবর্গ, সাক্ষী একলিঙ্গ-ভবানী! আমি যদি শিশোদীয়া রাজবংশের সন্তান হই তাহা হইলে তরবারি স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি মেবারের সিংহাসন আমি কখনও দাবি করিব না!'

সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। রানা লখার মুখ আরও মসীকৃষ্ণ হইয়া গেল। পুত্রকে লাঞ্ছন করিতে গিয়া সর্বসমক্ষে তাহাকে আরও গৌরবান্বিত করিলেন; নিজেকে তিনি চরম অপমানিত মনে করিলেন—ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'খুব তো প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহবা লইতেছ; কিন্তু তোমার সন্তান-সন্ততি যখন অজাতকুমারের বংশধরদের সহিত সিংহাসন লইয়া বিবাদ করিবে—'

চণ্ডদেব যেন দ্বিগুণ উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিলেন—'বেশ, আমি সে বিবাহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতেছি! আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি—সাক্ষী অন্তরীক্ষবাসিগণ, সাক্ষী মহাভারতের মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ভীষ্মদেবের স্বর্গগত আত্মা। আমি যদি সূর্যবংশের সন্তান হই—' অমাত্যবর্গ শিহরিয়া উঠিলেন। রানার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলিয়া গেল। যুবরাজের বাক্য কিন্তু শেষ হইল না। অন্তঃপুর হইতে উন্মাদিনীর মতো ছুটিয়া আসিল দুইটি নারী। একজন তরুণী,—ছিন্নমূল লতার ন্যায় লুটাইয়া পড়িল যুবরাজের চরণে। অপরজন বৃদ্ধা। সবলে চাপিয়া ধরিলেন যুবরাজের মুখ।

রাজসভা অকালে ভাঙিয়া গেল।

সমগ্র মেবার উৎসবের উন্মাদনায় উত্তাল। মেবারের অধীপ, সমগ্র রাজোয়ারার প্রধান রানা লখার শূন্যপুরী দীর্ঘদিন পরে আজ

পূর্ণ হইবে। পথে পথে উৎসবের আয়োজন। ঘরে ঘরে বিচিত্র গৃহ-সজ্জা। যাহারা গৃহ সাজাইতে পারে নাই, সরকারী অর্থে তাহাদের গৃহ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহামন্ত্রী, সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র বড় বড় সামন্তসর্দারেরা সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। যুবরাজ চণ্ডদেব সমস্ত ব্যবস্থাপনার তদারক করিতেছেন কিন্তু পারতপক্ষে পিতার সম্মুখে আসিতেছেন না।

নৃত্য-গীতের প্রবাহে, রাজপথে বিচিত্রবর্ণের পোশাক পরিহিত নরনারীর সমাবেশ, মদিরাভবনগুলিতে জনসমাগমে সমগ্র চিতোর উৎসবে মত্ত। শুধু একজনের মনে শান্তি নাই—তিনি রানা লখা নিজে। এই বৃদ্ধ বয়সে যেন তিনি কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইতেছেন। তিনি রসিক ছিলেন, হাস্য পরিহাসে তাঁহার আনন সদাপ্রফুল্ল। পরিহাসের পরিণাম দেখিয়াই বুঝি সে প্রফুল্ল আননের শেষ হাস্যবিন্দুটুকুও যেন মুছিয়া গিয়াছে।

সহস্র বরযাত্রী লইয়া, সামন্তসর্দারদের পার্শ্বচর লইয়া বরবেশে স্বর্ণমণ্ডিত রাজপোশাকে রানা লখা বিবাহ করিতে যাত্রা করিলেন। অনুষ্ঠানের কোথাও কোনও ত্রুটি হইল না।

মান্দোরের উৎসব আয়োজন ত্রুটিহীন। পথে পথে তোরণ, যে পথ দিয়া বরযাত্রী দল যাইতেছে তাহার দুই পার্শ্বের হর্ম্যরাজী হইতে অবিরাম পুষ্পবর্ষণে পথ কুসুমাকীর্ণ। কোথাও আতরমিশ্রিত গোলাপ জল ছিটাইতেছে—আলোকমালায় পথ উজ্জ্বল—মুহুর্মুহু আতসবাজীর আলো শূন্যে উঠিয়া গিয়া শত শত পুষ্পধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। বরযাত্রীরা সকলেই মান্দোরবাসীর ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করিল। শুধু রানা লখার মনে অন্য চিন্তা; তিনি দেখিতেছিলেন পুষ্পচ্ছিন্ন পথে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে তাঁহার অশ্ব পদস্থাপন করিল—কুসুমটি পিষ্ট হইল। তিনি দেখিতেছিলেন—আতসবাজীগুলি ফুল কাটিতে কাটিতে শূন্যে উঠে—সহসা আতসবাজী ফাটিয়া যায়। একমুষ্টি ছাই ভিন্ন অমন সুন্দর জিনিসটির আর কিছুই অবশেষ

থাকে না। যেন স্বর্গের কোন দেবতার অভিশাপে ছাইমুষ্টি রসাতলের দিকে নামিয়া আসে।

রানা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

চণ্ডদেব অস্বীকৃত হওয়ায় রানা একবার রঘুদেবকে বলিবেন কিনা ভাবিলেন; কিন্তু অগ্রজের বিবাহ না হইলে অনুজের বিবাহ শোভন নহে; তাহা ভিন্ন স্বহস্তে নিমন্ত্রণের শ্রীফল গ্রহণ করিয়া তিনি সমস্ত সম্ভাবনার মূলে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

বরযাত্রিদল মান্দোর রাজদুর্গে পৌঁছিল। দুন্দুভি ধ্বনিতে কন্যাপক্ষ অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্বয়ং রাও রণমল্ল আসিয়া মহান অতিথির কর গ্রহণ করিয়া ভিতরে আনিলেন। রানা লখা লক্ষ্য করিলেন, রাওয়ালার পক্ষ হইতে নববধূর সখীদল পুষ্পতোরণ তৈয়ার করে নাই। পুষ্পতোরণ দুর্গ অধিকারের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া রানা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন! পিতামহের বিবাহ চারণমুখে তিনি বহুবার শুনিয়াছেন। রানা হম্বীরের পর তিনিই সম্ভবত প্রথম রাজপুত যিনি পুষ্পতোরণ চূর্ণ না করিয়াই নববধূর নিকট উপনীত হইতে পারিলেন।*

নির্বিঘ্নে বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হইল। মহারাণীকে লইয়া রানা চিতোরে ফিরিলেন। সমস্ত চিতোরবাসী অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া এই শুভদিনটিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঘরে ঘরে ব্যস্তসমস্ত-ভাব। কখন বরযাত্রিদল ফিরিয়া আসে। রাজবাড়িতে ব্যস্ততার অন্ত নাই। শুধু অতি প্রত্যূষে তিলাঞ্জলি তাহার প্রাত্যহিক কার্য সারিতে আসিয়া দেখিল—শয্যা শূন্য। রাজকুমার চণ্ডদেব রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই সকলের অলক্ষিতে

* রাজপুতানার বর বিবাহ করিতে আসিলে বধূর সঙ্গীদল পূর্বেই একটি পুষ্পতোরণ তৈয়ার করিয়া রাখে। বীর বেশে বর উপস্থিত হইলে নববধূর সখীদলের সহিত এক ছদ্মযুদ্ধে বরকে সেই কুসুম-তোরণ দুর্গ অধিকার করিতে হয়। রানা লখার পিতামহ রানা হম্বীরকে এরূপ দুর্গ অধিকার করিতে হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহা এ কাহিনীর বিষয়ভুক্ত নহে।

রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। প্রভাতের রাগরশ্মি প্রাসাদশীর্ষে প্রথম চুম্বন আঁকিবার পূর্বেই, নহবতের তোরণ হইতে রামকেলির প্রথম মূর্ছনা জাগিয়া না উঠিতেই বিনিদ্ররাত্রি জাগরণে ক্লান্ত দেহে যুবরাজ উঠিয়াছিলেন। মন্দুরায় গিয়া প্রিয় অশ্বটিকে লইয়া গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেলেন। আজ সারাদিন তিনি একাকী বনমধ্যে শিকার করিবেন। শূন্য শয্যার দিকে চাহিয়া তিলাঞ্জলির মনের মধ্যে হুহু করিয়া উঠিল; মনে হইল তাহার নিত্য-কর্মপদ্ধতির আজ প্রথম ব্যতিক্রম হইল; এবং বুঝিল হয়তো এই ব্যতিক্রমগুলিই অতঃপর নিয়মে রূপান্তরিত হইবে।

তিলাঞ্জলি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল।

সমস্ত দিবস আলোয়-বাজনায়, নৃত্যে-গীতে, আহার্যে পানীয়ে নববর ও নববধূকে লইয়া সকলে মাতিয়া রহিল। শুধু রাজকুমার চণ্ডদেব বনে বনে শিকারের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। সমস্ত দিন অস্নাত অভুক্ত যুবরাজ একটিও বন্যপশুর সাক্ষাৎ পাইলেন না। বনচারী কীটপতঙ্গগুলি পর্যন্ত যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। রাজকুমার শ্রান্তদেহে একটি পার্বত্য ঝরনার ধারে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্যামশষ্পের উপর শুইয়া পড়িলেন। গোধূলিলগ্নে অস্তপ্রায় সূর্যের স্বর্ণকিরণ তাঁহার ক্লান্ত দেহের উপর যেন কল্যাণহস্ত বুলাইয়া দিল। সহসা যুবরাজ দেখিলেন, অদূরে ঝরনার জলধারার নিকটে একটি অতি সুন্দর চিত্রক হরিণী জলপান করিতে আসিয়াছে। রাজকুমার উঠিয়া বসিলেন। পার্শ্বে রক্ষিত বল্লমটি দক্ষিণহস্তে উঠাইয়া লক্ষ্য স্থির করিলেন। এরূপ সুন্দর চিত্রক হরিণী তিনি বনমধ্যে কখনও দেখেন নাই। ভাগ্য তাঁহার সুপ্রসন্ন। অস্ত্র ত্যাগ করিবার পূর্বেই কুমার আত্মসংবরণ করিলেন। কারণ সেই মুহূর্তে বনমধ্য হইতে অপর একটি শৃঙ্গীমৃগ আসিয়া হরিণীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। চিত্রক হরিণী পরম সোহাগভরে জিহ্বাদ্বারা শৃঙ্গীমৃগের দেহচর্ম লেহন করিতে লাগিল। কুমার অস্ত্রসংবরণ করিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুতে অশ্রুজল ভরিয়া আসিল।

রাজকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মহাআড়ম্বরে তখন চিতোরে বধূবরণ সমাপ্ত হইয়াছে।

পরদিন রাজকুমার ফিরিতেই আয়ীমা তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে আসিলেন, কিন্তু কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার আর সেকথা বলা হইল না। শুধু বলিলেন,—'মহারাণীজীকে সকলেই প্রণাম করিয়াছে শুধু তুমিই বাকি আছ।'

চণ্ডদেব কহিলেন,—'আসিতেছি; তুমি তিলাঞ্জলিকে একবার পাঠাইয়া দাও।' আয়ীমা তিলাঞ্জলিকে পাঠাইয়া দিলেন।

চণ্ডদেব বলিলেন,—'বহীন, জানি তুই আমার উপর রাগ করিয়াছিস; কিন্তু পলায়ন ভিন্ন আমার আর পথ ছিল না। সর্বসমক্ষে ও, অর্থাৎ মাতা আমাকে দেখিলে হয়তো এমন চমকিয়া উঠিত যে কথাটা গোপন থাকিত না। তুই হয়তো জানিস না—বৌদ্ধ বিহারে আমি নিজ পরিচয় দিই নাই। আমাকে সে রাজকুমারের বয়স্য বলিয়া জানে।'

—'জানি।'

—'জানিস্? কেমন করিয়া জানিলি?'

—'রাণীমাতাই বলিয়াছেন। তাঁহার সহিত্ আমার অনেক কথা হইয়াছে। বৌদ্ধ বিহারে সাক্ষাতের সময়েই তাঁহারা আপনার পরিচয় জানিতেন।

শুনিয়া রাজপুত্রই চমকিয়া উঠিলেন। সেদিনকার সমস্ত কথোপকথন, পর্ণার বিদ্রূপ-বক্রোক্তি সকলই মনে পড়িল; মনে পড়িল পর্ণার জঙ্ঘায় পিপীলিকা দংশনের কথাও। তিনি বাহুবদ্ধবক্ষে কক্ষমধ্যে নীরবে পদচারণা করিতেছিলেন। তিলাঞ্জলি কহিল,—'রাজমাতা আপনাকে অবিলম্বে দেখা করিতে বলিয়াছেন।'

তারপর অল্প ইতস্তত করিয়া কহিল,—'যুবরাজ, মাপ করিবেন, আপনি এভাবে পলাইয়া বেড়াইলে সকলের সন্দেহ উদ্রেক করিবে। আপনি স্থির হউন।'

চণ্ডদেব অতঃপর মনস্থির করিয়া তিলাঞ্জলির সহিত রাজকন্যা মধুশ্রীর কক্ষে আসিলেন। রত্নালঙ্কারে মণ্ডিতা নববধূ সূক্ষ্ম চীনাংশুকের ওড়না জড়াইয়া মহামূল্য পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। চণ্ডদেব মনে মনে মহড়া দিতে দিতে আসিলেন। প্রণামান্তে বলিবেন, 'আমাদের মা ছিলেন না, আপনি সে অভাব পূরণ করিলেন।' নতশিরে কক্ষমধ্যে আসিয়া রাজকুমার একজোড়া পদ্মকোরক তুল্য রাতুল চরণে মস্তক স্পর্শ করাইতেই মধুশ্রী শিহরিয়া উঠিলেন। রাজকন্যার অলক্তক রাগ কুমারের ললাটে যেন কঠিন আঘাত চিহ্নের মতই রক্তরেখা আঁকিয়া দিল। ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া মুখস্থের মতো চণ্ডদেব আপন মনোভাব ব্যক্ত করিতে গিয়াও পারিলেন না। রাজ কন্যার সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। তাঁহার আর বাক্য সরিল না। বলির পশু যেমন অন্তিক দৃক্‌পাতে খড়্গধারীর দিকে চাহিয়া জানিতে চায় কেন তাহার এ প্রাণদণ্ড—তেমনি দুইটি আয়ত চক্ষু মেলিয়া পঞ্চদশী রাণীমাতা চাহিয়া আছেন বিংশতিবর্ষ বয়স্ক তাঁহার পুত্রের দিকে। সে দৃষ্টি হইতে ব্যর্থতা, অভিমান, ভালবাসা, প্রতি-হিংসা—কী যে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল জানি না; শুধু জানি অপরাজেয় শক্তিধর যুবরাজ চণ্ডদেব সেই দৃষ্টির সম্মুখে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতই নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তারপর ধীরপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

রাত্রে এই অপরূপ-লাবণ্যবতী কিশোরীর চিবুক ধরিয়া রানা লখা প্রদীপালোকে নববধূকে দেখিলেন। রাজকন্যা নয়নদ্বার মুদিত করিলেন শুধু। রানা লখার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়িল শুধু।

একমাত্র মেবারমহিষী মধুশ্রীর দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছিল কিনা তাহা বুঝি তাঁহার অন্তর্যামীও জানিতে পারিলেন না।

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

উপন্যাস ইচ্ছা করিলে লেখকের লেখনী-ইঙ্গিতে পঞ্চবর্ষের দীর্ঘ সময় এক মুহূর্তে পিছনে ফেলিয়া আসিতে পারে। ইতিহাস পারে

না। তাই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সংক্ষেপে এইস্থলে নিবেদন করা উচিত।

রানা লখার একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। মুকুল। বিবাহের পর হইতেই রানা লখার জীবন যেন নূতন পথে চলিতেছিল। রাজকার্যে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। কুমার রঘুদেব ধার্মিক ও কবি প্রকৃতির মানুষ—তিনিও রাজকার্য বড় একটা দেখিতেন না। অগত্যা চণ্ডদেবকেই রাজকার্যের সমস্ত দায়িত্ব লইতে হইল। সামন্ত সর্দারেরা যুবরাজ চণ্ডদেবের সহিতই যাবতীয় পরামর্শ করিতেন। রানা লখা বস্তুত কিছুই দেখিতেন না। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়পুত্রকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই একদিনের হঠকারিতার কথা দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে তাঁহার মনের গ্লানিটুকু নিঃশেষে মুছিয়া দিয়াছে। বস্তুত মহারাণীর অন্তরতলে যে কোনও গ্লানি আছে তিনি স্পষ্ট বুঝিতেই পারেন নাই। যুবরাজ চণ্ডের সহিত মধুশ্রীর পূর্ব পরিচয় এবং অনুরাগের কথা তিনি, শুধু তিনি কেন, কেহই জানিত না। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইত বটে মধুশ্রীর মনে সুখ নাই—ইহাকে যুবতী রমণীর পক্ষে বৃদ্ধ পতি গ্রহণ করার স্বাভাবিক দুঃখ বলিয়াই তিনি মনকে বুঝাইয়াছিলেন।

বিবাহের পাঁচ বৎসর পর আজ রানা বানপ্রস্থ লইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহার জানা ছিল কুমার চণ্ডদেবই তাঁহার রাজ্যভার লইবার একমাত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তি। একদিনের প্রতিজ্ঞার কথা তাঁহার মনে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু সে বিষয়ে আর কোনও কথাবার্তা হয় নাই। সামন্ত-সর্দারেরাও চণ্ডের একান্ত অনুগত। প্রকৃতপক্ষে আজও তাঁহারা রঘুদেব ও মুকুলকে 'কুমার' বলিয়া সম্বোধন করেন—চণ্ডকে বলেন যুবরাজ! সুতরাং বুঝা যায়, একদিনের অবিমৃষ্য-কারিতায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন চণ্ড, সেটাকে কেহই গুরুত্ব দেয় নাই। সেই ঘটনার দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে আজ রানা লখা নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া মহৎকার্যে তিনি জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন।

গয়াতীর্থ যবন শত্রুর কবলিত; তিনি ধর্মযুদ্ধে যবনদের গয়াতীর্থ হইতে বিতাড়িত করিতে গিয়া প্রাণ দিবেন—ইহাই তাঁহার বাসনা।* সে যুগে এ কথায় কেহ বিস্মিত হইত না। সকলেই রানার এ সাধু সংকল্পে সাধুবাদ দিল। সমস্ত দরবার একবাক্যে রানা লখার জয়ধ্বনি করিল। রানা লখা তখন সামন্ত-সর্দারদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

—'আমার অবর্তমানে যাহাতে আমার সন্তান-সন্ততিরা সিংহাসন লইয়া না বিবাদ করে তাই মেবার ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে আমি রাজ্যের একটি সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে চাই। মহামন্ত্রী, সামন্ত সর্দারগণ, যুবরাজ চণ্ড, কুমার রঘুদেব, সকলেই এ স্থলে উপস্থিত। সর্বসম্মতিক্রমে এখানে সিদ্ধান্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

সকলেই রানার যুক্তি মানিয়া লইলেন।

রানা কহিলেন,—'যুবরাজ চণ্ড! আমার অবর্তমানে তুমিই মেবারের দায়িত্ব লইবে।'

যুবরাজ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া পিতার চরণতলে রাখিলেন—

—'রানা, আমার তরবারি মেবারের জন্য উৎসর্গ করিলাম।'

রানা স্বহস্তে তরবারি চণ্ডের হস্তে তুলিয়া দিলেন, চণ্ড তাহা কোষবদ্ধ করিলেন। রানার বুকের উপর হইতে একটা পাষাণভার নামিয়া গেল। সামন্তসর্দারগণ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। মহামন্ত্রী আনন্দে যুবরাজ চণ্ডকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

রানা কহিলেন,—'আমার অবর্তমানে তুমি যখন মেবারের দায়িত্ব লইলে তখন আমার ধর্মযুদ্ধে প্রাণদান করিতে আর কোনও কুণ্ঠা রহিল না; কিন্তু এখানেই কর্তব্য শেষ নহে। তুমি আমার একমাত্র সন্তান নহ। যুবরাজ, তুমিই বলো, কুমার রঘুদেবকে কোন্ জায়গীর দেওয়া যায়।'

---

* রাজপুত ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের তথা রানা লখার বানপ্রস্থের এ বিচিত্র ব্যবস্থা গ্রন্থকারের কপোলকল্পনা নহে। ঐতিহাসিক সত্য।

—'কৈলোর দুর্গ এবং কৈলোর প্রদেশ। কুমার রঘুদেব এই প্রদেশের শাসনকর্তা হইবেন।'

সকলে সাধুবাদ করিয়া উঠিল। রঘুদেব পিতার চরণধূলি লইয়া স্বীকার করিলেন।

—'আর মুকুল? আমার কনিষ্ঠতম পুত্র? তাহাকে কোন জায়গীর দেওয়া যায়? চণ্ড, তুমি নির্ধারণ করিয়া দাও।'

—'মেবারের সিংহাসন।'

সমস্ত রাজসভা স্তব্ধ! সকলে যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

মহামন্ত্রী কহিলেন,—'সে কি?'

যুবরাজ চণ্ড প্রতিপ্রশ্ন করিলেন,—'ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?'

—'আপনি যে পূর্বেই মেবারের সিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব লইলেন?'

—'সিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব লইয়াছি—সিংহাসনে বসিবার স্বীকৃতি দিই নাই। এ প্রশ্নের মীমাংসা তো পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশ্য রাজসভাতেই হইয়া গিয়াছে, মহামন্ত্রি!'

সভাসদবর্গের সাধুবাদ দিবার কথাও মনে হইল না।

সেনাপতি উপেন্দ্রবজ্র কহিলেন,—'কিন্তু মুকুল বালকমাত্র।'

—'হইতে পারে। গোরা বাদলও যুবক ছিলেন না! প্রপিতামহ হম্বীর যখন মুঞ্জের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন তখন তিনিও বালকমাত্র ছিলেন।'

—'কিন্তু এ যে পাঁচ বৎসরের শিশু!'

—'যুবরাজ মুকুল নিঃসহায় নহেন। মহামন্ত্রীর মতো তাহার পরামর্শ-দাতা আছে, উপেন্দ্রবজ্রের মতো সেনাপতি আছে—চণ্ডের মতো অভিভাবক আছে—যুবরাজ মুকুল নিঃসহায় নহেন।'

এতক্ষণে শতকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠিল।

রানা লখা পাঁচশত অনুচর লইয়া গয়াতীর্থের দিকে জীবনের শেষযুদ্ধ করিতে গেলেন। যাঁহারা বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়াছেন; জীবনে যাঁহাদের আর কোনও আকর্ষণ নাই;—

ধর্মযুদ্ধে তীর্থস্থান অধিকার করিবার জন্য যাঁহারা মহারানার পার্শ্বে থাকিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে চাহেন তাঁহারাই শুধু রানার সঙ্গী হইলেন। যাহারা যাইতে চাহিল রানা সকলকেই সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে স্থান দিলেন। শুধু একজন রাজপুত যোদ্ধাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহার আবেদনে বিস্মিত হইয়া রানা কহিলেন,—'তুমি কেন আসিতেছ? তোমার তো বানপ্রস্থ লওয়ার বয়স হয় নাই।'

রাজপুত রানার চরণতলে পড়িয়া কহিল,—'সংসারের মোহ আমার কাটিয়াছে। দয়া করিয়া আমাকেও আপনার সঙ্গী করিয়া লউন।'

রানা কহিলেন,—'আত্মহত্যা মহাপাপ! তোমার দেহে এখনও প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণই দেখা দেয় নাই। এ বয়সে তো তোমার এ যুদ্ধে আসিবার অধিকার নাই।'

রাজপুত সাশ্রুনয়নে কহিল,—'প্রভু, জগতে আমার কোনও আকর্ষণ নাই। এই বিষময় স্মৃতি আমাকে বিভীষিকার মতো স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া চলিয়াছে। এ দুঃস্বপ্নের অবসান করিতে দিন। আপনার চরণতলে আশ্রয় দিন।'

রাজপুতের বাহুমূল আকর্ষণ করিয়া তাহাকে উঠাইয়া রানা কহিলেন,—'আমার অবর্তমানে মেবারের বিপদ আসিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। মারবাররাজ অতি ধূর্ত; সে আমার প্রস্থানের অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। ইহা ছাড়া আমি শুনিয়াছি উত্তরপথে এক দুর্ধর্ষ যবন বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া হিন্দুস্থান জয় করিতে আসিতেছে। এক্ষণে তো মেবারের পক্ষে তোমার মতো লোকের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহা ভিন্ন যিনি তোমার জীবন বিষময় করিয়াছেন তাঁহার করুণা ভিন্ন আত্মহত্যা করিয়া তো তোমার মুক্তি হইবে না। প্রায়শ্চিত্ত তোমার এখনও বাকী আছে। তুমি ফিরিয়া যাও।'

ঘোষিতেরা শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল, দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। পাঁচশত যোদ্ধা লইয়া রানা লখা জীবনের শেষ সমর করিতে চলিয়া

গেলেন। সমস্ত মেবারী রাজপথে জমায়েত হইল। শুধু সেই প্রত্যাখ্যাত রাজপুত তাহার প্রিয় একটি আসবাগারের নিভৃত কক্ষে চষকের পর চষক মদিরায় ডুবিয়া রহিল।

দরবার রাওয়ালার গল্প শুনিতে শুনিতে পাঠক আমাদের আরাবল্লী পাহাড়ের নওজোয়ানটিকে ভুলিতে বসিয়াছেন দেখিতেছি। কিন্তু এক্ষণে সে অষ্টাদশ বর্ষীয় কিশোর নহে—পূর্ণ যুবাপুরুষ। এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার জীবনেতিহাসে বিশেষ কোন স্বর্ণ-অধ্যায় রচিত হয় নাই। বুদ্ধুদ সামান্য জমিদারী পাইয়াছে। সেকালে বেতনভুক সৈন্য চিতোরের রাজবাহিনীতে থাকিত অল্পই। অধিকাংশই জমি পাইত এবং কোনও সামন্তরাজা অথবা জায়গীরদারের অধীনে বিনা করে অথবা নামমাত্র খাজনা দিয়া জমি ভোগ করিত। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই তাহারা চাষবাস করিত এবং আহেরিয়ার দিন শিকার করিয়া ফিরিত। যেদিন রাজ্যের প্রয়োজনে ভেরী বাজিত সেদিন সকলেই চাষবাস ফেলিয়া সামন্ত রাজার পতাকা তলে সমবেত হইত রানায় সেবায়। সামন্ত রাজগণেরও নিজস্ব পতাকা ছিল। বুদ্ধুদও এমন একটি ভূখণ্ড পাইয়াছিল—কিন্তু চাষবাস সে জানিত না—বিন্ধ্যাচলকে সে জমির উপস্বত্ব দিয়া দিয়াছিল—ভরণপোষণের বিনিময়ে। বস্তুত চিতোর ছাড়িয়া সে গ্রামে যাইতে চাহে নাই। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর তাহার কাটিয়াছে সেই বিরাচ নদীতীরে, নিজ কুটিরে। এই পাঁচ বৎসরে অতি অল্প কয়েকবার মাত্র সে তিলাঞ্জলির সাক্ষাৎ পাইয়াছে। পাইবার কথাও নহে। নির্জন কুটিরে বসিয়া বসিয়া বুদ্ধুদ ভাবিত তিলাঞ্জলিকে লাভ করিবার উপায়। বস্তুত যাহার সহিত অবরোধ-মধ্যে দেখা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব, তাহাকে বিবাহ করা যে সুদূরপরাহত সে বুঝিতে পারিয়াছে। তাহা ভিন্ন তিলাঞ্জলি আর ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকামাত্র নহে। এই দীর্ঘদিনের অসাক্ষাতে তাহার

মন অন্যত্র সরিয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন তাহার সহিত তিলাঞ্জলির প্রভেদটা শুধু সাধারণ সৈনিক ও রাওয়ালার পুরনারীর প্রভেদ নহে, সে আহেরিয়া এবং তিলাঞ্জলি শিশোদীয়া রাজপুত রমণী! অবশ্য পাহাড়ীদিগের সহিত রাজপুতের বিবাহের নজির যে রাজোয়ারায় একেবারে নাই—তাহা নহে। স্বয়ং রানা অরিসিংহও ভীল বালিকা বিবাহ করিয়াছিলেন। রানা হম্বীরের মাতা ছিলেন ভীলবালা।

বিন্ধ্যাচল নিজ জমিদারীতে ফিরিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে নাই—সুতরাং তাহারও ডাক পড়ে নাই। উদয়াচল গোশুন্দা গ্রামেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছে। স্বর্গগত মেহরা সর্দারের যাবতীয় সম্পত্তি সেই দেখাশুনা করে। যাবতীয় সম্পত্তি বলিতে বলা বাহুল্য আত্মজা সমেত। এবং এও বোধহয় বলা বাহুল্য এই উপলক্ষে উদয়াচলের বন্ধুবর্গ মেহরা সর্দারের গৃহে একদিন 'নেওতা' খাইয়াছে।

হিমাচল কিন্তু চিতোরেই আছে। যেস্থলে দিবারাত্রির অধিক সময় অতিবাহিত হয় তাহাকেই যদি বাসস্থল বলা হয় তাহা হইলে আসবাগারের সেই নির্জন কক্ষটিই তাহার আবাসগৃহ।

শতভিষা এবং তাহার সঙ্গীর আর সাক্ষাৎ পায় নাই বুদ্বুদ! সেই রাত্রেই তাহারা চিতোর ত্যাগ করিয়াছিল বটে কিন্তু মান্দোরে যায় নাই—কারণ বুদ্বুদ গোপনে মান্দোরে গিয়া সন্ধান লইয়া জানিয়াছে যে মান্দোরে তাহারা ছিল না।

বস্তুত শতভিষা এবং মীনকেতন চিতোর হইতে দিল্লী গিয়াছিল। সামান্য মারবার যুবরাজের পার্শ্বচর হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া তৃপ্ত থাকিবার লোক নহে মীনকেতন। সে বিশ্বাস করিত তাহার তীক্ষ্ণধী, অপূর্ব কূটবুদ্ধি, অদ্ভুত অসিশিক্ষা একমাত্র কোন রাজার পক্ষেই মানায় এবং সে রাজার রাজ্যসীমা ক্ষুদ্র মারবার মরুভূমির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিলে তাহার তৃপ্তি নাই। মীনকেতন দিল্লীর পাঠান সুলতানের স্নেহভাজন হইয়াছিল। পাঠান সুলতান

ফিরোজ শাহ্ অবশ্য রাঠোরসর্দার মীনকেতনকে চিনিতেন না—তিনি চিনিতেন দাস-ব্যবসায়ী মীরকাশিমকে। প্রতি বৎসরই তাঁহার হারেমে এই যবনটি সারা ভারতবর্ষ হইতে সুন্দরী নারীরত্ন পৌঁছাইয়া দিত। গুর্জর, কান্দাহার এমন কি সুদূর পারশ্যদেশীয় ললনাদের সুকৌশলে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া আসিত সে সুলতানের নিকটে। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছিল এই পাঠান ও তাহার সহধর্মিণী নৃত্যগীত-পারদর্শিনী শাৎভি বিবির উপর। ইহারা যখন তাহার কাছে রাজপুতানা বিজয়ের প্রস্তাব করিল—গোপনে সকল ষড়যন্ত্র করিবার আবেদন করিল তখন সুলতান মুগ্ধ হইলেন। রাজপুতানার হিন্দুরাজ্যগুলির উপর তাঁহার বরাবরই লোভ ছিল। সুলতান আলাউদ্দিনের পর রাজস্থান বিজয়ের প্রচেষ্টা আর কেহ করে নাই। সুলতান রাজস্থানের যাবতীয় গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠাইলেন মীরকাশেম ও তাহার বিবিকে। খবর সংগ্রহ করিয়া চিতোর হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিন্তু মীনকেতনের মুখ শুকাইল। সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ইতিপূর্বেই মারা গিয়াছে। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতণ্ডা। ইহা ভিন্ন উত্তরাঞ্চল হইতে এক দুর্ধর্ষ মঙ্গোলীয় সর্দারের ভারত আক্রমণের গুজব রটিয়াছে। ভারত আক্রমণ অর্থ দিল্লী আক্রমণ। শতভিষা এবং মীনকেতন অবস্থা বেগতিক বুঝিয়া ঘুরপথে মান্দোরে ফিরিয়া চলিল।

রাজনৈতিক পরিবেশের দিক হইতে মেবারের দ্রুত পরিবর্তনগুলি বুদ্বুদ লক্ষ্য করিতেছিল ঠিকই। রানা লখা চলিয়া গিয়াছেন। রঘুদেব নিজ জায়গীর দেখিতে কৈলোর দুর্গে চলিয়া গেলেন। মেবারের রাজকার্যের সমস্ত দায়িত্ব এখন যুবরাজ চণ্ডদেবের। গিলোট রাজবংশের সিংহাসনে স্বর্ণসূর্যলাঞ্ছিত পতাকার নিম্নে পঞ্চবর্ষীয় শিশুটি গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে ;—তাহারই পদতলে একটি মখমলের কামদার গালিচায় আচ্ছাদিত আসনে বসিয়া

চণ্ড দরবারের অমাত্যবর্গের অভিযোগ উপদেশ শোনেন। প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের দূতের বক্তব্য শোনেন—রানার ফরমান ছকিয়া দেন। সকল ফরমানে সহি করেন রানা মুকুল—কিন্তু চণ্ডের বল্লম-অঙ্কিত সীলমোহর না পড়িলে সে ফরম্যানের কোনও মূল্য নাই। এ ব্যবস্থা স্বয়ং রানা লখাই করিয়া গিয়াছেন।

রানা লখার অন্তর্ধানের পরে নবীন রানার মাতুল রাজমাতার আহ্বানে চিতোরে আসিলেন। সম্মানিত অতিথিকে সমাদর দেখাইতে একটি ভবন তাঁহাকে নির্দেশ করা হইল। বুদ্বুদ লক্ষ্য করিল মাতুল আসিলেন সাড়ম্বরে, বাস করিতেও লাগিলেন মহানন্দে; ফিরিয়া যাইবার নামও করিলেন না। উপরন্তু অনতিবিলম্বে রাও রণমল্লও আসিয়া দৌহিত্রের তদারক শুরু করিলেন। বুদ্বুদ ভাবিল রাজ্যের ভাগ্য দ্রুত বদলাইতেছে। সকলের ভাগ্যের উত্থান পতন থাকে—শুধু তাহার ভাগ্যই স্থির হইয়া আছে। দেওয়ানী ফৌজে উন্নীত হইবার কোনও সম্ভাবনাই দেখা দেয় নাই ইতিমধ্যে।

এই সময় সহসা একদিন বুদ্বুদের আহ্বান আসিল। স্বয়ম্ভুর হস্তে পত্র দিয়া দুর্গমধ্যে তাহাকে দেখা করিতে লিখিয়াছে তিলাঞ্জলি। বুদ্বুদ উৎফুল্ল হইল। আজ একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। তিলাঞ্জলি যদি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী থাকে তবে কি উপায়ে এই বিবাহ সম্ভব হইবে তাহাও তাহাকে জানিতে হইবে।

রাত্রিকালে স্বয়ম্ভু তাহাকে লইয়া দুর্গ মধ্যে সেই মীনার চূড়ায় আসিল। দীর্ঘদিন পরে বুদ্বুদ দেখিল তিলাঞ্জলিকে। বিদ্যুল্লতার মতো সঞ্চরমান ত্রয়োদশী লতিকা নহে—পূর্ণাবয়ব যুবতীর সম্মুখে সে যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া গেল। তিলাঞ্জলির কথাবার্তাতেও কেমন যেন গাম্ভীর্য আসিয়াছে। আজ প্রায় তিন বৎসর পরে উভয়ের সাক্ষাৎ।

বুদ্বুদও আর কিশোর নহে। পূর্বেকার মতো উচ্ছ্বাসে আবেগে, সে তিলাঞ্জলির করগ্রহণ করিল না। কহিল—'আমাকে ডাকিয়াছ কেন?'

—'আমি তোমাকে ডাকিয়াছি বলিয়া তুমি কি বিরক্ত হইয়াছ ?'

—'বিরক্ত ? না, ডাকিয়াছ বলিয়া বিরক্ত হই নাই—বরং এতদিন ডাক নাই বলিয়া দুঃখিত ছিলাম। কিন্তু মনে হইতেছে প্রথমবার তুমি যেমন আমাকে শুধু কাজের জন্য ডাকিয়াছিলে আজও তেমনি শুধু কাজের জন্যই স্মরণ করিয়াছ।'

—'প্রয়োজনেই তো লোকে বন্ধুকে স্মরণ করে।'

—'না ! প্রয়োজনে শুধু ভৃত্যকেই স্মরণ করে লোকে—বন্ধুকে উৎসবে এবং ব্যসনে উভয় দিনেই স্মরণ করার কথা।'

—'উৎসব তো ইতিমধ্যে এখানে হয় নাই—তবে শীঘ্রই একটি হইবে, তখন বন্ধুকে স্মরণ করিব।'

—'উৎসব ? কি উৎসব ?'

তিলাঞ্জলি জবাব দিল না, নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ছিল।

—'বুঝিয়াছি ! আমি ইতিপূর্বেই ও আশঙ্কা করিয়াছিলাম। বস্তুত এতদিন কোনও রাজপুতানীই অবিবাহিত থাকে না—তুমি বা কি করিয়া ছিলে ভাবিয়া আমার বিস্ময় জন্মিত। তাই কি আমায় স্মরণ করিয়াছ ?'

—'উৎসবের দিনে বন্ধুকে স্মরণ করিব না ?' মাথা না তুলিয়াই তিলাঞ্জলি জবাব দিল। বুদ্বুদের আপাদমস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল। তাই আজ তিলাঞ্জলি তাহাকে বিদ্রূপ করিতে, অপমান করিতে ডাকিয়াছে। তিলাঞ্জলির জন্ম শিশোদীয় বংশে—বড় ঘরেই তাহার বিবাহ হইবে। হয়তো কোন বড় ঘরের যুবক—কোন বড় জায়গীরদারও হইতে পারে। তাই আজ আহেরিয়া স্তাবকটিকে ডাকিয়া সে উৎসবের ইতিহাস শুনাইতেছে। বুদ্বুদের বুকের ভিতর জ্বালা করিতেছিল। মনোভাব গোপন করিয়া সে বলিল,—'পাত্র কি করেন ?'

—'রাজপুতানার একজন রাজা।'

—'রাজা ? বড় জায়গীরদার ?'

—'বড় জায়গীরদারকে রাজা বলে না। তিনি রাজাই।'

—'ও !'

উভয়েই নীরব।

বুদ্বুদ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল,—'এ আনন্দের সংবাদে তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। এ কথা আমাকে ডাকিয়া শুনাইবার প্রয়োজন ছিল না। রাওয়ালার এ গোপন সংবাদ রাজরক্ষীদের কর্ণে ঠিক সময়েই পৌঁছিত। ইতরজন মিষ্টান্ন পাইয়াই ধন্য।'

তিলাঞ্জলি কোনও জবাব দিল না। নতনেত্রে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বুদ্বুদের কেমন সন্দেহ হইল। চিবুক ধরিয়া তুলিতেই চন্দ্রালোকে দেখিল তিলাঞ্জলির তিলচিহ্ন-লাঞ্ছিত কপোল বাহিয়া নিমীলিত আঁখিপল্লব হইতে দুইটি জলের ধারা নামিয়াছে। তিলাঞ্জলি কাঁদিতেছে। বুদ্বুদ তাহার করপদ্ম গ্রহণ করিতেই ছিন্নমূল লতার মতো তাহার কবাট বক্ষে তিলাঞ্জলি মুখ লুকাইল।

তবে তো তিলাঞ্জলি তাহাকে আজও ভালবাসে। রাজেন্দ্রাণী হইবার আকর্ষণেও তো তিলাঞ্জলি তাহার সামান্য প্রেমিক সৈনিককে ভোলে নাই। বুদ্বুদই তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিল। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া বুদ্বুদ তিলাঞ্জলিকে নিজ পার্শ্বে বসাইল। ধীরে ধীরে তাহার নিকট সমস্ত শুনিয়া তাহার রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল। দরবার রাওয়ালার অভ্যন্তরে যে এতকাণ্ড চলিতেছে, সে সামান্য রক্ষী, বাহির হইতে তাহার বিন্দুমাত্র সংবাদ পায় নাই।

গত পাঁচ বৎসরের ভিতর যুবরাজ চণ্ডের সহিত মুকুলজননীর একবারও বাক্যবিনিময় হয় নাই। উভয়েই উভয়কে পরিহার করিয়া চলিতেন। রানা লখার মৃত্যু-সংবাদ আসিবার পর হইতে রাণী বৈধব্য বেশ পরিতেন। তাঁহাকে সহ-মরণে যাইতে স্পষ্ট নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন রানা লখা। চণ্ড প্রত্যূষে উঠিয়াই কুমার মুকুলকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। পঞ্চবর্ষীয় কুমারের সহিত বিংশতি বর্ষীয় কুমার অসিযুদ্ধ করিতেন। বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেলা এক প্রহর হইলে উভয়ে ফিরিতেন। তখন দরবার বসিত। দুইভায়ে

দরবারে রাজকার্য চালাইতেন। মধ্যাহ্নে মুকুল জননীর নিকট আসিতেন। পুনরায় বৈকালে কুমার চণ্ড শিশুরানাকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। চণ্ড মুকুলকে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি মুকুলকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিতে মনোনিয়োগ করিলেন। এইভাবেই মেবারের রাজপুত্রেরা যুগে যুগে মানুষ হইয়াছে। চণ্ড নিজেও হইয়াছেন। কিন্তু রাও রণমল্ল এবং যোধরাও মুকুলজননীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিলেন। জিনিসটা তাঁহারা সুনজরে দেখিতে পারিলেন না। মধুশ্রীকে তাঁহারা বুঝাইলেন চণ্ডের উদ্দেশ্য এইভাবে অস্ত্রশিক্ষা দিতে দিতে আকস্মিক দুর্ঘটনার ছলনা করিয়া মুকুলজীকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দেওয়া। বস্তুত দুই কুমার যখন বনেজঙ্গলে রক্ষকবিহীনভাবে শিকারের সন্ধানে যান তখন এইরূপ দুর্ঘটনার মনগড়া কাহিনী রচনা করা কঠিন হইত না।

বুদ্ধুদ অধীর হইয়া প্রশ্ন করিল,—'রাণীমা বিশ্বাস করিলেন? আমাদের দেবতুল্য যুবরাজ চণ্ডদেবকে তিনি অবিশ্বাস করিলেন?'

তিলাঞ্জলি কহিল,—'হ্যাঁ, কারণ এই সময় অসিশিক্ষার আসরে সত্যই অতর্কিতে যুবরাজের অসির সূচ্যগ্র আঘাতে মুকুলজীর কণ্ঠে একটা ক্ষত হইল। আঘাত আরও একটু গুরুতর হইলে রানার মৃত্যুও অসম্ভব হইত না। এই আঘাতের পরই রাণীমা মুকুলজীর অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা রদ করিলেন।'

বুদ্ধুদ উত্তেজিত হইয়া কহিল,—'অতি নীচ মন তোমাদের রাণীমার।'

—'চুপ! ও কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করিও না।'

—'কেন করিব না, লক্ষবার করিব। যুবরাজের অস্ত্রাঘাতে স্বচক্ষে মুকুলজীকে হত হইতে দেখিলেও আমি বিশ্বাস করিতাম না, চণ্ডদেব এই দুরভিসন্ধি লইয়া স্বহস্তে মুকুলজীকে বধ করিলেন।'

—'তোমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা উঠে না। শুনিয়া রাখ রাণীমা বিশ্বাস করিয়াছিলেন।'

—'তাই তো বলিতেছিলাম—তোমাদের রাণীমার মন অতি নীচ।' তিলাঞ্জলির ওষ্ঠাধরে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

—'হাসিতেছ কেন?'

—'হাসিতেছি কারণ তুমি ভুল বলিতেছ বলিয়া।'

—'ভুল বলিতেছি? রাণীমার সন্দেহ নীচ মনের পরিচয় দেয় না?'

—'না!'

—'না? তুমিও বিশ্বাস কর।' বুদ্বুদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

তিলাঞ্জলি তাহার বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল,—

—'তুমি আসল কথাটাই ভুলিয়াছ। মারবার রাজকন্যা মধুশ্রী একদিন যুবরাজকে ভালবাসিয়াছিলেন।'

—'সে তো জানি। তাই কি?'

—'ভালবাসাটাই হয়ত ভুল। ভালবাসিলেই মানুষে সহজে ভুল বুঝে, ভুল করে। রাণীজীর অন্তরের অব্যক্ত ভালবাসার কোন মর্যাদাই দিলেন না যুবরাজ। ভ্রান্ত আত্মাভিমানে রাণীজীর জীবন ব্যর্থ করিয়া দিলেন। রাণীজীর নিরুদ্ধ ভালবাসা অন্তরে এতদিন গুমরিয়া মরিতেছিল—তিনি আঘাতই পাইয়াছেন—প্রতিঘাত করিতে পারেন নাই। তাই সহজেই তিনি ভুল করিলেন।'

—'তাই বলিয়া এত বড় ভুল? যাহাকে এত ভালবাসিতেন—'

—'তাই হয়। তুমিও তো একজনকে অত্যন্ত ভালবাসিতে। যেই শুনিলে কোন রাজার সহিত তাহার বিবাহ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে—এবং নিভৃতে সে তোমাকে সেইকথা ডাকিয়া জানাইতেছে—অমনি তুমি ভুল করিলে। ভাবিলে, তোমাকে অপমান করিবার জন্যই সে তোমাকে নির্জনে ডাকিয়াছে। ভালবাসাটাই হয়তো ভুল—ভালবাসিলেই সকলে সহজে ভুল করে।'

বুদ্বুদ লজ্জিত হইল। কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য। তবুও সে বলিল,—

—'কিন্তু রাণীমা কেন ভাবিলেন দুঃখ তিনি একাই পাইয়াছেন? যুবরাজ চণ্ডদেবের জীবনও যে ব্যর্থ হইয়া গেল একথা কেন তাঁহার মনে পড়িল না।'

—'পড়ে না। যাহাকে ভালবাসিয়াছি সে যদি ভালো না বাসে তাহাও বুঝি সহ্য হয়—কিন্তু যাহার ভালবাসা পাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি সেইখান হইতেই আঘাত আসিলে মানুষ সব ভুলিয়া যায়। অপর পক্ষও যে অনুরূপ দুঃখ পাইতে পারে একথা মনে পড়ে না।'

বুদ্বুদ ভাবিতেছিল, এই অষ্টাদশী কুমারী কি প্রেমের সবশিক্ষা শেষ করিয়াছে! এতকথা তো সে কখনও ভাবে নাই। অল্প থামিয়া তিলাঞ্জলি কহিল,—'যদি পড়িত তবে তুমিও দেখিতে পাইতে রাজেন্দ্রাণী হইবার সম্ভাবনায় আমারও অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে—তোমারই মতো।'

বুদ্বুদ তিলাঞ্জলির করাঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতেছিল, কহিল,—

—'তারপর বল।'

—'তারপর হইতে চণ্ডদেব যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেলেন। যন্ত্রের মতো সমস্ত কার্য করিয়া যান। একবার সামন্ত সর্দারগণকে নিভৃতে ডাকিয়া তিনি বিদায় চাহিয়াছিলেন। সর্দারেরা তাঁহাকে বিদায় দিতে স্বীকৃত হয় নাই—কারণ তাঁহারা দেখিতেছিলেন মেবারের সিংহাসনের উপর ধূমকেতুর করাল ছায়া পড়িয়াছে।'

—'ধূমকেতুর করাল ছায়া? সে কি?'

—'দেখিতেছ না? মারবাররাজ রাও রণমল্ল, যুবরাজ যোধা ফিরিবার নাম করিতেছেন না। রানার নিকট আত্মীয়গণ আপনা হইতে না গেলে কেহ তাঁহাদের চলিয়া যাইতে বলিতে পারে না। অথচ তাঁহারা জাঁকাইয়া বসিতেছেন। অভিমান করিয়া চণ্ডদেব রাজকার্যে অবহেলা করিলে রণমল্ল রানার স্বার্থ দেখিতে ছুটিয়া আসেন।'

'বুঝিলাম! কিন্তু তুমি তো শুধু রাজনীতির কথাই বলিতেছ। তোমার কথা বলিতেছ না কেন?'

—'আমার কথা কি বলিব?'

—'তুমি কোথাকার রাজপরিবার আলোকিত করিতে চলিয়াছ?'

—'মেবারের রাওয়ালা হইতে মারবারের রাওয়ালায়।'

—'সে কি! যুবরাজ যোধা?'

—'না।'

—না? কিন্তু রাও রণমল্লের তো আর বিবাহের উপযুক্ত পুত্র নাই।'

—'সুতরাং।'

—'সুতরাং?'

—'রানা লখার সহিত রাও রণমল্ল আজীবন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রেই রানা লখার উপর টেক্কা মারাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার রাজ্যও আজ গ্রাস করিতে আসিয়াছেন। শুধু বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করার প্রতিযোগিতাতেই তিনি পরাজিত হইবেন?'

—'রাও রণমল্ল! পলিতকেশ, বৃদ্ধ রাও রণমল্ল! তোমাকে?'

বুদ্বুদ উঠিয়া দাঁড়াইল। পুনরায় তিলাঞ্জলি তাহাকে বস্ত্রপ্রান্ত ধরিয়া বসাইল। রাজমাতাই বর্তমানে রাওয়ালার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। পাত্রীপক্ষের অভিভাবিকা। তিনি এ বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। বস্তুত রাণীমাতা যেন দুনিয়ার উপর প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছেন—না হইলে যে সর্বনাশ তাঁহার নিজের হইয়াছে সেই সর্বনাশই অপর কাহারও ভাগ্যে আরোপিত করিতেন না। যুবরাজ চণ্ডদেবকে একথা এখনও জানান হয় নাই। চণ্ড অধিকাংশ সময়ই পথে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান—যখন গৃহে ফিরিয়া আসেন তখন তাঁহার মুখ দেখিয়া আর নূতন আঘাত দিতে তিলাঞ্জলির মন সরে না। তাহা ভিন্ন সে জানে চণ্ডদেব তাহার অভিভাবক নহেন—রাওয়ালার অধিকার রাজমাতার। আয়ীমা পর্যন্ত একথা এখনও জানেন না।

বুদ্বুদ কহিল—'এক্ষণে কি করতে চাও? আচ্ছা আমি যদি তোমাকে লইয়া পলাইয়া যাই?'

—'সে সম্ভব নহে। এ রাজ অবরোধ হইতে পলাইয়া যাওয়া অসম্ভব। তাহা ভিন্ন সমস্ত রাজপুতানার মধ্যে আমাদের কে আজ

আশ্রয় দিবে ?···আমি অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করিতেছি। যথা-সময়ে তোমাকে জানাইব।'

—'ইতিমধ্যে যদি কিছু হয়—যদি দুই একদিনের মধ্যেই বিবাহ ব্যবস্থা হইয়া যায় ?'

—'তাহা হইবে না। উহারা এখন চণ্ডদেবকে লইয়া ব্যস্ত। প্রথমে চণ্ডদেবকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিবে। তারপর আমার দিকে মন ফিরিবে। তাহা ভিন্ন যুবরাজ উপস্থিত থাকিতে উহারা এতটা সাহস পাইবে না।'

—'যদি পায়।'

—'তাহা হইলে আমি তোমাকে সংবাদ দিব এবং পলায়নের শেষ চেষ্টা করিব। স্বয়ম্ভু আমাদের সহায়। প্রয়োজন হইলে যুবরাজ চণ্ডদেবকেও সব কথা জানাইব।'

এই কথাই স্থির করিয়া উভয়ে বিদায় লইল। যাইবার সময়ে বুদ্বুদ সহসা কহিল,—আমরা যদি কুমার রঘুদেবের আশ্রয়ে কৈলোর দুর্গে আশ্রয় লই ?'

—'রঘুদেব পরম ধার্মিক, এ বিবাহে তিনি সম্মত হইবেন না।'

—'কেন ?'

—'কারণ তুমি রাজপুত নহ।'

নত মস্তকে বুদ্বুদ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

কয়দিন বুদ্বুদ তাহার গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইল না। কি জানি যদি স্বয়ম্ভু তিলাঞ্জলির অন্তিম আহ্বান লইয়া আসে; তাহাকে গৃহে না দেখিয়া ফিরিয়া যায়। তিলাঞ্জলিকে উদ্ধার করিবার নানা উপায় ভাবিতে ভাবিতে তাহার দিনগুলি অতিবাহিত হয়। উদ্ধারের যেসব পরিকল্পনা তাহার মাথায় আসে সবগুলিই রোমাঞ্চকর বটে কিন্তু প্রত্যেকটিই উদ্ভট এবং অসম্ভব। এ বিষয়ে হিমাচলের সহিত একটা পরামর্শ করিবে কিনা অনেকবার ভাবিয়াছে। হিমাচলও তিলাঞ্জলিকে যথেষ্ট স্নেহ করে।

উপরিলিখিত ঘটনার পর আন্দাজ একপক্ষকাল অতীত হইলে একদিন অতি প্রত্যূষে বুদ্বুদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দ্বারে কে যেন করাঘাত করিতেছে। দ্বার উন্মোচন করিয়া বুদ্বুদ দেখিল হিমাচল। দীর্ঘদিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া সে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেল—কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিল গুরুতর কিছু হইয়াছে।

বুদ্বুদ কহিল,—

—'কি হইয়াছে হিমাচল ?'

—'এক্ষুণি তৈয়ার হইয়া লও। আমাদের দূরদেশে যাইতে হইবে।'

—'দূরদেশে ? কিন্তু এক্ষণে তো আমার পক্ষে চিতোর ত্যাগ করা অসম্ভব।'

—'অসম্ভব ? কেন ?'

—'ব্যক্তিগত কারণে !'

—'বুদ্বুদ। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন বলিয়া কিছু নাই। ভুলিও না, মেবারের জন্য আমরা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। দেওয়ানী ফৌজের প্রত্যেকটি সৈনিকের জীবন তাহার নিজের জন্য নহে।'

বুদ্বুদ বলিল না—সে দেওয়ানী ফৌজভুক্ত নহে। কহিল,—'কি হইয়াছে আমাকে বল।'

—'বলিব, কিন্তু একবিন্দু সময় নষ্ট করিতে পারিব না। আমাকে এক্ষুণি যাইতে হইবে। তুমি যদি আইস তবেই পথে তোমাকে সব কথা বলিতে পারি।'

বুদ্বুদ উঠিল। তৈয়ার হইতে হইতে বলিল,—'তোমার সহিত পথে নামিতেছি। কিন্তু মাপ করিও সর্দার, তোমার সহিত নিরুদ্দেশে যাইতে পারিব না। পথে তোমার বিপদের কথা শুনিয়া আমি প্রত্যাবর্তন করিব।'

হিমাচল আপত্তি করিল না। সে ধ্রুব জানিত তাহার বক্তব্য শোনার পর বুদ্বুদ আর প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

উভয়ে অস্ত্রসজ্জা করিয়া অশ্বারোহণে বাহির হইল। হিমাচলের বক্তব্য শুনিয়া সত্যই বিচলিত হইল বুদ্বুদ। এই এক পক্ষকালের মধ্যে মেবারের ভাগ্যচক্র আর এক পাক ঘুরিয়াছে।

সেদিন কোনও কারণবশত যুবরাজ চণ্ডদেবের সারারাত্র নিদ্রা হয় নাই। পরদিন তিনি অসুস্থ বোধ করায় দরবারে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি আজ আসিতে পারিবেন না। সুতরাং দরবার বসিবে না। দরবারে তখন সমস্ত সামন্তরাজগণ, মহামন্ত্রী, যোধরাও, রাও রণমল্ল সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মহামন্ত্রী তখন বলিলেন,—'তাহা হইলে আজ দরবার বসিতে পারে না।'

সহসা যোধরাও অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

উপেন্দ্রবজ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি হাসিলেন কেন?'

—'হাসির কথায় হাসিব না? আমাদের ধারণা ছিল মেবার শাসন করেন—মেবারের রানা। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে দরবার বসিবে না এটা হাস্যকর কথা নহে?'

উপেন্দ্রবজ্র নীরব হইলেন।

মহামন্ত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন,—'মহামতি চণ্ডদেবের সীলমোহরাঙ্কিত না হইলে রানার ফরমান তো সিদ্ধ হইবে না—'

যোধরাও কহিলেন,—'সিংহাসনে না বসিয়াও তাহা হইলে রানাগিরি করা চলে।'

এ বক্রোক্তি সহ্য করিতে হইল সকলকে।

রাও রণমল্ল কহিলেন,—'এতগুলি লোক সমবেত হইয়াছে। অনেক প্রার্থীও আছে। তাহাদের আর্জি রানা শুনিতে পারেন। তাঁহার ফরমানও জারী হইতে পারে। অবশ্য চণ্ড অনুমোদন না করিলে কি হইবে সে পরের কথা। কিন্তু এই সামান্য অজুহাতে রানা এতগুলি দূরদেশ হইতে সমাগত প্রার্থীকে বিমুখ করিবেন ইহাও তো শোভন নহে।'

মহামন্ত্রী কহিলেন,—'কিন্তু তিনি না থাকিলে রানা কি স্থির হইয়া সিংহাসনে বসিবেন? দাদাকে ছাড়া আর কাহাকেও উনি—'

বাধা দিয়া রাও রণমল্ল বলিলেন,—'কেন বসিবে না। দাদু এস তো। বৃদ্ধ রাও রণমল্ল উঠিয়া গিয়া বালকের বাহুমূল ধরিলেন। বালক বিহ্বল হইয়া চারিদিকে চাহিল শুধু। বালককে জানুর উপর লইয়া রাও রণমল্ল সিংহাসনের উপর উঠিয়া বসিলেন। দৃশ্যটা অনেকেরই মনোমত হইল না।

সামন্ত সর্দারগণ অধোবদন হইলেন। উপেন্দ্রবজ্র ধীর পদ-বিক্ষেপে দরবার ত্যাগ করিলেন। মহামন্ত্রী ভ্রূকুটি-ভঙ্গি করিলেন। রানা সিংহাসনে বসিতেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভাটগণ রানার বন্দনা সংগীত গাহিল।

মহামন্ত্রী বুঝিলেন, এস্থলে অপমান সহ্য করিয়া রাজকার্য চালাইয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য।

ধীরে ধীরে প্রার্থীরা আপন বক্তব্য পেশ করিতেছিল। রাজকার্য ঠিকমত চলিয়াছে। সিংহাসনের ঠিক নিম্নের একটি কাষ্ঠাসন যে শূন্য পড়িয়া রহিল তাহা হয়তো কাহারো খেয়াল হইল না। কিন্তু বৃদ্ধ রণমল্ল অন্যমনস্কভাবে নিম্নস্থিত সেই আসনে একটি চরণ স্থাপিত করিয়া আরাম করিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই বালক বলিল,—

—'ওখানে পা রাখিও না। ওটায় দাদাভাই বসে।'

বৃদ্ধ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন,—'চুপ চুপ দাদাভাই। কথা বলিতে নাই, দরবার হইতেছে।'

—'তা হউক তুমি পা নামাও।'

রণমল্ল বিনাবাক্যব্যয়ে পা নামাইয়া লইলেন।

বালক স্থির হইল।

দরবার প্রহরখানেক অতিবাহিত হইলে উপেন্দ্রবজ্রের নিকট সংবাদ পাইয়া চণ্ডদেব স্বয়ং আসিলেন। দ্রুতপদে অসুস্থ শরীরে তিনি দরবারে আসিয়া প্রবেশ পথেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মাথার মধ্যে টলিয়া উঠিল। মুকুলজী কখন সকলের অলক্ষ্যে মাতামহের ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া নিম্নের কাষ্ঠাসনের উপর

খেলা করিতেছেন। শিশোদীয় রাজবংশের স্বর্ণসিংহাসনে গিলোট বংশের রাজছত্রতলে মারবারের নৃপতি রাও রণমল্ল বসিয়া নিজেই প্রার্থীদের বক্তব্য শুনিতেছেন।

তাঁহার অনুপস্থিতিতে এবং আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দরবার কেন করা হইল এই কৈফিয়ত তলব করিতেই আসিয়াছিলেন চণ্ডদেব—কিন্তু এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সর্বশরীরে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল। তিনি সকলের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন—কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু তাঁহার দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়িল রাও রণমল্লের। তিনি রাজকুমারের দৃষ্টির ভিতর কি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন। সমস্ত দরবার তখন তাঁহাকে দেখিয়াছে। কাহারও মুখে বাক্য সরিতেছে না।

সহসা যোধরাও কহিলেন,—'কি হইল? দরবার চলুক।'

যুবরাজ চণ্ডদেব একটিও কথা কহিলেন না। মত্তপের মত টলিতে টলিতে দরবার কক্ষের দ্বার হইতেই ফিরিয়া গেলেন।

যোধরাও কহিলেন, 'পিতা, রানাকে ক্রোড়ে লইয়া বসুন।'

কিন্তু রণমল্লের আর সাহস হইল না। চণ্ডদেবের তৃতীয় নয়নের আগ্নেয়গিরি তিনি চকিতের মধ্যে দেখিয়া লইয়াছেন। সামন্ত সর্দারদের মূর্তি দেখিয়াও বুঝিলেন একদিনে এত বাড়াবাড়ি করা ঠিক হইবে না। যোধরাও কিন্তু নাছোড়বান্দা। কহিলেন,—'মাঝপথে তো সহসা দরবার শেষ হইতে পারে না। মুকুল উঠিয়া বস।' মুকুলকে তিনি উঠিয়া সিংহাসনে বসাইলেন।

সামন্তসর্দারেরা পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। কিছু বলা উচিত হইবে কিনা কেহই যেন স্থির করিতে পারিলেন না। মহামন্ত্রী মস্তক অবনত করিলেন।

সহসা অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এক বৃদ্ধা। মুকুলের বাহু আকর্ষণ করিয়া কহিলেন,—'রানা, আপনি ভিতরে আসুন। দরবার শেষ হইয়াছে।'

যোধরাও গর্জন করিয়া উঠিলেন,—'তুমি কোন্ অধিকারে মুকুলের

গাত্র স্পর্শ কর?' বৃদ্ধা আয়ীমাতা ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। মহামন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'মহামন্ত্রিজী! আমি কোন্ অধিকারে মেবারের মহারানার গাত্রস্পর্শ করি এ প্রশ্নের জবাবটা আপনিই দিবেন। মারবারের কুমার হয়তো আমার পরিচয় জানেন না। হয়তো তিনি জানেন না, সমগ্র রাজস্থানে রানার গাত্রস্পর্শ করিবার আমারই আছে অগ্রাধিকার। জননীর জঠর হইতে জন্মলাভ করিলে মাতা ধরিত্রী রানার গাত্রস্পর্শ করিবার পূর্বেই আমি মহারানার গাত্রস্পর্শ করিয়াছি। এ অধিকার আমার বংশানুক্রমিক অধিকার। কিন্তু মহামন্ত্রিজী! অধিকারের প্রশ্ন যখন উঠিল, তখন আপনি বলিতে পারেন, মারবারের রাজকুমার সিংহাসনে আসীন মেবারের মহারানাকে 'রানা' সম্বোধন না করিয়া কোন্ অধিকারে নাম ধরিয়া ডাকেন?'

কোন প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আয়ীমা রানাকে ক্রোড়ে তুলিয়া দৃপ্তপদক্ষেপে দরবার ত্যাগ করিয়া গেলেন। মুখ মসীবর্ণ করিয়া যোধরাও এবং রাও রণমল্ল সভাকক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বুদ্বুদ কহিল,—'তারপর?'

—'তারপর সবকথা আমি জানি না—তিলাঞ্জলির নিকটে যেটুকু শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি।'

—'তিলাঞ্জলির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? কোথায়?'

—'সেকথা অবান্তর। শোন।'

অতঃপর হিমাচল বলিল, যোধরাও এবং রণমল্ল অপমানে কম্পিত কলেবরে দরবার হইতে সোজা রাণীমাতার কক্ষে আসিলেন। রাণীমাতা প্রস্তর প্রতিমার মত বসিয়াছিলেন। যোধরাও কহিল,—

—'মধুশ্রী, তোমাদের শিশোদীয়া ধাত্রী আমাদের যার-পর-নাই অপমান করিয়াছে।'

রাণী কোনও প্রত্যুত্তর করিলেন না।

—'অবিলম্বে ঐ উদ্ধত ধাত্রীর শাস্তির ব্যবস্থা না করিলে আমরা মান্দোরে ফিরিয়া যাইব।'

রাণী কহিলেন,—'কবে ?'

—'কি কবে ?'

—'কবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে ?'

যোধরাও হতবাক্ হইলেন। রণমল্ল কহিলেন,—'তুমি ধাত্রীর অন্যায় প্রশ্রয় দিতেছ ?'

—'আয়ীমা তো অন্যায় করে নাই। সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারানাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিবার সত্যই তো রাজওয়ারার কোনও রাজপুত্রের নাই।'

রণমল্ল কহিলেন,—'রানা কি যোধার ভাগিনেয় নহে ?'

—'যতক্ষণ সিংহাসনে আছেন ততক্ষণ তিনি মেবারের রানা। তাহা না হইলে ছোট ভাইয়ের পদতলে বড় ভাই কখনও রাজ্য পরিচালনা করে না—রানা বলিয়াই করে।'

যোধরাও চিৎকার করিয়া উঠিল,—'চণ্ডের সহিত তুই আমার তুলনা করিস্ ?'

—'না করি না! কেমন করিয়া করিব! শার্দূলের সহিত শৃগালের তুলনা হয় ?'

যোধরাও খুশী হইয়া বলিলেন,—'তাই বল্।'

—'তাই তো বলিতেছি—তিনি পুরুষ-সিংহ। তুমি শৃগাল হইয়া তাঁহার উপমান হইবে কিরূপে ? কিন্তু আর বিরক্ত করিও না, আমার শরীর খারাপ। তোমাদের স্নানাহারের সময় হইয়াছে।'

মধুশ্রী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। যোধরাও পিতাকে কহিলেন,—

—'এ অপমানের পর এক মুহূর্ত আর এখানে নহে।'

রণমল্ল কহিলেন,—'তবে মান্দোরে গিয়া রাব্‌রির* চাষ কর।'

—'তুমি যাইবে না ?'

—'আমাকে তো মধুশ্রী অপমান করে নাই। আমার আত্মাভিমান অত তীক্ষ্ণও নহে—অত নির্বোধও নহি আমি। আমি সেই মরুভূমির দেশে ছুটিব কেন ?'

---

* এক প্রকার শস্য —Maize-Porridge.

মুখ কালো করিয়া যোধরাও নিজ কক্ষে চলিয়া গেলেন।

বুদ্বুদ কহিল,—'বুঝিলাম। কিন্তু তুমি যাইতেছ কোথায় ?'

—'আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। রাণীমার সহিত মারবার রাজা ও রাজপুত্রের সাক্ষাতের পূর্বেই যুবরাজ চণ্ডদেবের সহিত রাণীমার সাক্ষাৎ হয়।'

—'তাই নাকি ? সে কথাও বলিয়াছে তিলাঞ্জলি। বল শুনি।'

রাজদরবার হইতে টলিতে টলিতে চণ্ডদেব নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেলেন না—আসিলেন সোজা রাণীমাতার কক্ষে। দাসীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইয়া আজ দীর্ঘদিন পরে মহামতি চণ্ডদেব মুখোমুখি দাঁড়াইলেন রাজমাতা মধুশ্রীর।

চণ্ড কহিলেন,—'আপনি কি চাহেন ? আজ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম মেবারের সিংহাসনে আপনার পিতা বসিয়া রাজকার্য চালাইতেছেন।'

মধুশ্রী জীবনে প্রথম কথা কহিলেন চণ্ডের সহিত—কিন্তু সে কণ্ঠস্বরে একবিন্দু মাধুর্য নাই—'আপনি কি মনে করেন সিংহাসনে বসিলেই রানা হওয়া যায়—এবং সিংহাসনের একধাপ নীচে বসিয়া রাজ্যের কলকাঠি চালাইলে তাহাকে রানা হওয়া বলে না।'

—'আপনি কি বলিতেছেন ?'

—'বলিতেছি 'রানা' এই শব্দটির চরম অপমান তো আপনারই হস্তে হইয়াছে। আমার মুকুলকে সিংহাসন দিয়া ভুলাইয়া আপনিই তো রাজত্ব করিতেছেন। এই আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ?'

চণ্ডের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলিয়া উঠিল। দুর্বল শরীরে আঘাতের পর আঘাতে তিনি যেন আত্মবিস্মৃত হইলেন। বক্ষের পঞ্জরে কে যেন তীক্ষ্ণধার একখানি ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল। আর্ত ভগ্নকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—

—'এ কী বলিতেছ মধুশ্রী !'

—'মধুশ্রী নয়। রাজমাতা।'

—'হাঁ, হাঁ, রাজমাতা। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

আবার মাতালের মত টলিতে টলিতে তিনি নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। বুদ্বুদের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ; কহিল,—'তারপর।'

—'মহামতি চণ্ডদেব স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাইতেছেন। একশত ভীল শুধু তাঁহার সঙ্গে যাইবে। প্রাণের চিতোর তিনি চিরজন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমি তাঁহারই নিকট যাইতেছি। এ জীবনের বাকী দিন কয়টা কুমারের সেবায় নিয়োজিত করিব। রানার মাতা আছেন, মাতুল আছেন, মাতামহ আছেন—তাঁহার আর প্রয়োজন হইবে না আমার মত নগণ্য যোদ্ধার। তাই তোমাকেও লইতে আসিয়াছি। তুমি যাইবে না কুমারের সঙ্গে ?

বুদ্বুদ তিলাঞ্জলির বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল,—কহিল,—'যাইব না ?'

রাজকুমার চণ্ডদেব আজ চিরকালের জন্য চিতোর ছাড়িয়া যাইবেন। সমস্ত চিতোর তাই শোকে ম্রিয়মাণ। রানা লখার যুদ্ধযাত্রার দিনেও বোধকরি সকলে এত মুহ্যমান হয় নাই। চণ্ডদেব অতি প্রত্যূষে উঠিলেন। আজ তাঁহার অনেক কাজ। আশৈশবের ক্রীড়াভূমি এই রাজপ্রাসাদ চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু যাত্রার ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখিলেন বস্তুত কিছুই তাঁহার করণীয় নাই। আজীবনের সঙ্গী প্রিয় অশ্বটি,—নিজস্ব যোদ্ধবেশ ভিন্ন সঙ্গে লইবারও কিছু নাই। বেলা বাড়িল। একে একে সকলেই আসিল। কাঁদিল। বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। অথচ যাহারা প্রত্যহ সর্বপ্রথমেই আসিত তাহারাই আসিল না। তিলাঞ্জলি সকাল হইতে একবারও আসে নাই। মুকুলদেব 'দাদা' বলিয়া প্রতিদিনের মত কোলের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইল না। চণ্ডদেব ইতস্তত করিলেন। তিলাঞ্জলি, আয়ীমাতা এবং মুকুল সকলেই রাণী-মাতার মহালবাসী—চণ্ডদেবের সহিত মহারাণীর মহালের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানের ব্যবধান। অবশেষে যুবরাজ সংবাদ পাঠাইলন।

www.boiRboi.blogspot.com

অল্পপরে তিলাঞ্জলি আসিয়া দাঁড়াইল। বিষাদ মূর্তি। সম্ভবত সমস্ত রাত্রি সে ঘুমায় নাই। চোখ দুইটি লাল হইয়া আছে। চণ্ডদেব কহিলেন,—

—'মুকুল আসিবে না ?'

তিলাঞ্জলি নিরুত্তর। নতনেত্র হইতে তাহার অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়ে।

—'যাইবার পূর্বে কি উহারা একবার মুকুলকে দেখিতে দিবে না ?'

তিলাঞ্জলি কি বলিতে গেল। উদ্‌গত অশ্রুর প্রাবল্যে কিছুই বলিতে পারিল না। চণ্ডদেব ধীরে ধীরে কহিলেন,—'বুঝিলাম। সে কি করিতেছে ?'

—'তাহাকে আনিতেছি' বলিয়া তিলাঞ্জলি চলিয়া গেল। চণ্ডদেব নির্জন কক্ষে পদচারণ করিতেছিলেন। অল্পপরে মুকুলকে লইয়া তিলাঞ্জলি ফিরিয়া আসিল। মুকুলকে দেখিয়া চণ্ডের সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। দুই আজানুলম্বিত বাহু দিয়া শিশুকে আপন বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। চণ্ডদেব কহিলেন,—'মুকুল, বল বিদেশ হইতে তোমার জন্য কি আনিব ?'

মুকুল কহিল,—'তোমার তো যাওয়া হইবে না। তুমি জান না রাজবাড়িতে দুইটা বাঘ আসিয়াছে। তুমি চলিয়া গেলে বাঘে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।'

চণ্ডদেবের ভ্রূকুঞ্চিত হইল। শিশু একি বলিতেছে! এ তো শিশুর নিজের কথা নহে। কহিলেন,—'কে বলিল ?'

—'আমি জানি যে।'

—'হ্যাঁ, কিরূপে জানিলে ?'

—'আমাকে একজন চুপিচুপি বলিয়াছে। নাম বলা বারণ। বল না দাদাভাই, বাঘ দুইটাকে না তাড়াইয়া তুমি যাইবে না তো ?'

চণ্ডদেব নাম না শুনিলেও বুঝিলেন, বালককে এ শিক্ষা

আয়ীমাতাই দিয়াছেন। যে কথা নিজমুখে কেহ বলিতে পারিতেছে না—যে কথা চণ্ডদেব স্পষ্ট বুঝিয়াছেন—সেই সাবধানবাণীই প্রেরণ করিয়াছেন শিশুর মারফত শিশোদীয়া বংশের প্রধান ধাত্রী।

মুকুল কহিল,—'দাদাভাই, কৈ বলিলে না?'

চণ্ডদেব কহিলেন—'সেই বাঘ ধরিবার ফাঁদ আনিতেই তো যাইতেছি। তুমি এখানে লক্ষ্মী হইয়া থাকিবে। তিলাঞ্জলির কথা শুনিবে, আয়ীমাতার কথা শুনিবে।'

—'আর মা?'

চণ্ডদেব জবাব দিলেন না। অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

মুকুল কহিল,—'দাদাভাই, তুমি আবার কবে আসিবে?'

মুকুলের শিরশ্চুম্বন করিয়া চণ্ডদেব কহিলেন—'বাঘ ধরিবার ফাঁদ পাইলেই আমি আসিব।'

তিলাঞ্জলি মুকুলকে লইয়া গেল।

আর দেরি করিলে মান্দোর পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া যাইবে। রাওয়ালার সকল পরিচারক-পরিচারিকাকে চণ্ডদেব ডাকিয়া পাঠাইলেন; সকলেই তাঁহার মহলের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি কাহাকেও কণ্ঠহার, কাহাকেও অঙ্গুরীয়, কাহাকেও স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। সকলেই সাশ্রুনয়নে তাঁহাকে প্রণাম করিল। অতঃপর চণ্ডদেব মধুশ্রীর মহলে আসিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে রাজমাতার নিকট বিদায় লইবার প্রয়োজন। কিন্তু মধুশ্রী আজ সকাল হইতেই গৃহদ্বার খুলেন নাই। ডাকিয়াও তাঁহার সাড়া পাওয়া গেল না। দ্বারের বাহিরে চৌকাঠে মস্তক স্পর্শ করাইয়া চণ্ডদেব জননীকে প্রণাম করিলেন। গৃহাভ্যন্তরে কেহ শিহরিল কিনা বুঝা গেল না।

আয়ীমাকে সমস্ত মহল খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না। সকাল হইতে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। চণ্ডদেব ম্লান হাসিলেন। আয়ীমাই তাঁহার জননী, তাই এই মুহূর্তে নিরতিশয় অভিমানে আত্মগোপন করিয়াছেন। শিশুকে বাঘের ভয় দেখাইয়া চণ্ডদেবকে বাধা দিবার

শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনিই যেন পরাজিত হইয়াছেন। আজিকার পরাভবের সমস্ত লজ্জা যেন তাঁহারই।

চণ্ডদেব সকলের নিকট বিদায় লইয়া একলিঙ্গজীকে প্রণাম করিয়া দুর্গের বাহিরে আসিলেন। সেখানে অগণিত জনতা তাহাদের প্রিয় যুবরাজকে বিদায় জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছে। উপেন্দ্রবজ্র স্বয়ং দেওয়ানী ফৌজ লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। চণ্ডদেবের আদেশমাত্র তাহারা মারবারী ব্যাঘ্র দুইটাকে এই মুহূর্তে রাজ্যসীমার বাহিরে রাখিয়া আসিতে পারে। কিন্তু উপায় নাই। তাহা হইবার নহে। অনধিকারী মারবার রাজই আজ এখানে থাকিবেন—আর এ রাজ্যের সর্বজনপ্রিয় রাজকুমার যাইবেন স্বেচ্ছানির্বাসনে। এখানেও প্রণাম, আশীর্বাদের পালা সমাপন করিয়া চণ্ডদেব যাত্রা করিলেন। নগরবাসী শোভাযাত্রা করিয়া তাহাদের প্রিয় রাজপুত্রকে চিতোরসীমা পর্যন্ত আগাইয়া দিল। নগরপ্রান্ত হইতে সকলে ফিরিল। শুধু একশত ভীল সঙ্গী লইয়া মান্দোরের পথে—কৈলোর দুর্গের দিকে যুবরাজ যাত্রা করিলেন।

চিতোর ত্যাগ করিবার পূর্বে অনুজ রঘুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল চণ্ডদেবের। রঘুদেব রাজদরবারের কুটিল ঘূর্ণাবর্তের কোন সংবাদ রাখিতেন না। তিনি ছিলেন কবি প্রকৃতির মানুষ। মান্দোরে যাইবার পূর্বে চণ্ডদেব স্থির করিলেন একরাত্রি কৈলোরে কবিগৃহে অতিথি হইবেন।

কৈলোর দুর্গপ্রান্তে পৌঁছিয়া চণ্ডদেব দেখিলেন দুইজন অশ্বারোহী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের দেখিয়া বিস্মিত চণ্ডদেব কহিলেন,—

—'হিমাচল, তোমরা এখানে কিরূপে আসিলে?'

সশ্রদ্ধ সামরিক অভিবাদন করিয়া হিমাচল কহিল,—'আমরা দুইজনেও কুমারের দেহরক্ষী হিসাবে মান্দোরে যাইব।'

চণ্ডদেব হাসিয়া কহিলেন,—'তোমাদের কুমার কি এতই হীনবল যে দেহরক্ষী ভিন্ন পথে ঘাটে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবে?'

হিমাচল পুনরায় অভিবাদন করিয়া কহিল,—'ক্ষমা করিবেন, মেবারের সকল রানারই দেহরক্ষী ছিল—তাঁহারাও হীনবল ছিলেন না।'

—'আমি রানা নহি।'

—'রাজপুত্রের জীবনও মেবারবাসীর নিকট রানার অপেক্ষা কম আদরণীয় নহে।'

—'ভুল বলিতেছ হিমাচল। রানার দেহরক্ষী থাকে 'রানা' নামক জীবটির প্রাণরক্ষা করিবার জন্য নহে। মেবারের শ্রেষ্ঠ মানুষটিই মেবারের শ্রেষ্ঠ সম্মান—সেই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতেই দেহরক্ষীর প্রয়োজন। আমি সামান্য মেবারী, আমার প্রাণ তুচ্ছ। ভুলিও না, মেবারের সম্মান আমি দেওয়ানী ফৌজের নিকটই পিছনে রাখিয়া আসিয়াছি। দেখিও, আমার অনুপস্থিতে শিশোদীয়া বংশের সূর্য-পতাকা যেন ধুলায় না লুটায়।'

হিমাচল আভূমি নত হইয়া চণ্ডদেবকে অভিবাদন করিল। সে একপদ পিছাইয়া আসিতেই বুদ্ধুদ একপদ অগ্রসর হইল। অভিবাদনান্তে কহিল,—

—'চিরায়ুষ্মন্! আমি দেওয়ানী ফৌজভুক্ত নহি। আমাকে আপনার সহিত যাইতে দিন।'

চণ্ডদেব তাহাকে চিনিলেন। কহিলেন,—'তোমাকে চিনিয়াছি, চিতোরে আমি প্রাণপেক্ষা একটি প্রিয়বস্তু রাখিয়া গেলাম। তাঁহারই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রহিল তোমার উপর।'

বুদ্ধুদ জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল। কুমার কহিলেন,—'বৌদ্ধ বিহারের পথে—'

বুদ্ধুদ আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল। তিলাঞ্জলির বিপদের কথা এতক্ষণে তাহার স্মরণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া দুর্গ হইতে স্বয়ং রঘুদেব অগ্রজকে সাদর সম্ভাষণ করিতে আসিলেন। দুই ভাই দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইলেন।

হিমাচল ও বুদ্ধুদ ফিরিয়া গেল চিতোরের পথে।

সে রাত্রে তিলাঞ্জলির গৃহে প্রদীপ জ্বলিল না—সমস্ত দিনমান আয়ীমা কোথায় কাটাইলেন কেহ সংবাদ রাখিল না—চণ্ডদেবের প্রতি মেবারবাসীর অনুরাগ দেখিয়া মারবারী দুইজনও সাহস করিয়া বাহিরে আসিল না। বস্তুত সমস্ত রাজপুরীতেই যেন একটা নিস্তব্ধতার বিভীষিকা নামিয়া আসিল। কেহ কাহারও সহিত দুইদণ্ড বসিয়া আলাপ করিল না। কেবলমাত্র রাজমাতার কক্ষে স্বর্ণ দীপাধারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই স্বল্পালোকে শিশুপুত্রকে লইয়া মধুশ্রী অনুচ্চস্বরে আলাপ করিতেছিলেন,—

—'তুই নিশ্চয়ই বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিস্। বলিলে কখনও বাঘের মুখে আমাদের ছাড়িয়া তিনি যাইতে পারিতেন?'

শিশু বারেবারেই প্রতিবাদ করে—'আমি বলিয়াছি, বার বার বলিয়াছি। তিনি কিছুতেই শুনিলেন না।'

—'তুই আমার নাম করিস নাই তো? আমি বলিতে বলিয়াছি —বলিস্ নাই তো?'

বালক বারংবার অস্বীকার করে। না, সে কাহারও নাম বলে নাই। মধুশ্রী কহিলেন,—'আর কি কথা হইল?'

—'দাদাভাই বলিলেন,—আমি বাঘ ধরিবার ফাঁদ লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। তুমি দুষ্টামি করিও না। পিসীর কথা শুনিও, আয়ীমায়ের কথা শুনিও—'

—'আর মায়ের কথা শুনিও না?'

—'না, মায়ের কথা শুনিতে তিনি ঠিক বারণ করেন নাই; তবে—'

—'তবে?'

—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আর মায়ের কথা?' তিনি সে কথার কোনও জবাব দিলেন না।'

মধুশ্রী সহসা বালককে বক্ষপঞ্জরে টানিয়া লইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর যেন সূচীবিদ্ধ যন্ত্রণা! হুহু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন তিনি। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন,—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! মায়ের কথা কখনও শুনিস না মুকুল, তোর মাই

তো দাদাভাইকে তাড়াইল। সেই তো মারবারী ব্যাঘ্র দুইটিকে ডাকিয়া আনিয়াছে।'

মা দাদাভাইকে তাড়াইয়াছে শুনিয়া মুকুল মধুশ্রীর বাহুবন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিল—কিন্তু অশ্রুধৌত মায়ের মুখখানি দেখিয়া সে কিছুতেই ও কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। কোথায় যেন সমস্ত একটা ভুল হইয়া গিয়াছে—মুকুল ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না। এ ভুল কেন?

এ ভুল কেন হইল? হয়তো সত্য কথাই বলিয়াছিল তিলাঞ্জলি 'ভালবাসাটাই ভুল! ভালবাসিলেই লোকে ভুল বুঝে, ভুল করে!'

রঘুদেব অগ্রজের নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহাকে মান্দোর যাইতে নিষেধ করিলেন, কহিলেন,—

'পরের রাজ্যে কেন যাইবেন, কৈলোর আমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি। আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে কৈলোর দুর্গ এবং তৎসংলগ্ন জায়গীর আপনাকে অর্পণ করিতেছি—আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য করুন। এ বৈষয়িক বন্ধনই আমার সংগীত সাধনার অন্তরায়—আমিও মুক্ত হইয়া বাঁচি।'

চণ্ডদেব সহাস্যে কহিলেন,—

—'অনুজের নিকট দান লওয়ায় আমার পৌরুষে বাধিবে না?'

রঘুদেব ম্লান হইলেন। বস্তুত এদিক দিয়া চিন্তা করিবার মত সামাজিক ও বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁহার ছিল না।

চণ্ডদেব পুনরায় কহিলেন,—

'দুঃখ করিও না রঘুদেব, তোমার স্নেহের দানের কথা আমার মনে থাকিবে। তুমি বুঝিতেছ না, মেবার শাসন করিবে এখন যোধরাও এবং রণমল্ল—তাহাদের অধীনে কৈলোরের দুর্গাধীপ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। প্রতি মুহূর্তে আমাকে উহারা অপমান করিবার চেষ্টা করিবে। আমি মাস্থুরের সুলতানের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিব। প্রয়োজন হইলে তাঁহার সৈন্যদলে চাকুরি গ্রহণ করিব।'

রঘুদেব মর্মাহত হইলেন। সমস্ত রাজস্থানের রাজোয়ারা যাঁহার অঙ্গুলী-হেলনে চালিত হওয়ার কথা, যাঁহার মস্তকের উপরে স্বর্ণসূর্য-লাঞ্ছিত রক্তপতাকা গিলোটবংশের মর্যাদা ঘোষণা করিবার কথা—সেই রাজার কুমার আজ সামান্য জীবিকার সন্ধানে নির্বাসনে যাইতেছেন। যবন রাজার দ্বারে তিনি ভিখারী।

কৈলোর দুর্গের চারিপার্শ্বে রঘুদেব একটি উদ্যান তৈয়ারী করাইয়াছেন। নানান রঙের পুষ্পসম্ভারে সে উদ্যানে নিত্যবসন্ত। অসংখ্য বিহঙ্গের কাকলীতে সে কানন সর্বদা মুখরিত; রঘুদেব এই নিভৃত উদ্যানে বসিয়া কখনও তানপুরা লইয়া আলাপ করিতেন, কখনও চারণদিগের গাহিবার উপযুক্ত সংগীত রচনা করিতেন। এই মনোরম কবির কুঞ্জ হইতে বিদায় লইতে চণ্ডদেবের সত্যই কষ্ট হইতেছিল। রানার জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে-গুণে শৌর্যে-বীর্যে মেবারের শ্রেষ্ঠতম মানুষটির স্থান হইল না এ রাজ্যে। জীবিকার অন্বেষণে তাহাকে চলিতে হইল ভিন্ন রাজ্যের দরবারে। আবার না জানি কতদিন পরে দুই ভাইয়ে সাক্ষাৎ হইবে! দুইজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইলেন।

হায়, উহারা যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন!

হিমাচল, বুদ্বুদ অতঃপর চিতোর অভিমুখে ফিরিল। ফিরিবার পথে দুইজনেই স্তব্ধ ছিল। ধূমকেতুর করাল ছায়াপাতটা আজ আর রাওয়ালার গোপনতম সংবাদ নহে—প্রত্যেক মেবারীই সেটি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছে। সূর্য-গ্রহণের সময়ে যেরূপ প্রথমে একটি ধূসর-বর্ণের ক্ষীণ ছায়াপাত হইতে লোকে কৃষ্ণবর্ণের দৈত্যটার আগমন-বার্তা জানিতে পারে—চণ্ডদেবের স্বেচ্ছা-নির্বাসন সেই ধূসর ছায়াটার সঙ্কেত দিয়া গেল যেন। হিমাচল তাই ভাবিতেছিল দুর্দিন আসিতেছে। সূর্য-বংশের অয়নপথে রাহুর আবির্ভাব হইয়াছে। আর বুদ্বুদ ভাবিতেছিল রাহু দৈত্যটা শুধু সূর্যগ্রাস করিতেই আসে না—পূর্ণচন্দ্র গ্রাস করিতেই তাহার লোলজিহ্বা লকলক করে।

বুদ্বুদের সংশয় কিন্তু অনতিবিলম্বেই দূরীভূত হইল। অল্পদিন পরেই তিলাঞ্জলির পত্র আসিল। সে লিখিয়াছে—আশু বিপদের সম্ভাবনা নাই। দুর্গমধ্যেই তাহার একজন বান্ধবী মিলিয়াছে। এই বান্ধবীকে মারবার হইতে আনা হইয়াছে। নবলব্ধ সখীটিকে সে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে সখী তাহার স্বামীর সাহায্যে তিলাঞ্জলিকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। বস্তুত তিলাঞ্জলি সখীর মারফৎ সখীর স্বামীকে রাখী পাঠাইয়াছে।

বুদ্বুদ কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইল। আন্দাজ করিল সখী আর কেহ নহে—পর্ণা, অর্থাৎ মারবার কুঙারীর বয়স্যা। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে পর্ণার বিবাহ হইয়াছিল একথা বুদ্বুদ জানিত। দুর্গ মধ্যেই তিলাঞ্জলির দুইজন হিতাকাঙ্ক্ষী লাভে সে নিশ্চিন্ত হইল। ইহার অধিক জানিবার নিশ্চিন্ত উপায় বুদ্বুদের ছিল না। সামান্য সৈনিকের পক্ষে রাওয়ালার ভিতরকার সংবাদ পাওয়া সম্ভব নহে।

পাঠকের কিন্তু সে অসুবিধা হওয়ার কারণ নাই। গ্রন্থকারের নিকট ছাড়পত্র লইয়া অনায়াসে তাঁহার পক্ষে রাজান্তঃপুরের ঘটনার সহিত যোগসূত্র রাখা সম্ভবপর।

চণ্ডদেবের প্রস্থানের পর মধুশ্রীর যেন মোহনিদ্রা ভাঙিল। তিনি বুঝিলেন, অভিমানের বশবর্তী হইয়া তিনি কালভুজঙ্গকে ডাকিয়া আনিয়াছেন! হয়ত তাঁহার বুঝিতে সময় লাগিত—কিন্তু আপন ভ্রাতা, আপন পিতা তাঁহাকে সে সময়টুকু দিলেন না। রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব লইতে দুইজনে এরূপ আগ্রহশীল হইয়া উঠিলেন যে, মধুশ্রী অনতিবিলম্বেই বুঝিলেন সর্বনাশ অতি নিকটবর্তী। প্রথমেই কী একটা সামান্য কারণে উপেন্দ্রবজ্রের সহিত কুমার যোধরাওয়ের মতবিরোধ ঘটিল। উপেন্দ্রবজ্র প্রকাশ্য দরবারে অপমানিত অথচ যোধরাওয়ের কৌশলে মনে হইল অপমানটা যেন শিশু রানাই করিয়াছেন। উপেন্দ্রবজ্র সমস্তই বুঝিলেন। উপায় নাই। তিনি সেনাপতির পদে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহাই চাহিতেছিলেন রণমল্ল। তৎক্ষণাৎ একজন নবনিযুক্ত সেনাপতিকে উপেন্দ্রবজ্রের শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন।

রাজ্য শাসনে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ, দায়িত্বশীল সামরিক পদগুলি একে একে নবনির্বাচিত মারবারী রাজপুরুষে ভরিয়া উঠিল। মধুশ্রী প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছিলেন যে, তাঁহার চতুর্দিক হইতে কোন্ এক অদৃশ্য আদিম জন্তু তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য করাল দংষ্ট্রা বাহির করিয়া ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে। প্রতিক্ষণেই তিনি প্রতিবাদ করিবার কথা ভাবেন কিন্তু প্রতিবাদ অর্থই প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থায় এই কার্য তাঁহার পক্ষে অসম্ভব!

রাজান্তঃপুরে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে একে একে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। মধুশ্রী দুই একবার মৃদু আপত্তি জানাইলেন। কেহ কর্ণপাত করিল বলিয়া মনে হইল না। রাজমাতা দেখিলেন, পুরানো দিনের শিশোদীয়া ধাত্রী ও তাঁহার কন্যা ভিন্ন অন্তঃপুরের সকলেই চলিয়া গেল। অপরিচিত লোকে সেই সকল স্থান ভরিয়া উঠিল। অতঃপর একদিন আয়ীমা আসিয়া মধুশ্রীকে কহিলেন,—'আপনি কি চাহেন—আপনার পিতাই মেবারের রানা হউন?'

মধুশ্রী জবাব দিতে পারিলেন না। বুঝিলেন অপরাধ তাঁহারই। প্রকৃতপক্ষে এই শিশোদীয়া ধাত্রীই তাঁহার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী এখন। আয়ীমা কহিলেন—'আপনি চণ্ডকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, সিংহাসনে না বসিয়াও নাকি আমার চণ্ড রাজ্য চালাইত —এক্ষণে কে রাজ্য চালাইতেছে?'

মধুশ্রী এবারও নিরুত্তর। তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল। আয়ীমা হয়ত আরও কিছু বলিতেন, বাধা দিল তিলাঞ্জলি। সে সম্ভবত মধুশ্রীর দুঃখটা বুঝিয়াছিল। তৎপরে তিনজনে নিভৃতে পরামর্শ করিল। কাহারও সহিত পরামর্শ করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল মধুশ্রীর। এইরূপ শুভানুধ্যায়ীই তিনি পরামর্শের জন্য খুঁজিতে ছিলেন। অনেক গোপন আলোচনার পর স্থির হইল কুমার রঘুদেবকে সংবাদ পাঠান প্রয়োজন। যদিচ রঘুদেব চণ্ডদেবের মত নির্ভরযোগ্য

নহেন। তবু তিনি রাজপুত এবং রাজপুত্র। সুতরাং বিপদের দিনে সিতার রাখিয়া অসি ধরিতে তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না।

পরদিন মধুশ্রী প্রস্তাব করিলেন, রানা তাঁহার কৈলোরের সম্পত্তি পরিদর্শনে যাইবেন। পুত্রকে দেখিতে রাজমাতাও কৈলোর যাইতে ইচ্ছুক শুনিয়া রাও রণমল্লের ভ্রূকুঞ্চিত হইল। কহিলেন—'এক্ষণে সে ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।'

মধুশ্রী কহিলেন—'কেন নহে—'

—'সে কথা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। রাজকার্যের সকল কথা রাজমাতার না জানিলেও চলিবে। চণ্ডের প্রস্থানে প্রজারা এমনিতেই ক্ষেপিয়া আছে। এই সময়ে রানার পক্ষে দুর্গের বাহিরে যাওয়া সম্ভব নহে।'

—'বেশ তবে রানা না হয় নাই গেলেন। আপনি আমার যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন।'

রণমল্ল কহিলেন—'মধুশ্রী, রাজকার্যে আমার চুল পাকিয়াছে। আমার সহিত কূটনৈতিক চালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিও না। তোমার যাওয়া হইবে না।'

—'তবে কি আমি দুর্গ মধ্যে বন্দিনী?'

—'নিশ্চয়ই নহ। তবে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রানা অথবা রাজমাতার পক্ষে এক্ষণে দুর্গের বাহিরে আসা সম্ভব নহে।'

—'রানা তাহা হইলে ইচ্ছা সত্ত্বেও রঘুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না?'

—'কেন পারিবেন না? রঘুদেবকে ডাকিয়া পাঠাও—সে দুর্গমধ্যে মুকুলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবে।'

মধুশ্রী বুঝিলেন, রণমল্লের ইচ্ছা সাক্ষাৎটা দুর্গ মধ্যেই ঘটুক। চিতোর দুর্গের প্রত্যেকটি প্রহরী, প্রত্যেকটি কিঙ্কর এক্ষণে রণমল্ল-নির্বাচিত,—সুতরাং এস্থলে গোপন ষড়যন্ত্রের অবকাশ নাই। এ বিষয়ে আর মধুশ্রী পীড়াপীড়ি করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। চক্ষুলজ্জার যে সূক্ষ্ম আবরণটি এখনও রহিয়াছে তর্ক করিতে গেলেই

সেটি ঘুচিয়া যাইবে—প্রতিপক্ষ তখন প্রকাশ্যে করাল দংষ্ট্রা বাহির করিতে দ্বিধাবোধ করিবে না। তাই তিনি রাজী হইলেন।

মধুশ্রী তখন শিশুপুত্রের জবানীতে রঘুদেবকে পত্র লিখিলেন। ছোড়দাদাকে দেখিবার জন্য রানা অত্যন্ত আগ্রহশীল—অবিলম্বে যেন ছোড়দাদা পত্রবাহকের সহিত দুর্গমধ্যে মুকুলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পত্র লিখিয়া সীলমোহরাঙ্কিত করিয়া মধুশ্রী পিতার হস্তে দিলেন। রণমল্ল বিনা দ্বিধায় সীলমোহর ভাঙিয়া পত্রটি মধুশ্রীর সম্মুখেই পাঠ করিলেন। মধুশ্রীর কর্ণমূল রক্তাভ হইল। তিনি কিছু বলিলেন না।

রণমল্ল কহিলেন,—'লেখ, আগামী পূর্ণিমার দিন আসিয়া উৎসবে যোগ দিবেন।'

—'উৎসব? কিসের উৎসব।'

রণমল্লের মুখে পৈশাচিক হাস্য ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন,—'ঐদিন রানা-জননীর জননী আসিবেন।'

মধুশ্রী বুঝিতে পারিলেন না।

—'ঐ দিবসে আমি তিলাঞ্জলিকে বিবাহ করিব।'

—'তিলাঞ্জলিকে? আপনি!'

—'কেন, তুমি তো সম্মতি দিয়াছ!'

—'আমি? আমি সম্মতি দিয়াছি!'

মধুশ্রী স্তব্ধ। তাঁহার কিছুই স্মরণ হইল না। হয়ত যখন তিনি আপন অন্তর্দাহে পুড়িতেছিলেন তখন অন্যমনস্কভাবে পিতার প্রস্তাবে "হুঁ" বলিয়াছেন। আজ সজ্ঞানে সেকথা স্মরণ হইল না।

রণমল্ল কহিলেন,—'অবশ্য তোমার সম্মতির কোন প্রয়োজন নাই; আমি স্থির করিয়াছি—এইটুকুই জানিয়া রাখ।'

রণমল্ল পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। মধুশ্রী প্রস্তর মূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অল্পপরেই তিনি ডাকিলেন,—'কে আছিস?'

পর্দা সরাইয়া তিলাঞ্জলি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ দেখিয়া মধুশ্রী বুঝিলেন আলোচনার সমস্ত কথাই তিলাঞ্জলি শুনিয়াছে। মধুশ্রী কহিলেন,—'না, না, এ হতেই পারে না—এ হইবে না।'

তিলাঞ্জলি মধুশ্রীর চরণতলে পড়িল।

—'ওঠ তিলাঞ্জলি, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। এ কখনই হইতে দিব না। আমি সজ্ঞানে সম্মতি দিই নাই।'

তিলাঞ্জলি উঠিল। মধুশ্রী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বিদায় করিলেন। আয়ীমাতার নিকট সংবাদটি আপাতত গোপন রাখিতে বলিলেন এবং যোধরাওকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যোধরাও আসিলে মধুশ্রী তাঁহাকে পিতার পুনরায় বিবাহ বাসনার কথা জানাইলেন। দেখা গেল সংবাদটি যোধাওয়ের নিকট নূতন নহে। কিন্তু পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। মধুশ্রী তখন বুঝিলেন কূটনৈতিক চাল চালিবার সময় আসিয়াছে। বলিলেন,—'দাদা, তোমারই মুখ চাহিয়া আমি চণ্ডকে তাড়াইয়াছি। তোমাকে শিশুকাল হইতে আমি ভালবাসি। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না—পিতার বিবাহ অর্থ তোমার সর্বনাশ। মেবারের ইতিহাসে দেখিতেছ না বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে—তাহার সন্তানকেই রাজা সিংহাসন দিয়া যায়? তিলাঞ্জলির সন্তান হইলে কি তুমি কোনদিন মারবারের সিংহাসনে বসিতে পারিবে?'

যোধা চিন্তিত হইলেন। এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া জানাইবেন বলিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

তিলাঞ্জলি চক্ষু মার্জনা করিতে করিতে নিজকক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিস্মিত হইল। দেখিল তাহারই পালঙ্কে একজন পরম রূপবতী রাজপুত রমণী বসিয়া আছে। তিলাঞ্জলি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—'আপনি কে?'

—'আমি এ দুর্গ মধ্যে নূতন আসিয়াছি। এই কক্ষেই আমার থাকিবার স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে। আপনার হয়তো অসুবিধা হইবে—কিন্তু যতদিন না আমার অন্য একটি ব্যবস্থা হয় ততদিন আশাকরি আপনি আমাকে এই কক্ষেরই অপর প্রান্তে থাকিতে দিবেন।'

তিলাঞ্জলি বিরক্ত হইল। রাজান্তঃপুরে এতদিন তাহার একটা মর্যাদা ছিল। এই বৃহদায়তন ঘরটিতে সে একাই বাস করিত। দুর্গ মধ্যে এখন স্থানাভাবও নাই—নবাগতাকে তাহারই কক্ষে নির্দেশ করায় সে ক্ষুব্ধ হইল। উপায় নাই—এ অসুবিধা তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিলাঞ্জলি অনুভব করিল যে, অসুবিধা অপেক্ষা এ ব্যবস্থায় তাহার সুবিধাই অধিক হইয়াছে। নবাগতা গুণশালিনী।

অনতিবিলম্বেই সে তিলাঞ্জলির অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িল। নবাগতার স্বামী নাকি দুর্গাধিপ হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। নবাগতা বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও অল্পসময়ে দুই জনে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইল। তিলাঞ্জলির উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় এমনই একটি সখীর প্রতীক্ষায় ছিল। দুই চারিদিনেই তিলাঞ্জলিকে সে আপন করিয়া লইল। তখন সখীকে তাহার বিপদের কথা খুলিয়া বলিতে তিলাঞ্জলির আর কোনও বাধা হইল না। শ্রোতা এ কাহিনী শুনিয়া বক্তা অপেক্ষা অধিক কাঁদিল। ভবানীমাতার নামে প্রতিজ্ঞা করিল তাহার স্বামীকে গোপনে সে সকল জানাইবে—এবং দুর্গাধিপের সহায়ে তিলাঞ্জলির পক্ষে পলায়ন করা অসম্ভব হইবে না।

সখী কহিল,—'কিন্তু দুর্গ হইতে পলাইয়া তুমি কোথায় যাইবে?'

তিলাঞ্জলি ইতস্তত করিল।

—'বুঝিলাম, তোমার মনের মানুষ দুর্গের বাহিরেই আছে। তবে তাহাকে তো সংবাদ পাঠানো প্রয়োজন।'

—'আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া অন্তত জানাইয়া দিই যে, আমার কোনও আশু বিপদ নাই।'

তখন দুইজনে পরামর্শ করিয়া পত্র লিখিল। পত্র রচনা করিয়া তিলাঞ্জলি একজন কিঙ্করীকে বলিল স্বয়ম্ভুকে ডাকিয়া আনিতে। কিঙ্করী ফিরিয়া আসিয়া বলিল স্বয়ম্ভু নামে দুর্গে কোনও প্রহরী নাই—শুনিয়া তিলাঞ্জলির মুখ শুখাইল। প্রহরী বদলের কথা তাহার স্মরণ ছিল না। সখী কহিল,—তাহার জন্য চিন্তা নাই—নাম ঠিকানা

পাইলে সেই-ই পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। তিলাঞ্জলি দেখিল আর কোনও কথা গোপন রাখা চলে না। নতনেত্রে সে তাহার সৌহরের নাম বলিল ; লজ্জায় সে মুখ তুলিতে পারিল না। পারিলে দেখিতে পাইত, তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী সখী শতভিষার নয়ন দুইটি দলিত ভুজঙ্গীর চক্ষুর মতই জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া শতভিষা কহিল,—'শুনিয়াছি বুদ্বুদ সর্দার একজন স্বনামধন্য অসিবীর—তাঁহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না।'

শতভিষা প্রহরী অঙ্গদেবকে পাঠাইল বুদ্বুদকে পত্র দিয়া আসিতে —এবং অপর একখানি জরুরী পত্র পাঠাইল দুর্গাধিপ মীনকেতন সর্দারকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, তিলাঞ্জলির পত্রে দুর্গ মধ্যে তাহার সখীলাভের সংবাদে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল বুদ্বুদ।

সেদিন গভীর রাত্রে নবনিযুক্ত দুর্গাধিপের সহিত দুর্গ মধ্যে শতভিষার সাক্ষাৎ হইল। শতভিষা কহিল,—'কি বুঝিতেছ ? মেয়েটিকে ভুলাইয়া দুর্গের বাহিরে আনা যাইবে ?'

—'যাইবে।'

—'কিন্তু রণমল্লের চোখ এড়াইয়া তাহাকে মেবারের বাহিরে লইতে পারিবে ?'

—'ভয় নাই, যোধা আমাদের সহায়। যোধা আমাকে সাহায্য করিবে। পিতার পুনরায় বিবাহে তাহার গোপন আপত্তি আছে। রণমল্ল আমাদের নাগাল পাইবে না।'

—'বুঝিলাম। কিন্তু আরও একটি বাধা আছে। রণমল্ল ছাড়াও তিলাঞ্জলির অপহরণে অপর একটি অন্তরায় আছে। তিলাঞ্জলির সৌহর ! দুর্গের বাহিরে সে অপেক্ষা করিবে—সেও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।'

—'ভুলিও না, তাহাকে আমি স্বয়ং অপহরণ করিব। ভুলিও না, মীনকেতনের কবল হইতে শিকার ছিনাইয়া লইবার স্পর্ধা যাহার সে এখনও মাতৃগর্ভে।'

শতভিষা হাসিল। কহিল,—'মীনকেতন কিন্তু জীবনে একবার পরাজিত হইয়াছেন। মান্দোরের অসিযুদ্ধ!'

এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় মীনকেতন আহত হইল। দীর্ঘদিন ঐ আলোচনাটা উঠে নাই। বস্তুত দুইজনে যেন সেকথা ভুলিয়াছিল। তাহাদের জীবনে সহসা যে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছিল দীর্ঘ কয় বৎসর ধূমকেতুর মতই সে অদৃশ্য হইয়া আছে। মীনকেতন রুষ্ট হইয়া কহিল,—'তুমি কি বলিতে চাও?'

—'আমি বলিতে চাই—এই তিলাঞ্জলি সেই বুদ্বুদের নায়িকা।'

মীনকেতন বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ক্রমে তাহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিলাঞ্জলি অপহরণ এতক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট ব্যবসায়ের একটি অনুত্তেজক লেনদেন বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এক্ষণে তাহার ভিতর বৈরী-নির্যাতনের এতবড় সুযোগ দেখিতে পাইয়া সে উল্লসিত হইল। শতভিষার কাছে সমস্ত শুনিয়া সে বিদায় হইল। মীনকেতনের বিলম্ব সহিল না। সে বুঝিয়াছিল, এ কার্য যতটা সহজ মনে করা গিয়াছিল, ততটা সহজ নহে। তিলাঞ্জলিকে অপহরণ করিবার পূর্বে বুদ্বুদকে চিতোর হইতে সরাইয়া দিতে হইবে।

সেই গভীর রাত্রেই মীনকেতন যোধরাওয়ের মহলে আসিল। যোধরাওয়ের মহল এতদিন রাজমাতার মহলেরই একাংশ ছিল। চণ্ডদেবের প্রস্থানের পর যুবরাজের মহলটাই পিতাপুত্রে দখল করিয়াছেন। যোধরাওকে সেই রাত্রেই মীনকেতন সমস্ত কথা বলিল। সে জানিত, বুদ্বুদ সর্দারের উপর যোধরাও মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। পূর্বেকার অসিযুদ্ধের কথা উভয়ের কেহই বিস্মৃত হয় নাই। তাই মীনকেতন আশা করিতেছিল তিলাঞ্জলি যে বুদ্বুদের প্রেমিকা এ কথা শুনিয়া যোধরাও উৎফুল্ল হইবে। বৈরী নির্যাতনের আনন্দে সেও মীনকেতনের ন্যায় প্রফুল্ল হইবে। যোধারাও প্রকাশ্যে কোনও ভাব ব্যক্ত করিলেন না। সমস্ত কথা বলিয়া মীনকেতন কহিল,—'এই বিপজ্জনক কার্যে ব্রতী হওয়ার পূর্বে আমার মনে হয়

সেই উদ্ধত যুবকটিকে চিতোরের বাহিরে পাঠাইতে হইবে। কোন-ক্রমে সে সংবাদ পাইলে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে।'

যোধা সম্মত হইলেন। বুদ্দুকে দূতরূপে পার্শ্ববর্তী কোনও রাজ্যে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া মীনকেতনকে বিদায় দিলেন।

মীনকেতন চলিয়া গেলে যোধরাওয়ের কিন্তু নিদ্রা আসিল না। সমস্ত রাজনৈতিক পটভূমিকাটা তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন। পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইতেছেন, গোপনে—ধরা পড়িলে সর্বনাশ, দ্বিতীয়ত এ চেষ্টায় বিরত হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিতে পারে। মারবারের সিংহাসন—নয়—মেবারের সিংহাসনই। মুকুল যে মৃত্যুমুখে দিন গণিতেছে পিতাপুত্রে উভয়েই তাহা জানিতেন। অপর পক্ষে মীনকেতনের উপর তাঁহার পূর্বের বিশ্বাস আর নাই। মীনকেতনের সম্বন্ধে গুপ্তচর মুখে তিনি কিছু কিছু অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়াছেন—অথচ কথা প্রসঙ্গে মীনকেতন জানাইয়াছে দিল্লী শহরে সে কখনও যায় নাই। ইহা ভিন্ন এই বিপদকালে তাঁহার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অনুচর মীনকেতন যদি তিলাঞ্জলিকে লইয়া দীর্ঘদিনের জন্য মেবার ত্যাগ করিয়া আত্মগোপন করে তবে তাঁহার সুবিধা কোথায়? আর একটি কথা—তিলাঞ্জলিকে অপহরণ করিবার এত আগ্রহ কেন শতভিষার? মীনকেতনের আগ্রহের একটি অর্থ হয়; কিন্তু তাহার ধর্মপত্নী কি করিয়া এ প্রস্তাবে আগ্রহান্বিতা হয়? যোধরাও বুঝিয়াছিলেন, মেবারের রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন! এ স্থলে মারবারী সৈনিক অপেক্ষা মেবারী সৈনিকের বন্ধুত্ব বিপদকালে তাঁহার অধিক ভরসাস্থল। তিনি জানিতেন, হিমাচল এবং বুদ্দু মেবার সেনাবাহিনীর মধ্যে দুইজন অশেষ ক্ষমতাশালী যোদ্ধা। এই সুযোগে এ দুইজনকে নিজ মুঠায় আনিতে পারিলে তাঁহার সমূহ সুবিধা। তিনি স্থির করিলেন তিলাঞ্জলিকে দুর্গ হইতে অপহরণ করিয়া বুদ্দুদের হস্তেই সমর্পণ করিবেন। তাহা হইলে রণমল্লও তাহাকে পাইবেন না, মীনকেতনও আত্মগোপন

করিতে পারিবে না এবং বুদ্ধুদ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই যুবকটি তাঁহার অঙ্গুলি হেলনে চলিবে। এই সিদ্ধান্তে আসিয়া যোধরাও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পরদিন পরামর্শ পাকা করিতে আসিয়া মীনকেতন নূতন বিপদের সম্মুখে পড়িল। যোধরাও কহিলেন,—'আমি স্থির করিয়াছি তিলাঞ্জলিকে অপহরণ করিয়া বুদ্ধুদের হস্তেই সমর্পণ করিব।'

বিস্মিত হইয়া মীনকেতন কহিল,—'সেকি? কেন?'

—'তাহা ভিন্ন আর কোন পথ তো দেখিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্য পিতার সহিত তিলাঞ্জলির বিবাহ বন্ধ করা। সে ক্ষেত্রে বুদ্ধুদের সহিত বিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।'

—'অসম্ভব! আমি ইহাতে কিছুমাত্র রাজী নহি!'

—'বটে? তোমার প্রস্তাবটা তবে কী। তিলাঞ্জলির অন্তর্ধানের সহিতই যদি দুর্গাধিপ অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে তাহার কি অর্থ হয়?'

মীনকেতন প্রত্যুত্তর করিতে পারিল না।

—'তাহা ভিন্ন শতভিষা নিশ্চয়ই তোমার সহিত তিলাঞ্জলির পলায়নটা অনুমোদন করিবে না। হাজার হউক শতভিষা তোমার ধর্মপত্নী?'

মীনকেতনের মুখ শুকাইল। একথারও উত্তর নাই।

যোধরাও হাসিয়া কহিলেন,—'তোমার যদি দিল্লীর দরবারের সহিত পরিচয় থাকিত, না হয় বলিতাম সুলতান ফিরোজ শাহয়ের হারেমে তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও, কিন্তু তুমি তো দিল্লীতে কখনও যাও নাই! কি বল?'

মীনকেতনের মুখ মসীকৃষ্ণ হইয়া গেল। এ কী রহস্যময় রসিকতা! যোধরাও বন্ধুর মুখভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। স্থির হইল পরদিন রাত্রেই তিলাঞ্জলিকে দুর্গ হইতে অপসৃত করা হইবে। বিরাচ নদীর অপর

পারে অশ্ব লইয়া বুদ্বুদ অপেক্ষা করিবে ; মীনকেতন গুপ্ত দ্বারপথে তিলাঞ্জলিকে লইয়া বাহিরে আসিবে এবং একটি ছোট নৌকায় তিলাঞ্জলিকে পৌঁছাইয়া দিবে। বুদ্বুদ ও তিলাঞ্জলি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে তাঁহারা দুজনেই দুর্গে ফিরিয়া আসিবেন, যাহাতে এই পলায়নের সহিত তাঁহাদের যোগাযোগটা কেহ বুঝিতে না পারে। মীনকেতন যোধার পূর্ব রহস্য-সঙ্কেতেই সাবধান হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় সে সায় দিল ; আর কোনও প্রকার উচ্চবাচ্য না করিয়া প্রস্থান করিল। এক্ষণে তাহার চিন্তা হইল কি প্রকারে বুদ্বুদের কবল হইতে তিলাঞ্জলিকে ছিনাইয়া লওয়া যায়। সে নিজেই এই সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। যোধাকে ও কথা না বলিলেই চলিত। এক্ষণে দেখিল অমন লোভনীয় পদার্থটা শুধু তাহার কবল মুক্তই হইতেছে না—সে স্বহস্তে তাহা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইতেছে তাহার চরমতম শত্রুর হস্তে। অথচ প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই। যোধার উপর তাহার নিরতিশয় ক্রোধ হইল। মীনকেতন নূতন জাল বিস্তার করিল। বুদ্বুদকে লিখিত তিলাঞ্জলির পত্র শতভিষার মাধ্যমে আনাইয়া তাহা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল এবং তৎপরে গোপনে রণমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিল। যোধার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রণমল্লকে তিলাঞ্জলি অপহরণ বৃত্তান্ত জানাইল। রণমল্ল ক্রোধে ফুলিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—'কে এই ষড়যন্ত্র করিতেছে ?'

—'কে করিতেছে তাহা আমি জানি না। তবে দুর্গাধিপ হিসাবে আমার যে সকল নিজস্ব গুপ্তচর আছে তাহারাই সংবাদ আনিয়াছে যে তিলাঞ্জলিকে লইয়া কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় দুর্গ হইতে কেহ পলাইবার চেষ্টা করিবে। বিরাচ নদীর অপর পারে তাহারা অপেক্ষা করিবে।'

রণমল্ল কহিলেন,—'দেখি কাহার এতদূর স্পর্ধা ! তুমি যোধাকে সংবাদ দাও।'

মীনকেতন যুক্তকরে কহিল,—'মহারাজ অভয় দিলে আর একটি কথা নিবেদন করি।'

—'বলো।'

—'আমার অনুরোধ এ কথা আপনি তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করিবেন না!'

—'না আর কাহাকেও বলিব না—তুমি যোধাকে শুধু ডাকিয়া দাও!'

মীনকেতন বুঝিল তাহার এতবড় ইঙ্গিতটাও স্থূলবুদ্ধি রাও রণমল্ল বুঝিতে পারেন নাই। তাই সবিনয়ে কহিল,—'দিতেছি; কিন্তু একটি কথা মহারাজকে নিবেদন করা বোধহয় আমার কর্তব্য। এ কার্যে আমি ভিন্ন হয়তো দুর্গমধ্যে মহারাজের সহায় আর কেহ নাই। হয়তো মহারাজের এই নবতম মহিষীর সন্তান একদিন মারবারের তথা মেবারের উচ্চতম আসন অলঙ্কৃত করিবেন। সেদিন সেই রাজপুত্র এবং তাহার জননী দেবী তিলাঞ্জলিকে সকলে আভূমিনত হইয়া প্রণাম করিবে—আজ কিন্তু মহারাজের সহায় হইতে অনেকেই—'

মীনকেতন স্তব্ধ হইল। বুঝিল আর বলিবার প্রয়োজন নাই। রণমল্লের মুখাবয়বে পরিবর্তন দেখিয়াই সে বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে।

রণমল্ল কহিলেন,—'থাক্, যোধাকে পরামর্শের জন্য ডাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি এক্ষণে বিশ্রাম করিতে পারো।'

মীনকেতন চিন্তিতমুখে ফিরিয়া আসিল। রণমল্ল কী করিবেন বুঝা গেল না। বুঝিল, রণমল্ল নিশ্চয়ই তিলাঞ্জলির পলায়নে বাধা দিবেন, তাহাকে কড়া পাহারায় রাখিবেন—ফলে তাহাকে অপহরণ করা যাইবে না। এ ভালোই হইল—যোধাও তাহাকে দায়ী করিতে পারিবে না—বুদ্ধুদও তিলাঞ্জলিকে পাইবে না। মীনকেতনের একটি মাত্র চিন্তা হইল এইবার কী উপায়ে তিলাঞ্জলিকে রণমল্ল, যোধা ও বুদ্ধুদের চক্ষু এড়াইয়া পুনরায় অপহরণ করার ব্যবস্থা করিবে।

গুপ্তচরের হস্তে পত্র পাইয়া বুদ্ধুদ অবাক হইয়া গেল। রাও যোধরাজ তাহাকে দুর্গমধ্যে রাত্রি একপ্রহরের সময় গোপনে সাক্ষাৎ

করিতে বলিয়াছেন। তাহাকে একাকী যাইতে হইবে, অবশ্য ইচ্ছা করিলে একজন মাত্র বিশ্বাসী বন্ধুকে সঙ্গে আনিতে পারে।

এ পত্র পাইয়া বুদ্বুদ কি করিবে স্থির করিতে পারিল না। সে একজন নগণ্য সৈনিক—রানার মাতুল পরম ক্ষমতাশালী মারবারের যুবরাজ যোধরাও তাহার নাম জানিলেন কি প্রকারে? তাহা ভিন্ন তাঁহার এই গোপন সাক্ষাতের প্রস্তাবটাই বা কি উদ্দেশ্যে? বুদ্বুদ অত্যন্ত বিচলিত হইল। তৎক্ষণাৎ হিমাচলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা বলিল। হিমাচল যথারীতি মদে চুর হইয়া বসিয়াছিল, কহিল,—'অনুরোধ নয়, আদেশ। তোমাকে যাইতেই হইবে।'

—'কিন্তু তুমি তো জানো, আজই তিলাঞ্জলির পত্র পাইয়াছি। কাল রাত্রে তাহার বান্ধবীর স্বামী তাহাকে দুর্গ হইতে বাহিরে আনিবে। আমাকে কালই চিতোর ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।'

—'তাহাতে আজ রাত্রে এই সাক্ষাতে কি বাধা?'

—'আমাকে যদি তিনি অন্য কোন কাজ দেন? যদি বন্দী করিয়া রাখেন?'

—'আমি তোমার সহিত যাইব; যদি তোমার পক্ষে অসম্ভব হয় তবে আমি কাল রাত্রে তিলাঞ্জলিকে সরাইবার ব্যবস্থা করিব। কিন্তু যোধরাওয়ের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইবে না।'

বুদ্বুদ নিরুত্তরে স্থির হইয়া রহিল।

হিমাচল কহিল,—'কী বন্ধু, এত দুশ্চিন্তার কী আছে? আমার মনে হয় কোন কারণে যোধরাও তোমার সাহায্যপ্রার্থী—খুব সাবধানে চলিবে—কোনও ফাঁদে, কোনও প্রলোভনে পা দিবে না—'

—'না, আমি যোধার কথা ভাবিতেছি না—আমি ভাবিতেছি—'

—'বুঝিলাম! তুমি ভাবিতেছ হিমাচলের হস্তে তিলাঞ্জলিকে দিয়া বিশ্বাস করা যায় কিনা?'

হা হা করিয়া হিমাচল হাসিয়া উঠিল।

—'ছিঃ! হিমাচল! ও কথা স্বপ্নেও আমার মনে জাগে নাই।'

—'স্বপ্নে জাগে নাই সত্য—কিন্তু বাস্তবে জাগিয়াছে। ভয় নাই বন্ধু; হিমাচল মদ খায় বটে—কিন্তু দুশ্চরিত্র নয়—তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া—'

বাধা দিয়া বুদ্বুদ কহিল,—

—'কী বাজে বকিতেছ! আমি কোনও দিন ও কথা ভাবি নাই—'

—কোনও দিন ভাব নাই? বটে? তবে মান্দোরে সেদিন যখন বলিয়াছিলাম—তিলাঞ্জলিকে আমি ভালোবাসি তখন বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলে কেন?'

—'তখন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, তখনও তোমাকে আমি চিনি নাই!'

—'ভালো, আজ আমাকে চিনিয়াছো আশা করি। কিন্তু মানুষকে কি সত্যই চেনা যায়? আমিই কী আমাকে চিনিয়াছি? ধর যদি তিলাঞ্জলিকে উদ্ধার করিয়া আমার চিত্তবিভ্রম হয়—তখন আমাকে দোষ দিবে না তো?'

—'না, দিব না। কিন্তু তোমার মত মদ্যপের সহিত এ-ভাবে প্রলাপ বকিবার আমার সময় নাই—আমি চলিলাম।'

রাত্রি এক প্রহরের সময় গুপ্তচর আসিয়া বুদ্বুদ ও হিমাচলকে লইয়া গেল। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বুদ্বুদ রাজমাতার মহলের দিকে একবার দৃক্‌পাত করিল। চন্দ্রালোকে মীনারের চূড়ার, ঝরোকার পার্শ্বে লোকজন চলাফেরা করিতেছে দেখা যায়। এতদূর হইতে ব্যক্তি-বিশেষকে চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। তিলাঞ্জলি হয়তো অতি নিকটেই রহিয়াছে, হয়তো একটি প্রাচীরের ব্যবধান—অথচ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপায় নাই। উদ্যান অতিক্রম করিয়া চণ্ডদেবের মহলে আসিয়া প্রহরী থামিল। উদ্যান হইতে হর্ম্যসোপানাবলী উপরে উঠিয়াছে। দ্বিতলে একপার্শ্বে যোধরাওয়ের কক্ষ, অপর পার্শ্বে রাও রণমল্লের আবাসস্থল। পূর্বেই বলিয়াছি, পিতাপুত্রে এই মহলটি ভোগ-দখল করেন। প্রহরী হিমাচলকে

উদ্যানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বুদ্ধুদকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলে চলিল। হিমাচল উদ্যানের একপার্শ্বে একটি বৃক্ষতলে পাষাণ বেদিকার উপর অপেক্ষা করিতে লাগিল।

হিমাচলকে এইস্থলে রাখিয়া আমরা বুদ্ধুদের সহিতই দ্বিতলে আসিব। সোপানাবলী একটি প্রশস্ত বারান্দায় শেষ হইয়াছে। শ্বেত প্রস্তর নির্মিত উন্মুক্ত বারান্দায় একজন প্রহরী অপেক্ষা করিতেছিল। বুদ্ধুদের পথপ্রদর্শকের সহিত তাহার কি কথোপকথন হইল। প্রহরী তাহাদের যাইতে দিল। বারান্দার পরে প্রথম কক্ষের সম্মুখে বুদ্ধুদকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া প্রহরী ভিতরে গেল এবং পরমুহূর্তেই বাহিরে আসিয়া তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিল।

বুদ্ধুদ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল অত্যন্ত সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যে একটি রত্নমণ্ডিত পালঙ্কে যোধরাও অর্ধশায়িত অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছেন। বুদ্ধুদ জানিত না—এই পালঙ্কেই একদা চণ্ডদেব নিদ্রা যাইতেন। আভূমি নত হইয়া বুদ্ধুদ যোধরাওকে অভিবাদন করিল।

যোধরাও কহিলেন,—'তোমার নাম বুদ্ধুদ সর্দার ?'

বুদ্ধুদ সম্মতিসূচক গ্রীবা সঞ্চালন করিল।

—'তুমি পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে আরাবল্লী পর্বতের কেলোয়ারা অঞ্চল হইতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়াছিলে ?'

এবারও বুদ্ধুদ স্বীকার করিল।

—'আসিবার পথে একটি পান্থশালায় কোন একটি ঘটনা ঘটে,—ঠিক কি ঘটিয়াছিল আমি জানি না, তবুও উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিয়াছিল—কেমন ?'

—'আয়ুষ্মন্, আমি বলিতেছি কি ঘটিয়াছিল—'

—'কোনও প্রয়োজন নাই, সে তোমার ব্যক্তিগত কাহিনী, তৎপরে তুমি মান্দোরের অসি-প্রতিযোগিতায় যোগদান কর, কেমন ?'

—'আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন !'

—'প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার পর তুমি বৌদ্ধ বিহারের

দিকে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে গিয়াছিলে। তোমার সহিত একজন মেবারী রাজপুরুষ এবং একজন মেবারী মহিলা ছিলেন। অতঃপর তোমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তোমার সঙ্গীদ্বয় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।'

বুদ্বুদের কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া উঠিল। বুঝিল, সে বাঘের বিবরে পা বাড়াইয়াছে। তাহার কোন কথাই যোধরাওয়ের অজ্ঞাত নহে।

—'দীর্ঘদিন পূর্বেকার কথা, হয়তো তোমার স্মরণ হইবে না, ঐদিন বৌদ্ধ-চৈত্যের নিকট সুদৃশ্য পল্যঙ্কিকায় দুইজন মহিলাও আসিয়াছিলেন, নহে?'

বুদ্বুদ সত্য কথা গোপন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না, কহিল,—'আমার স্মরণ আছে। দুইজন মারবারী মহিলা ঐ রাত্রে বৌদ্ধবিহারে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমার এই কার্যে কি আপনি আমাকে অভিযুক্ত করিতেছেন?'

যোধরাও উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন,—'যুবক, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ আমি লক্ষ্য করিয়াছি; তোমার কোনও কথাই আমার নিকট গোপন নহে। তোমাকে আমি দোষ দিতে পারি না। সে রাত্রে তুমি তোমার উচিত ব্যবহারই করিয়াছ। যাহারা আদেশ পালন করে, যাহারা বীর, যাহারা বুদ্ধিমান, আমি তাহাদের ভালবাসি।'

অভিবাদন করিয়া বুদ্বুদ কহিল,—'যুবরাজের অশেষ অনুগ্রহ।'

যোধরাও কহিলেন,—'সে রাত্রে যে রাজপুরুষটি তোমার সহিত বৌদ্ধ-চৈত্যে গিয়েছিলেন তিনি কে?'

সর্বনাশ!

বুদ্বুদ বুঝিল, তাহার জীবন নির্ভর করিতেছে সত্য ভাষণের উপর। ধূর্ত যোধরাও নিশ্চয়ই সকল সংবাদ পূর্বেই সংগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে শুধু তাহার নিকট শুনিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে চায়। একবার মনে হইল সত্য কথাই স্বীকার করে। যাহা যোধরাও নিশ্চিত জানিয়াছে তাহা পুনরায় বলিলে কী ক্ষতি? বিশেষত মিথ্যা বলিলে যেখানে প্রাণ যাইবার সমূহ সম্ভাবনা।

যোধরাও সহাস্যে কহিলেন,—'কি ! উত্তর দিতেছ না কেন বন্ধু ?'

বন্ধু ! সম্বোধনটায় বুদ্বুদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে দীর্ঘদিনের বিস্মৃতি-যবনিকা উঠিয়া গেল। দীর্ঘদিন পূর্বে এক গভীর রাত্রে নির্জন প্রান্তরে একজন রাজপুত্র তাহাকে একবার বন্ধু সম্বোধন করিয়াছিলেন ! বলিয়াছিলেন,—'তুমি আজ মেবারের বিজয়ের অর্ধেক গৌরব লাভ করিয়াছ এজন্য আমি পূর্বেই তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম ;—এখন ভগিনী তিলাঞ্জলির কথায় তোমাকে বন্ধু সম্বোধন করিলাম।' মনে পড়িল সে রাজপুত্র সত্যই তাহাকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়াছিলেন, মনে পড়িল সেই রাজপুত্রই মেবারীর বিজয়ের বাকী অর্ধেক গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন—সম্মুখে অবস্থিত এই কপট বন্ধুটিকে ধরাশায়ী করিয়া।

'কী জবাব দাও ! চুপ করিয়া আছ কেন ?'

বুদ্বুদের বিশ্লেষণী চিন্তাধারাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সহসা আরাবল্লী পর্বতের আহেরিয়া গোঁয়ারটি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বুদ্বুদ কহিল,—'মাপ করিবেন, তাঁহার নাম বলিতে পারিব না !'

—'নাম বলিবে না ? কারণ ?'

—'কারণ তিনি প্রকৃতই আমার বন্ধু !'

যোধরাও উঠিলেন। দেওয়ালে বিলম্বিত একখানি কোষমুক্ত অসি দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া বুদ্বুদের দিকে ফিরিলেন ! বুদ্বুদ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়াছিল। রাজপুত্রের শয়নকক্ষে তাহাকে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে এ যেন তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। যোধরাও ইচ্ছা করিলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন—কেন যে স্বহস্তে এ পরিবেশে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন বুঝিল না !

কিন্তু আহেরিয়া-শাবক পশ্চাৎপদ হইবার জন্য দুঃসাহস দেখায় নাই। সে উদ্যত কালবৈশাখীর প্রতীক্ষারত স্তব্ধ প্রকৃতির মত নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

যোধরাও কহিলেন,—'যুবক, তুমি আমাকে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছ। বন্ধুর প্রতি তোমার এই বিশ্বাসপরায়ণতায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

বীরকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই তোমাকে কিছু বলিলাম না। শোন বলি—মেবার ও মারবারের মধ্যে যে অসূয়াবহ্নি প্রজ্বলিত আছে আমি তাহা নির্বাপিত করিতে চাই। চিতোর সিংহাসনের উপর আমার কিছুমাত্র লোভ নাই। মুকুল উপযুক্ত হইলে আমি মান্দোরে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত যাহাতে আমি মেবারের অন্তর্বিপ্লব প্রতিহত করিতে পারি তাহার জন্য আমার প্রয়োজন তোমাদের সাহায্যের। এক রাজপুত্রের বন্ধুত্বের যে নিদর্শন তুমি দিলে তাহা দেখিয়া আর এক রাজপুত্রও তোমাকে বন্ধুরূপে পাইতে চায়—তাই বন্ধুর হাত হইতে এই পুরস্কার লও।'

যোধরাও নগ্ন কৃপাণটি বুদ্ধুদের দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

উদ্ধত আরাবল্লী গোঁয়ারটি বলিল,—'আমাকে মার্জনা করিবেন। নিজেকে আপনার উপহারের উপযুক্ত বিবেচনা করিলে নিশ্চয়ই আপনার উপহার গ্রহণ করিব। আপনি সত্য কথা ভালবাসেন—আমি সত্য কথাই বলিব—চিরায়ুষ্মন্ চণ্ডদেবের বহিষ্কারে চিতোরবাসী খুশী হয় নাই!'

শুনিয়া যোধরাওয়ের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য। এবারও তিনি ধৈর্য রক্ষা করিলেন। গরজ বড় বলাই। বলিলেন,—'চণ্ডের বহিষ্কার আমা হইতে হয় নাই। সেজন্য আমিও দুঃখিত। চণ্ডকে কেহ বহিষ্কৃত করে নাই—সে আপনিই চলিয়া গিয়াছে।'

বুদ্ধুদ নিরুত্তর রহিল।

যোধরাও হাসিয়া বলিলেন,—'বেশ তো আমার বন্ধুত্ব প্রথমবার গ্রহণ করিলে না—বন্ধুত্বের নিদর্শন প্রকাশ্যেই প্রত্যাখ্যান করিলে। ভালো কথা। তবে আমি বিশ্বাস রাখি একদিন না একদিন তুমি আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করিবেই; হয়তো উপহারটা আরও মূল্যবান করিতে হইবে।'

বুদ্ধুদও ক্রমশ সাহস সঞ্চয় করিতেছিল। কহিল, 'মারবারের রাজপুত্রের জন্য যদি সত্যই কোনদিন অসি ধরি তবে কর্তব্য বুঝিয়াই ধরিব। রাজকুমারের উপহাররূপ উৎকোচের লোভে নয়।'

যোধরাও উচ্চতর হাস্য করিয়া বলিলেন,—'যুবক! লোভ জিনিসটা আপেক্ষিক! স্বর্ণমুঠ তরবারির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেই দুনিয়ার সমস্ত লোভনীয় পদার্থে অনাসক্তি বুঝায় না!'

বুদ্বুদ কহিল,—'সময় আসিলেই পরীক্ষা দিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।'

যোধরাও বলিলেন,—'সময় আসিয়াছে বন্ধু! বৌদ্ধ-চৈত্যের রাজপুত্রটির নাম তুমি বলিলে না—আশাকরি রাজপুতানীর নামও বলিবে না—কে জানে সেও তোমার বন্ধুস্থানীয়া হইতে পারে! এই রাজপুতানীটি কাল দুর্গ হইতে পলায়ন করিবে। জানিও সেও আমারই উপহার!'

বুদ্বুদ নির্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল শুধু। একটি কথাও বলিতে পারিল না। এ কী অন্তিম রসিকতা!

—'কাল রাত্রি দ্বিপ্রহরে পত্রে নির্দেশিত স্থানে অপেক্ষা করিবে। তোমার জিনিস নিরাপদ আশ্রয়ে রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিলে আমাকে জবাব দিও, আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত কিনা। হিমাচল নিচে অপেক্ষা করিতেছে তাহাকেও সবকথা বলিও। যাও।'

বুদ্বুদকে কোন প্রত্যুত্তর করিবার সুযোগ না দিয়াই যোধরাও প্রহরীকে ডাকিলেন। প্রহরীর সহিত স্বপ্নাবিষ্ট বুদ্বুদ বাহিরে আসিয়া দেখিল বৃক্ষতলে হিমাচল নাই। দ্রুতপদে প্রাসাদের অপর প্রান্ত হইতে সে ছুটিয়া আসিল। বুদ্বুদ বলিল,—'ওদিকে কোথায় গিয়াছিলে?'

—'আত্মগোপন করিয়াছিলাম। কয়েকজন প্রহরী এদিকে আসিতেছিল।'

অতঃপর দুর্গের বাহিরে আসিয়া দুইজনে অশ্বারোহণ করিল। বুদ্বুদ কহিল,—'আইস আমার গৃহে যাওয়া যাক্, অনেক কথা বলিবার আছে! সময়ও হাতে রহিয়াছে।'

—'তোমার থাকিতে পারে, আমার বিন্দুমাত্র সময় নাই। আমাকে এক্ষণি মান্দোরে যাইতে হইবে।'

—'মান্দোর? চিরায়ুষ্মন্ চণ্ডদেবের নিকট? কেন? কি হইয়াছে?'

—'বলিবারও সময় নাই! উহারা রওনা হইয়া গিয়াছে, তৎপূর্বেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। আমার ফিরিতে সাতদিন লাগিবে। ইতিমধ্যে উদয় ও বিন্ধ্যাচলকে সংবাদ পাঠাও। তাহারা যেন রাজধানীতে আসে। অত্যন্ত জরুরী কথা আছে। হয়তো একপক্ষ-কালের ভিতরেই মেবারে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।'

—'সেইজন্যই তো বলিতেছি তোমার সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন।'

—'এক্ষণে নহে! আমি ফিরিলে। বিদায় বন্ধু!'

বুদ্বুদকে কোনও প্রত্যুত্তর করিতে না দিয়া তীরবেগে সেই অবস্থাতেই হিমাচল অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাঠকের নিশ্চয়ই কৌতূহল হইতেছে, ইতিমধ্যে কী এমন ঘটিল যাহাতে হিমাচলকে পরমুহূর্তেই মান্দোর যাইতে হইল। সে কথাই বলিব। বুদ্বুদকে লইয়া প্রহরী দ্বিতলে উঠিলে হিমাচল পাষাণবেদিতে উপবেশন করিয়াছিল। তৎপরে সত্যই কয়েকজন প্রহরীকে এইদিকে আসিতে দেখিয়া হিমাচল প্রাসাদের পশ্চাদ্‌ভাগে আত্মগোপন করিতে সরিয়া গেল। সেদিকটা কণ্টকগুল্মাবৃত—যাতায়াতের পথ নাই। কিছুদূর গিয়াই হিমাচল দেখিল দ্বিতলের একটি নির্জন অলিন্দে রাও রণমল্ল একজন স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিতেছেন। রণমল্ল হিমাচলের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া হিমাচল বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। এ মুখ চিনিতে তাহার বিলম্ব হওয়ার কথা নহে। রণমল্ল একটি পান-পাত্র লইয়া ধীরে ধীরে সুরাপান করিতে করিতে স্ত্রীলোকটির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। হিমাচল আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। অতি সন্তর্পণে সে পার্শ্ববর্তী বৃক্ষে আরোহণ করিল, উদ্দেশ্য স্ত্রীলোকটিকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করা। বৃক্ষটি গৃহ সংলগ্ন। তাহাতে উঠিয়া হিমাচল স্ত্রীলোকটিকে অতি নিকট হইতে দেখিতে পাইল। হ্যাঁ,

এই সেই শতাব্দী, যাহাকে দীর্ঘদিন পূর্বে সে দাসব্যবসায়ীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নিজ রাজান্তঃপুরে আনিয়াছিল। সেই মুখ, সেই চাহনি, সেই হাস্যময়ী ভঙ্গিমা! আশ্চর্য, শতাব্দীর উপর দিয়া শতাব্দীর একপাদ অতিক্রান্ত হইয়াছে তবু তাহাকে চিনিতে হিমাচলের কষ্ট হইল না।

রণমল্ল বলিতেছিলেন,—'দুর্গের বাহিরে অশ্বশকট অপেক্ষা করিতেছে। তুমি এক্ষণে রওনা হইয়া পড়। যা যা বলিলাম সমস্ত বর্ণে বর্ণে পালন করা চাই।'

—'তা—তা বুঝিলাম, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও করিলাম। বিষ-মিশ্রিত মিষ্টান্নও খাওয়াইলাম, কিন্তু রানার অগ্রজ বিষপ্রয়োগে হত হইয়াছেন জানিতে পারিলে আমাকেও তো মেবারীরা মারিয়া ফেলিবে।'

—'তুমি পথে তাঁহাকে ঐ মিষ্টান্ন খাইতে দিবে। তুমিও অরক্ষিত যাইতেছ না। তোমার সহিত দুইশত সৈন্য যাইবে। খাদ্য মুখে দিবার পর অন্তত দুইদণ্ড মধ্যে তাহার মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিবে না। ইতিমধ্যে তুমি পলায়ন করিবে, যদি না করিতে পার তবে কেন তোমাকে ডাকিলাম।'

—'বুঝিলাম; কিন্তু এই বিপজ্জনক কার্যে ব্রতী হওয়ায় আমার পুরস্কার?'

—'কি পুরস্কার চাও? অর্থ? সম্পদ?'

—'অর্থ সম্পদ তুচ্ছ! জীবনের বিনিময়ে জীবন!'

—'বটে? ভাগ্যবানের নামটি কি?'

—'পঞ্চম সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্বুদ সর্দার।'

—'সে কি করিয়াছে? কেন তাহাকে মরিতে হইবে?'

—'মহারাজ! কুমারকে কেন মরিতে হইবে এ প্রশ্ন তো আমি করি নাই।'

—'বেশ তুমি প্রত্যাবর্তন করিলে সে ব্যবস্থা করা যাইবে। অন্তত একটা বিচারের প্রহসন না করিয়া তো তাহার প্রাণদণ্ড দিতে পারি না।'

—'অন্তত আজই তাহাকে বন্দী করিতে হইবে। না হইলে আমার পক্ষে একার্যে যাওয়া অসম্ভব।'

—'বেশ, আমি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এখনই লিখিয়া দিতেছি।'

রণমল্ল একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লিখিয়া শতভিষার হস্তে দিলেন। শতভিষা কঞ্চুলীর ভিতর তাহা লুকাইয়া রাখিল, কহিল, —'আমি এখনই যাইতেছি। যাইবার পথে নগর-কোটালকে পরোয়ানাখানি দিয়া যাইব।'

রণমল্ল গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিলেন। শতভিষা অলিন্দের পশ্চাদ্ ভাগের অপ্রশস্ত সোপান বাহিয়া প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগে আসিল। হিমাচলও অতি সন্তর্পণে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। শতভিষা চমকিত হইয়া কহিল,—'কে?'

—'প্রহরী! তুমি কে?'

শতভিষা আশ্বস্ত হইয়া কহিল,—'প্রহরী, আমার সহিত আইস, আমি দুর্গাধিপের মহিষী! শতভিষার পশ্চাতে হিমাচল কিয়দ্দূর অনুসরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে আসিয়া অস্ফুটে কহিল,—'শতাব্দি!'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শতভিষা ফিরিয়া দাঁড়াইল!

—'কি বলিলে?'

—'জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম আপনি কোন দুর্গাধিপের মহিষী? চিতোর দুর্গ, না দাক্ষিণাত্যের বিজয়গড় দুর্গ?'

শতভিষার উত্তর দিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল,—'তুমি কে?'

—'এক্ষণে সামান্য প্রহরী, এককালে বিজয়গড় দুর্গের মহিষী শতাব্দীর স্বামী ছিলাম।' শতভিষার পদতলে পৃথিবী দুলিয়া উঠিল। বোধকরি মৃতব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিলেও কেহ এরূপ স্তম্ভিত হয় না। হয়তো শতভিষা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাইত। হিমাচল তাহাকে ধরিল। ভীরু কপোতের মতই হিমাচলের বৃষস্কন্ধে মুখ লুকাইল শতভিষা। পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে শতভিষাকে বক্ষে ধারণ করিয়া হিমাচলের কেমন যেন বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল। শতাব্দী যেন একপাদ

পিছাইয়া গিয়াছে। শুধু সময়ের শতাব্দী নহে তাহার বক্ষলগ্না শতাব্দীও।

দুর্গ মধ্যে তেমনি প্রমোদ কানন, বাতাসে কুসুমের গন্ধ, আকাশে খণ্ডচন্দ্রের হাসি, পদপ্রান্তে জ্যোৎস্নার আলিম্পনরেখা, হিমাচলের বাহুবন্ধনে ধৃত তাহার প্রেয়সী! সবই তেমনই আছে, অথচ কী প্রভেদ। শতভিষা বাধা দিল না, আলিঙ্গন মধ্যে ধরা দিয়াই কহিল,

—'তুমি কেমন করিয়া আসিলে? আমি জানিতাম—'

—'তুমি জানিতে আমি মৃত। আমি মরি নাই শতাব্দি। কেন মরিতে পারি নাই জানি না! হয়তো এ ভাবে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াই। তুমি পঁচিশ বছর আমাকে দেখিতে পাও নাই, কিন্তু আমি তোমার সকল সংবাদই রাখি। আমি জানি তুমিই আমার জীবনের কুগ্রহ;—তুমি আমার রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছ, তোমারই ষড়যন্ত্রে আমার প্রথমা পত্নীকে হারাইয়াছি, পুত্রকে বক্ষে পাই নাই, তোমারই অভিশাপে আজ আমি পথের ভিখারী। তোমাকে ভুলিবার জন্য আমি মদ্যপান করি অথচ ভুলিতে পারি না। বলিতে পার শতাব্দি, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কেন আজও তোমাকে ভালবাসি আমি?'

শতভিষা প্রত্যুত্তর করিল না। নীরবে কাঁদিতেছিল। হিমাচল কহিল,—'আশ্চর্য দুনিয়া; আশ্চর্য অভিরুচি দিন দুনিয়ার মালিকের! আমি আজও তোমাকে ভালবাসি। আমি জানি, তুমি স্বয়ং শয়তান —যবন দাসব্যবসায়ীর সহিত তুমি ঘৃণ্য উপজীবিকা বাছিয়া লইয়াছ, আমি জানি, তুমি আমার প্রিয় বন্ধু, বুদ্বুদের মৃত্যু-পরোয়ানা বুকে করিয়া চলিয়াছ; আমি সংবাদ রাখি, মেবার তিলককে হত্যা করিতে তুমি চলিয়াছ—'

হিমাচলের বাহুবন্ধনের মধ্যে শতভিষা শিহরিয়া উঠিল।

—'সবই আমি জানি। এমন কি একথাও জানি যে, তোমার মায়াকান্নার নির্ভুল অভিনয় সত্ত্বেও এই মুহূর্তে তোমাকে আমার হত্যা করা উচিত, তবু আমার হাত উঠে না শতাব্দি! আমি আজও তোমাকে—'

কথাটা হিমাচলের শেষ হইল না। বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়াই সে শতভিষাকে এক ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। শতভিষা হিমাচলের বক্ষবদ্ধ অবস্থায় তাহার অস্ফুট প্রণয়কূজন শুনিতে শুনিতে অতি সন্তর্পণে প্রিয়তমের তরবারির মুঠ ধরিয়াছিল। অতর্কিত ধাক্কায় সে পড়িয়া গেল। উঠিবার উপক্রম করিতেই হিমাচল তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া শতভিষার বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া কহিল,—

—'এইখানে যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাটা আছে বাহির করিয়া দাও!'

শতভিষা বিনা বাক্যব্যয়ে পরোয়ানাটি বাহির করিয়া দিল। অবহেলা-ভরে উষ্ণীষের ভাঁজে সেটি রাখিয়া হিমাচল বলিল,—'তুমি মান্দোরে কখন যাইতেছ?'

—'মান্দোরে? আমি?'

—'সত্য গোপন করিতে চেষ্টা করিও না। তোমার পূর্বেই পৌঁছাইয়া চণ্ডদেবকে সাবধান করিতে হইবে আমাকে! ভুলিও না শতাব্দি, শয়তান তোমার সহায় হইতে পারে—একলিঙ্গজী আমাদের সহায়।'

—'আমাকে ও কথা বলা বৃথা, তুমি জানো আমি যবনী। আমাকে বাধা দিবার ক্ষমতা তোমাদের ঐ পাথরের নুড়ির নাই! আমি এক্ষণি রওনা হইব—এবং জানিয়া রাখ—তোমার পূর্বেই পৌঁছিয়া কার্য সমাধা করিব।'

—'দেখা যাউক! তুমি স্ত্রীলোক, নহিলে সে সম্ভাবনার মূলে এক্ষণি তরবারির আঘাত করিতে পারিতাম!'

হিমাচল পিছন ফিরিয়া দেখিল প্রহরীর সহিত বুদ্বুদ দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সে দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল। শতভিষা একবার ভাবিল রণমল্লের নিকট সমস্ত কথা গিয়া বলে—কিন্তু তাহাতে শতাব্দীর ইতিহাস প্রকাশ করিতে হয়। বিষদন্ত ভাঙিয়া লইয়া সাপুড়ে যখন চলিয়া যায় তখন কালনাগিনী তাহার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকায়—সেই মর্মান্তিক দৃষ্টিতে হিমাচলের গমন পথের দিকে চাহিয়া ফুঁসিতে লাগিল শতভিষা। তাহার পর ভূতল হইতে উঠিয়া বিষকন্যা

বিষপ্রয়োগের উদ্দেশ্যেই হিমাচলের সহিত পাল্লা দিতে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িল।

সপ্ত দিবস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই হিমাচল মান্দোর হইতে ফিরিল। মান্দোরের পথে যাইবার সময়, আসিবার সময়, হিমাচল কোথাও শতভিষার সন্ধান পায় নাই। সে ভাবিয়াছিল সম্ভবত শতভিষা তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার বৃথা চেষ্টা করে নাই। যদিও শতভিষা তাহাকে স্পর্ধিতভাবে বলিয়াছিল হিমাচলের পৌঁছিবার পূর্বেই সে বিষপ্রয়োগ করিবে—কিন্তু দেখা যাইতেছে সে অবশেষে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। চণ্ডদেবকে সর্ববিষয়ে সাবধান করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে হিমাচল চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিল।

চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিয়া সে এই সপ্ত দিবসের ইতিহাস শুনিল। সমস্ত শুনিয়া হিমাচলের রক্ত হিম হইয়া গেল। তাহার ভবিষ্যৎ-বাণীই ফলিতে চলিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত, রণভেরী বাজিবার অপেক্ষা। বিন্ধ্যাচল, উদয়াচল আসিয়া পৌঁছিয়াছে—শুনা যায় উপেন্দ্রবজ্রও ছদ্মবেশে রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল গুরুতর সংবাদও হিমাচল মন দিয়া শুনিতে পারিল না। দুইটা অধিকতর নিদারুণ সংবাদে হিমাচল আজ দীর্ঘদিন পরে মাত্রাতিরিক্ত সুরা পান করিল। সংবাদ জ্ঞাপন করিল বিন্ধ্যাচল ও উদয়াচল। প্রথমত, তিলাঞ্জলির উদ্ধার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। নির্ধারিত সময়ে বুদ্বুদ নদীর অপর পারে অপেক্ষা করিতেছিল—একটি ক্ষুদ্রায়তন নৌকা দুর্গের দিক হইতে যথাসময়ে এই পারের দিকে আসিতেছিল। নৌকায় দুইজন যাত্রী ছিল, একজন পুরুষ অপরজন রমণী। নৌকা মধ্যনদীতে পৌঁছিলে তীরবেগে একটি ছিপ তাহার দিকে অগ্রসর হইল। ছিপে অন্তত বিশ জন সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। দুই নৌকায় সংঘর্ষ হইল। রমণী চীৎকার করিয়া উঠিল—তাহাতে বুদ্বুদ বুঝিল সে তিলাঞ্জলি। মুহূর্ত মধ্যে ছিপ হইতে সৈন্যগুলি ছোট নৌকায় আসিয়া তিলাঞ্জলিকে হরণ করিল—তাহার পুরুষ-রক্ষক প্রাণভয়ে

নদীতে ঝাঁপ দিল। চক্ষুর সম্মুখে মাত্র ত্রিশ হাত দূরে জলমধ্যে তিলাঞ্জলিকে হরণ হইতে দেখিয়াও বুদ্বুদ নিশ্চল রহিল। কী করিতে পারিত সে? বুদ্বুদ সংবাদ লইয়া জানিয়াছে দুর্গমধ্যে তিলাঞ্জলি নাই। তাহার আকস্মিক অন্তর্ধানে আয়ীমা অন্নজল ত্যাগ করিলেন; দুর্গমধ্যে বিষাদের ছায়া নামিল। রণমল্ল ও যোধরাওয়ের আদেশে সমস্ত চিতোর তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করা হইয়াছে—কিন্তু তিলাঞ্জলির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কাহারা তাহাকে অপহরণ করিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রণমল্ল সংবাদ পাইয়াছেন পঞ্চম বাহিনীর বুদ্বুদ সর্দারের সহিত তিলাঞ্জলির গোপন যোগাযোগ ছিল—তাই বুদ্বুদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে। বুদ্বুদ আত্ম-গোপন করিয়া আছে।

দ্বিতীয় সংবাদটি ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ। মহামতি রঘুদেব রানা মুকুলের আমন্ত্রণ পাইয়া চিতোরে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সহসা তিনি জঠরে সূচীবিদ্ধ যন্ত্রণা অনুভব করেন। ভেষক আসিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন;—কিন্তু যন্ত্রণা উপশম হয় না। উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ। সমস্ত রাত্রি তীব্র যন্ত্রণা সহিয়া উষা মুহূর্তে রঘুদেবের সমস্ত যন্ত্রণার চিরলাঘব হয়। রঘুদেবের মৃত্যুরোগের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভেষক সন্দেহ করেন বিষ প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। রাজাগ্রজের মৃত দেহকে চিতোরে আনিতে দেওয়া হয় নাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মহাত্মা রঘুদেবের নশ্বর দেহ পথিমধ্যেই চিতাভস্মে রূপান্তরিত হইয়া গেল!

বলিতে বলিতে উদয়াচলের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। বিন্ধ্যাচল অস্থিরভাবে কক্ষ মধ্যে পদচারণা করিতেছিল। হিমাচল মনে মনে বলিতেছিল—'ভুল, ভুল করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি নাই। রানার অগ্রজ বলিতে আমি চণ্ডদেবকেই বুঝিয়াছিলাম। অপাপবিদ্ধ শুদ্ধাচারী মহাত্মা রঘুদেবকে যে কেহ বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে এ সন্দেহ আমার মনে জাগে নাই।'

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'কিন্তু এ স্থলে আমাদের আর অধিকক্ষণ

অপেক্ষা করা উচিত নহে। আমাদেরও এক্ষণি চিতোর ত্যাগ করিতে হইবে।'

হিমাচল কহিল,—'বুঝিলাম। আমরা এক্ষণে কোথায় যাইব ?'

—'চিতোর নগরপ্রান্তে শ্রেষ্ঠী ইন্দ্রগুপ্তের গদিতে। বুদ্ধুদ সেই স্থলে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিবে।'

—'সেখান হইতে ?'

—'তারপর কোথায় যাইব জানি না। শ্মশানযাত্রীরা দুর্গ হইতে বাহির হইবার সময় বুদ্ধুদ একবার দুর্গমধ্যে ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেখান হইতে সে একটি গোপন বার্তা আনিয়াছে—তাহাই—'

—'শ্মশান যাত্রা ? তুমি যে বলিলে মহাত্মা রঘুদেবের দেহ চিতোরে আনীত হয় নাই।'

—'মহাত্মা রঘুদেবের নহে। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ চিতোরে পৌঁছিলে সেই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া তাঁহার ধাত্রীজননী আয়ীমাতার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়। তাঁহারই জন্য শ্মশানযাত্রীরা দুর্গ হইতে যখন শবদেহ বাহির করিতেছিল তখন অনেক নগরবাসী শিশোদীয়া ধাত্রীমাতার শেষ দর্শন পাইতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে। উহারা তখন বাধা দিতে সাহস পায় নাই।'

—'আয়ীমাতা তাহা হইলে মারা গিয়াছেন ?'

—'তুমি জানিতে না ?'

—'না।'

হিমাচল আর একপাত্র মদ্য পান করিয়া উঠিল।

তিন বন্ধু নগরপ্রান্তে শ্রেষ্ঠী ইন্দ্রগুপ্তের গদির সন্নিকটে বুদ্ধুদের সহিত মিলিত হইল—এবং তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিল। দুর্গমধ্যে অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া বুদ্ধুদ রাজমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সম্মুখের প্রশস্ত উদ্যানে শিশোদীয়া বংশের ধাত্রী আয়ীমাতার শবদেহ শায়িত। মশালের আলোকে স্থানটা আলোকিত। আয়ীমাতাকে চণ্ডদেব জননীর মত শ্রদ্ধা

করিতেন, সমস্ত চিতোরবাসীর চক্ষে তাই তাঁহার একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। তদুপরি মহাত্মা রঘুদেবের মহাপ্রয়াণের সংবাদে আয়ীমাতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে নগরবাসী যেন কাঁদিবার একটা অছিলা পাইল।

রঘুদেবের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করা প্রায় রাজদ্রোহের তুল্য—তাই আয়ীমাতার মৃত্যু উপলক্ষে চিতোরবাসী প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। শবদেহ ঘিরিয়া শত শত লোক ভিড় করিয়াছে। বুদ্বুদ সকলের অলক্ষে রাজমাতার মহলের দিকে গেল। তিলাঞ্জলির নিকট সে পূর্বেই শুনিয়াছিল রাজমাতা কোন্ কক্ষে অবস্থান করেন। মহলের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া সে দ্বিতলে উঠিল। মধুশ্রী আপন কক্ষে পালঙ্কের উপর শুইয়া কাঁদিতেছিলেন; সহসা গবাক্ষপথে বুদ্বুদকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বুদ্বুদ তাঁহার পদতলে পড়িয়া কহিল,—'আমার নাম বুদ্বুদ সর্দার; আমি গোপনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন।'

মধুশ্রী তিলাঞ্জলির নিকট বুদ্বুদের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এই বুদ্বুদকেই তিলাঞ্জলি ভালবাসিত। বুদ্বুদ পুনরায় কহিল,—'মাতা, আমার বাচালতা মার্জনা করিবেন; মান্দোরে বৌদ্ধচৈত্যে মহামতি চণ্ডদেবের সহিত আমিও গিয়াছিলাম। আমি জানি আপনার সমূহ বিপদের কথা! মহাত্মা রঘুদেবের হত্যাকাণ্ডই এ নাটকের শেষ দৃশ্য নয়। রানার জীবনাশঙ্কার কথাও আমি অজ্ঞাত নহি! আমি শুধু একটি কথা স্বকর্ণে আপনার মুখ হইতে শুনিতে চাই। মাতা! আজও কি মহামতি চণ্ডদেবের প্রত্যাবর্তনের সময় হয় নাই?'

মধুশ্রী কোনও কথা বলিলেন না। কক্ষের কপাট বন্ধ করিয়া আসিয়া কহিলেন,—'তুমি আমার অপরিচিত নহ। শোন, তোমার হস্তে আমি একটি পত্র দিতেছি—যেমন করিয়া হউক এ পত্র বড় রাজকুমারের হস্তে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।'

এই বলিয়া মধুশ্রী কক্ষান্তরালে যাইয়া রানা মুকুলকে দিয়া একটি

পত্র লিখাইয়া তাহা লেফাফা বন্ধ করিলেন। পত্র এবং একটি পারাবত বুদ্বুদের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন,—'তাঁহাকে বলিও প্রত্যুত্তর লিখিয়া যেন এই পারাবতের মারফত প্রেরণ করেন।'

বুদ্বুদ আভূমিপ্রণত হইয়া প্রণাম করিল মধুশ্রীকে। ফিরিতে উদ্যত হইতেই মধুশ্রী কহিলেন,—'শুধু এই জন্যই আসিয়াছিলে? আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই?'

বুদ্বুদ নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

—'তিলাঞ্জলির সংবাদ লইলে না?'

—'আপনি জানেন?'

—'না, জানি না—তবে এটুকু বলিতে পারি সে দুর্গের বাহিরে যায় নাই। দুর্গ মধ্যেই অবরুদ্ধ আছে।'

বুদ্বুদ পুনরায় প্রণাম করিল। মধুশ্রী তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি রত্নহার লইয়া বুদ্বুদের হস্তে দিয়া কহিলেন,—'অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে; মনে রাখিও রানার জীবন তোমার হস্তে দিলাম।'

কম্পিত করে মহামূল্য শতনরী গ্রহণ করিয়া বুদ্বুদ মস্তকে স্পর্শ করাইল।

কাহিনী শেষ করিয়া বুদ্বুদ লেফাফা ও পারাবত দেখাইল।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া চারিবন্ধু তৎক্ষণাৎ মান্দোর অভিমুখে যাত্রা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। মারবারের গুপ্তচর চারিদিকে কড়া পাহারা রাখিতেছে—বুদ্বুদ সর্দারের সন্ধানে শ্যেনদৃষ্টি মারবারী-চরেরা চিতোরের ঘরে ঘরে তল্লাস করিতেছে। সুতরাং এমনিতেই স্থান ত্যাগ করার প্রয়োজন। পত্র ও পারাবত বুদ্বুদের জিম্মায় রহিল—স্থির হইল পথে যদি তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তবে উদয়পুরে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রতীক্ষা করিবে। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষিত হইবার পূর্বে চিতোরে আসিলে গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা। চারিবন্ধু অনতিবিলম্বে তদবস্থাতেই বন্ধুর পথ বাহিয়া মান্দোরাভিমুখে যাত্রা করিল।

www.boiRboi.blogspot.com

অতি প্রত্যূষে চারি বন্ধুতে রওনা হইয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহারা উদয়পুরের নিকটে পৌঁছিল। উদয়াচল সকলকে নিকটবর্তী গ্রাম উস্তালায় আমন্ত্রণ করিয়াছিল—কিন্তু উস্তালায় তাহাদের সনাক্ত করা সহজ তাই চারি বন্ধু উদয়পুরের সন্নিকটে পথিপার্শ্বের একটি বিপণিতে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণার্থে বসিল। খরিদ্দারেরা অনেকেই বিপণির সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আহারাদি করিতেছিল। অবিলম্বে প্রার্থনামত ভোজ্যদ্রব্য আসিল এবং চারিবন্ধু দ্রুতগতিতে আহার সমাধা করিল ; ইত্যবসরে তাহাদের অশ্বগুলিকেও কিছু আহার্য দেওয়া হইল। আহারান্তে চারিবন্ধু বিপণির মালিককে তাহার পাওনা মিটাইয়া দিয়া আসিলে খরিদ্দারদিগের একজন কহিলেন,—'মহাশয়েরা রাজধানী হইতে আসিতেছেন মনে হয়।'

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'হ্যাঁ মহাশয়।'

—'রাজধানীর সংবাদ কি ?'

—'সংবাদ আর নূতন কি ? রঘুদেবের হত্যাকাণ্ডের পর সমস্ত রাজধানী স্তম্ভিত হইয়া আছে।'

—'হত্যাকাণ্ড ! তাহা হইলে আপনারা বিশ্বাস করেন যে রঘুদেবকে রণমল্ল হত্যা করাইয়াছেন ?'

—'আমার বিশ্বাসে কি যায় আসে ! এ সত্যকথা সমস্ত মেবারই স্বীকার করে—কেন আপনি করেন না ?'

প্রত্যুত্তরটা খরিদ্দার ভদ্রলোক জিহ্বায় উচ্চারণ করিলেন না। তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া কহিলেন,—'এ কথা যে উচ্চারণ করে তাহাকে মার্জনা করিতে পারি না।'

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'তোমরা অগ্রসর হও, আমি অনতিবিলম্বেই আসিয়া যোগ দিব। এ ভদ্রলোক আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সুতরাং ইনি যাহাতে স্বয়ং কুমার রঘুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন সে ব্যবস্থা করিয়াই আসিতেছি !'

অগত্যা তিনবন্ধু পুনরায় যাত্রা শুরু করিল। হিমাচল কহিল,

—'চারিজনের একজন কমিল। বন্ধুগণ ! ভুলিও না আমাদের

মধ্যে অন্তত একজনকে মান্দোর পৌঁছিতে হইবেই। বুদ্বুদ যদি আহত অথবা হত হয় তাহা হইলে তাহার পত্র ও পারাবত লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত অশ্বারোহণে উহারা আরাবল্লী পর্বতের নিকটে পৌঁছিল। এই পর্বতের অপর পার্শ্বেই মেবার রাজ্য সীমার শেষ। মান্দোর হইতেছে মালোয়া রাজ্যের রাজধানী। সম্রাট আলাউদ্দীনের সময় হইতে মালোয়ায় একজন মুসলমান শাসককর্তা রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহারই দরবারে চণ্ডদেব আশ্রয় লইয়াছিলেন। বুদ্বুদের ইচ্ছা রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই তাহারা মেবার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া যায়। বস্তুত শত্রুকবলিত স্বদেশই এখন তাহাদের সর্বাপেক্ষা বিপদস্থল। রণমল্ল ও যোধার গুপ্তচর সমগ্র মেবারে ছড়াইয়া আছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কোনও গোলযোগ হইল না। তিনজনে গল্প করিতে করিতে আরাবল্লীর সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়া চলিতেছিল। গিরিসঙ্কট এস্থলে অত্যন্ত সংকীর্ণ—দুইজন অশ্বারোহীর পাশাপাশি চলিতে অসুবিধা। বুদ্বুদ সর্বপ্রথমে, তৎপরে উদয়াচল এবং সর্বশেষে হিমাচল আসিতেছিল। সহসা হিমাচলের অস্ফুট আর্তনাদ শুনিয়া চমকিত বুদ্বুদ পিছনে ফিরিয়া দেখিল হিমাচলের স্কন্ধে একটি তীরবিদ্ধ! সংজ্ঞা হারাইয়া হিমাচল অশ্বের উপর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। বুদ্বুদ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া লক্ষ্য করিল পর্বতের উপরে দশ বারো জন ধানুকী তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে। মুহূর্তে দুইজনে অশ্ব ছুটাইয়া দিল। একটি তীর আসিয়া বুদ্বুদের উষ্ণীষে বিঁধিল। উষ্ণীষ মস্তকচ্যুত হইল। সেই মুহূর্তে পশ্চাতে একটি পতন শব্দ শুনিল বুদ্বুদ! সম্ভবত উদয়াচল আহত হইয়া পড়িল। পশ্চাতে দেখিবার সময় নাই। কেবলমাত্র প্রাণধর্মের তাগিদে বুদ্বুদ বিদ্যুদ্‌বেগে অশ্বকে ছুটাইল। প্রায় অর্ধদণ্ড পূর্ণ আস্কন্দিত গতিচ্ছন্দে আসিয়া বুদ্বুদ বুঝিল বিপদ উদ্ধার হইয়াছে! সে রাজপথ হইতে নামিয়া একটি বৃক্ষান্তরালে আসিয়া অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিল। নিজেও ক্লান্ত দেহ শ্যাম শষ্পের উপর বিছাইয়া দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় যাত্রা করিবে।

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পরই দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া বুদ্বুদ সন্তর্পণে লক্ষ করিয়া দেখিল উদয়াচল আসিতেছে। নিকটবর্তী হইলে সে তাহাকে থামাইল।

—'হিমাচলের কি হইয়াছে?'

—'না মরিলে আহত হইয়াছে!'

—'আর তুমি? তুমি আহত হইয়া পড়িয়া গেলে মনে হইল!'

—'না, আমি আহত হই নাই। আমার অশ্বটি আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। আমি হিমাচলের অশ্বটি লইয়া চলিয়া আসিয়াছি।'

অতঃপর দুইবন্ধু পুনরায় যাত্রা শুরু করিল। এক্ষণে অশ্ব দুইটির আর দ্রুতগতিতে যাইবার শক্তি নাই। তাহারা ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইল।

বুদ্বুদ কহিল,—'সম্ভবত আমরা মেবার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছি।'

—'না, আর অর্ধযোজন দূরে কোত্রার পান্থশালা। সবরমতী তীরের এই পান্থশালাই মেবারের সীমানা। চল, আজ রাত্রিতে এই পান্থশালাতেই আশ্রয় লই।'

'না; মেবার অতিক্রম না করিয়া রাত্রি যাপন করিব না। পান্থশালায় গিয়া কাজ নাই—এ পাপরাজ্যে আর এক মুহূর্ত নহে।'

উদয়াচল হাসিল, কহিল,—'মেবার না তোমার মাতৃভূমি!'

—'মাতৃভূমি যে ভাবে প্রতিপদে আমাদের অভ্যর্থনা করিতেছে তাহাতে সেকথা ভুলিতে বসিয়াছি।'

উদয় কহিল,—'বেশ; রাত্রিবাস না কর, পান্থশালায় নৈশ আহারটা সমাধা করা যাউক।'

এ প্রস্তাবে বুদ্বুদ তৎক্ষণাৎ রাজী। বস্তুত ক্ষুধায় তাহার জঠর এতক্ষণে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তাহা ভিন্ন অশ্বও আর বহিতে অশক্ত। অল্পক্ষণ পরেই উভয়ে পান্থশালায় পৌঁছিল; কিন্তু পান্থশালার প্রাঙ্গণে অনেকগুলি অশ্ব বিচরণ করিতেছে দেখিয়া দুজনেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

উদয় কহিল,—'তুমি অপেক্ষা কর, আমি পূর্বে সংবাদ লইয়া আসি।'

বুদ্বুদ অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেই তাহার অশ্বটি মাটিতে পড়িয়া গেল। উদয়াচল একাই পান্থশালার সন্নিকটে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিজন সশস্ত্র সৈনিক তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল।

একজন রাজপুরুষ প্রশ্ন করিল,—'আপনার নামটি জানিতে পারি মহাশয়?'

অপর দুইজন সৈনিক তখন মুক্ত কৃপাণ হস্তে বুদ্বুদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

উদয়াচল চীৎকার করিয়া বলিল,—'আমার নাম বুদ্বুদ সর্দার। কিন্তু এভাবে আমাকে প্রশ্ন করার অর্থ?'

উদয়াচলের কথা শেষ হইল না। চারিজন সৈনিকই একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিল, এমন কি যে দুইজন সৈনিক অগ্রসর হইতেছিল—তাহারাও উদয়াচলের আত্মপরিচয় শুনিয়া তাহারই দিকে ফিরিল। বুদ্বুদ আর কালবিলম্ব করিল না। উদ্যানে ভ্রমণরত একটি অশ্বের উপর উঠিয়া তীরবেগে মালবের দিকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বুদ্বুদের নিকট হইতে পত্র পাইয়া যুবরাজ চণ্ডদেব পত্রপাঠ করিলেন! পত্রে লেখা ছিল—

'দাদাভাই, তুমি ব্যাঘ্র ধরিবার ফাঁদ তৈয়ারী করিয়া শীঘ্রই ফিরিবে বলিয়াছিলে। আজও ফিরিয়া আসিলে না। তোমার পথ চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যাঘ্র দুইটির অত্যাচারে এখানে কেহই শান্তিতে বাস করিতে পারিতেছে না। ব্যাঘ্র দুইটি ছোড়দাকে খাইয়াছে। আয়ী ঠাকুমাকে খাইয়াছে, পিসীকেও কোথায় টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমাকে খাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছে। তোমার দুইটি পায়ে পড়ি তুমি ফিরিয়া আইস।'

পত্রের এই পর্যন্ত হস্তাক্ষর বালকোচিত। পরের অংশের হস্তাক্ষর অধিকতর নিপুণ।

'জানি, তোমার চরণে আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। অন্যায় যদি করিয়াই থাকি নিজে আসিয়া শাস্তি দাও। আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব। আর কেহ না জানিলেও তুমি তো জানো দাদাভাই, প্রথম দিন হইতেই তোমাকে আমি কী চক্ষে দেখিয়াছি। আজ ভাগ্যবিড়ম্বনায় আমি তোমার প্রণম্য—তাই কি আমায় ত্যাগ করিলে? কিন্তু এ ব্যবস্থা তো আমি করি নাই। কে তোমায় প্রতিজ্ঞা করিতে বলিয়াছিল? কেন আমার জীবন ব্যর্থ করিয়া এ সম্মানের পদে আমায় অধিষ্ঠিত করিলে! আমি জানি ইহাতে তুমিও সুখী হইতে পার নাই। তুমি যখন এখানে ছিলে তখন তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আপন অন্তর্দাহে আমি তখন অন্ধ ছিলাম। সে পাপের কি এত বড় শাস্তি? ছোড়দাদার মৃত্যু, আয়ীমায়ের মৃত্যুতেও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? যদি না হইয়া থাকে তুমি স্বয়ং আসিয়া আমার শাস্তির ব্যবস্থা কর। আমার হঠকারিতায় সমগ্র মেবার কেন শাস্তি পাইবে? ভুলিও না, তুমি মেবারকে রক্ষা করিতে পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

'আজ এখানেই শেষ করিতেছি। পারাবতের মারফত প্রত্যুত্তর দিও। জীবনের প্রথম শেষ প্রণাম আজ পাঠাইতেছি। সামাজিক মর্যাদায় আমি উচ্চে অধিষ্ঠিত এই অছিলায় আমার প্রণাম প্রত্যাখ্যান করিও না।

ইতি—তোমার ছোটভাই মুকুল।'

পত্রটি পড়িতে পড়িতে চণ্ডদেবের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। এ পত্রের প্রতিছত্রে মুকুলের পিছন হইতে কাহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে। এ-প্রণাম রাজা তাঁহার অধীনস্থ সর্দারকে পাঠাইতেছেন না, এ প্রণাম আসিতেছে তাঁহারই কাছ হইতে যাঁহাকে চণ্ডদেব প্রণাম করিলেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন।

চণ্ডদেব তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর লিখিয়া পারাবতের পক্ষতলে

লুক্কায়িত করিয়া পারাবতটিকে ছাড়িয়া দিলেন। শূন্যে পাক খাইতে খাইতে পারাবত নীল আকাশের তলায় মেঘশুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া চিতোরের দিকে ভাসিয়া চলিল। তাহার মুক্ত পক্ষে সূর্যকিরণের আশীর্বাদের স্পর্শ লাগিল—যেন স্বয়ং দিনকর সূর্যবংশের এই আশার মন্ত্রবহনকারী পক্ষীটির দেহে কল্যাণ-হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

অতঃপর চণ্ডদেব বুদ্ধুদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেন। তাহার সহিত চিতোর জয়ের পরামর্শ করিলেন। বুদ্ধুদের পুনরায় চিতোরে প্রত্যাবর্তনের উপায় ছিল না—সেস্থলে তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। অগত্যা বুদ্ধুদকে চণ্ডদেবের আশ্রয়েই থাকিতে হইল। বুদ্ধুদকে এইখানে রাখিয়া আমরা এক্ষণে চিতোর দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিব।

মীনকেতন বিশ্বাস করে নাই তিলাঞ্জলিকে দস্যুতে অপহরণ করিল। যোধা মীনকেতনকেই সন্দেহ করিলেন; মীনকেতন সন্দেহ করিল রাও রণমল্লকে। এমন কি সে রণমল্লকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল অথচ তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। মীনকেতন সুতরাং রণমল্লের মহলে গুপ্তচর রাখিলেন। অল্পদিন পরেই সংবাদ আসিল রণমল্লের খাস কামরায় গভীর রাত্রে একটি রমণীমূর্তি দেখা যায়, স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে কোন এক বন্দিনী নারীর আর্ত রুদ্ধ ক্রন্দন পাষাণশিলায় আঘাত খাইয়া ফিরে। অথচ রণমল্লের মহলে অনবরত লোকজন যাতায়াত করিতেছে—সন্দেহ হইবার কোনও কারণ নাই। ক্রন্দন তো রণমল্লের কক্ষ হইতে আসে না, কক্ষের প্রাচীর ভেদ করিয়া মর্মরশিলা যেন রুদ্ধশ্বাসে গুমরিয়া মরে। কথাটা লইয়া প্রহরী মহলে আলোচনা শুরু হইল। রণমল্লের কানেও উঠিল। তিনি বলিলেন,—এ শব্দ তিনিও শুনিয়াছেন। প্রতিবিধান করিবার জন্য আয়ীমাতার আত্মার সদ্‌গতি করিতে যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হইল। তৎপরে আর কেহ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইল না। সকলেই বুঝিল আয়ীমাতার অতৃপ্ত প্রেতাত্মাই গুমরিয়া ফিরিত।

শুধু বুঝিল না মীনকেতন। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ ক্রন্দন অতৃপ্ত প্রেতাত্মার নহে—বন্দিনী নারীর। তাই সে অন্বেষণ শুরু করিল। যজ্ঞানুষ্ঠানের পর ক্রন্দন বন্ধ হওয়ায় সে বুঝিল তিলাঞ্জলিকে রণমল্ল হত্যা করিলেন। সম্ভবত ঐ কিশোরীটির প্রতি কৌতূহল শেষ হইয়াছিল রণমল্লের।

এই সময় সহসা একদিন গভীর রাত্রে মীনকেতন লক্ষ্য করিল রণমল্লের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া আলোকরশ্মি আসিতেছে। মীনকেতন অগ্রসর হইতে রণমল্লের গৃহরক্ষক প্রহরী বাধা দিল। মীনকেতন জিজ্ঞাসা করিল,—'মহারাজের কক্ষে কে আছে ?'

প্রহরী ওষ্ঠের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়া নীরব হইতে বলিল এবং কর্ণকুহর হইতে দুইটি কার্পাসখণ্ড বাহির করিয়া কর্ণমূল মীনকেতনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিল। মীনকেতন পুনরায় প্রশ্ন করিল। প্রহরী একগাল হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল,—'আমি কানে ভাল শুনিতে পাই না।'

তখন প্রহরীকে উদ্যানে আনিয়া মীনকেতন পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে প্রশ্ন করিল। এইবার প্রহরী বলিল,—'মহারাজ পিশাচসিদ্ধ। প্রতি রাত্রেই প্রেতাত্মার সহিত তিনি কথোপকথন করেন।'

মীনকেতন হাসিল,—'বুঝিলাম। কিন্তু তুমি কানে ভালো শুনিতে পাও না—তদুপরি কর্ণকুহরে কার্পাসখণ্ড দিয়াছ কেন ?'

—'আজ্ঞে মহারাজ বলিয়াছেন, প্রেতযোনির কথা শুনিলে মানুষ একেবারে বধির হইয়া যায়। তাই অন্যান্য প্রহরীরা থাকে না, আমাকেই থাকিতে হয়। আমি অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছি।'

মীনকেতন মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—'বেশ করিয়াছ! কিন্তু তুমি কি জানো না, প্রেতযোনিকে দেখিলেও চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় ? মহারাজ বলেন নাই ?'

—'আজ্ঞে বলিয়াছেন। আমি চক্ষুও বন্ধ করিয়া থাকি !'

—'কিন্তু তোমার উচিত অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া

চক্ষুর উপর বন্ধনী দেওয়া। চক্ষুদ্বয় একবার হারাইলে আর ফিরিয়া পাইবে ?'

প্রহরী এই অকাট্য যুক্তির সারবত্তা প্রণিধান করিল এবং মীনকেতনকে অনুরোধ করিল তাহার চক্ষু দুইটি বাঁধিয়া দিতে। মীনকেতন প্রহরীর উষ্ণীষ দিয়াই তাহার চক্ষুদ্বয় বাঁধিয়া দিল। কর্ণে কার্পাস দিয়া রুদ্ধনয়নে প্রহরী অতঃপর সতর্কভাবে পাহারা দিতে লাগিল, এবং মীনকেতন গবাক্ষের নিকটে আসিয়া ভিতরে দৃক্‌পাত করিল।

ঘরের ভিতর পালঙ্কে মহারাজ রাও রণমল্ল বসিয়া আছেন। সম্মুখে পাষাণের উপর ভূমিতলে তিলাঞ্জলি বসিয়া আছেন। এই কয়দিনেই তাহাকে অতি শীর্ণা ও কাতরা দেখাইতেছিল। রণমল্ল কহিলেন,—'তোমাকে শেষবার বলিতেছি, এখনও বল, কে তোমাকে লইয়া পলাইতেছিল ?'

—'আমি তো বলিয়াছি তাহার নাম বলিব না। অনাহারে আমাকে হত্যা করিতে পারেন কিন্তু তাঁহার পরিচয় আমি দিব না।'

—'তোমার স্পর্ধা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তুমি ভাবিয়াছ তাহার নাম না বলিলে আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব ? ভুল কথা। আজ এক সপ্তাহ তোমাকে আহার্য দিই নাই—সে তোমাকে হত্যা করিবার জন্য নহে। তোমাকে আজীবন এই অন্ধকূপেই থাকিতে হইবে।'

—'অত্যাচারের চরম তো করিয়াছেন—আর কি করিতে পারেন, করুন !'

—'অত্যাচার তো এখনও শুরুই হয় নাই তিলাঞ্জলি। এখনও তোমার ধর্ম নষ্ট হয় নাই। কেন হয় নাই জানো ? সত্যকথা স্বীকার করিলে তোমার স্বামীর নিকটে তোমাকে পৌঁছাইয়া দিব বলিয়া। তুমি বলিয়াছ তুমি বিবাহিতা সুতরাং তোমাকে আমি বিবাহ করিব না—কিন্তু কে তোমাকে দুর্গ হইতে সরাইতেছিল তাহার নাম না বলিলে তোমাকে মুক্তি দিব না।'

তিলাঞ্জলি অধোবদনে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। এতবড় প্রলোভনেও সে মীনকেতনের নামোচ্চারণ করিল না। সখীর কথা তাহার মনে পড়িল। না! তাহার প্রিয় সখীর প্রতি সে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিবে না।

—'নাম বলিবে না?'

—'মহারাজ আমাকে মার্জনা করুন, ক্ষমা করুন।'

তিলাঞ্জলি রণমল্লের পদতলে পড়িল। রণমল্লের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রোষকষায়িত নেত্রে উঠিয়া তিলাঞ্জলির কেশাকর্ষণ করিলেন এবং টানিতে টানিতে কক্ষের অপর প্রান্তে লইয়া গেলেন। পাষাণ চত্বরের একটি গুপ্ত দ্বার উন্মোচন করিয়া তিলাঞ্জলিকে অন্ধকূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গুপ্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। নারীদেহের ভারী পতন শব্দের পরে নৈঃশব্দ্য ঘনাইয়া আসিল। মীনকেতন ধীরপদে নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেল। সে বুঝিল অবিলম্বে চোরের উপর বাটপারি করিতে না পারিলে তাহার নাম প্রকাশ হইয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা।

কুমার রঘুদেবের হত্যাকাণ্ডের পর মেবারীদের অসন্তোষ আর গোপন রহিল না। রঘুদেব রাতারাতি শহীদ হইয়া গেলেন। ঘরে ঘরে রঘুদেবের মূর্তি স্থাপিত করিয়া পূজা চলিতে লাগিল। প্রথমে যাহারা রঘুদেবের হত্যাকাণ্ডে রণমল্লকে দায়ী করিতেছিল তাহাদের রাজপ্রহরীরা বিচারার্থে রাজসকাশে আনিত। কিন্তু অচিরেই রণমল্ল দেখিলেন শাস্তি দিয়া একথা বন্ধ করা যায় না। সমস্ত মেবার এক বাক্যে রণমল্ল ও যোধরাওকে হত্যাকারী বলিতেছে। সুতরাং একথা উপেক্ষা করাই তাঁহারা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন।

গণ্ডগোলের এখানেই শেষ নহে। সর্বত্র প্রচারিত হইল রানা মুকুলকেও রণমল্ল দুর্গমধ্যে হত্যা করিয়াছেন। তাই দুর্গের বাহিরে তাঁহাকে আনা হইতেছে না। প্রজাদিগের এই বিদ্রোহী মনোভাব

জানিয়াও প্রকাশ্য দরবার আহ্বান করিতে রণমল্ল সাহসী ছিলেন না। মুকুলকেও দুর্গের বাহিরে আসিতে দিতেন না। ফলে গুজব দাবানলের মত রাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। দূর দেশ হইতে ভীল, মীনা, আহেরিয়া জাতির সর্দারেরা সমরসাজে সজ্জিত হইয়া রাজধানী অভিমুখে চলিল।

রণমল্ল ও যোধরাও প্রমাদ গণিলেন। উভয়ে আসিয়া মধুশ্রীর শরণাপন্ন হইলেন। কী করা যায়? মধুশ্রী পরামর্শ দিলেন রানাকে লইয়া আহেরিয়ায় যাওয়া হউক। প্রকাশ্য স্থানে রানাকে শিকার করিতে দেখিলে প্রজারা শান্ত হইবে। কথাটা রণমল্লের ভালো লাগিল না। শিকারে যাইতে হইলে সশস্ত্র যাইতে হয়। প্রজারাও সশস্ত্র থাকিবে সুতরাং যুদ্ধ বাধিতে বিলম্ব হইবে না। এ প্রস্তাবে তাঁহার মন সরিল না। তখন মধুশ্রী বলিলেন,—

—'তাহা হইলে রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে রানা পূজা লইয়া যান। প্রতিদিন এক এক এলাকায় গিয়া পূজা দিয়া আসুন। তাহা হইলেও সকলে তাঁহাকে জীবিত দেখিবে এবং বুঝিবে আমাদের বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য চলিতেছে তাহা সর্বৈব মিথ্যা।

রণমল্ল এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রতিদিন নানা পূজার উপকরণ লইয়া রানা মুকুল অশ্বারোহণে রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসেন। রানাকে স্বচক্ষে দেখিয়া প্রজাগণ শান্ত হয়। কখনও কখনও স্বয়ং মধুশ্রীও পালকিতে করিয়া রানার সহিত পূজা দিয়া আসেন।

এইরূপে বিদ্রোহের বহ্নিতে রণমল্ল বারি সেচন করিলেন।

বুদ্ধুদ মালবে যাইবার পথে তিন বন্ধুকে তিন বিপদের মধ্যে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিল পাঠক নিশ্চয়ই জানিতে উৎসুক।

তিন বন্ধুই উদয়পুরে পুনর্মিলিত হইল। বিন্ধ্যাচল তাহার তার্কিক বন্ধুটিকে সন্দেহভঞ্জনার্থে স্বয়ং রঘুদেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল।

হিমাচল আহতাবস্থায় উদয়পুরে রাখাল বালকদের দ্বারা নীত হইয়াছিল। আর উদয়াচলকে রাজসকাশে আনা হইলে প্রমাণিত হয় যে তাহার নাম বুদ্বুদ নহে। তাহার বিরুদ্ধে কোনও পরোয়ানা নাই।

তিন বন্ধু উদয়পুরে মিলিত হইলে উদয়াচল বলিল,—'বুদ্বুদের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। রাজধানীতে যাওয়া আপাতত উচিত হইবে না। তোমরা যদি অনুমতি কর নিকটেই উন্তালা গ্রামে আসিয়া আমার অতিথি হইতে পার।'

হিমাচল হাসিয়া কহিল,—'উন্তালা রাজ্য তো তোমার নহে—মেহ্‌রা সর্দারের সম্পত্তির যিনি মালিক তিনি নিমন্ত্রণ না করিলে কেমন করিয়া যাই?'

উদয়াচলও হাসিয়া কহিল,—'মেহ্‌রা সর্দারের সম্পত্তির আমি মালিক নহি—কিন্তু 'মালকানির' অনুগত ভৃত্য বটে। সুতরাং অনুপস্থিত সর্দারণীর পক্ষে এই ভৃত্যের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয়।'

তিন বন্ধুই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সকলে উন্তালা গ্রামে গিয়া উদয়াচলের গৃহে অপেক্ষা করাই স্থির করিল। যাত্রার পূর্বেই কথা হইয়াছিল কাহারো আত্মগোপনের প্রয়োজন হইলে উন্তালায় আসিয়া অপেক্ষা করিবে। সুতরাং আশা করা যায় বুদ্বুদ ফিরিবার পথে উন্তালায় সংবাদ লইবে।

উদয়াচলের মনিব, অর্থাৎ স্বর্গগত মেহ্‌রা সর্দারের কন্যা লছমী তিনবন্ধুকে দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইল। তাহার এই গ্রাম্য কুটিরে কেহ আতিথ্য গ্রহণ করে না—সুতরাং তিন বন্ধুকে একসঙ্গে পাইয়া সে যেন দিশাহারা হইয়া গেল। তদুপরি হিমাচল আহত। তাহার সেবার ভারও লইতে হইল।

লছমীর বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ, একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে তাহার। অথচ এই শ্যামাঙ্গী তন্বীটিকে কিশোরী বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাণবন্যার চঞ্চলতায় যৌবন যেন এখনও কৈশোরের স্থান অধিকার করে নাই। সে চলিতে গিয়া ছুটিয়া চলে, কথা কহিতে গিয়া যেন গান গাহিয়া ওঠে। চারি বৎসরের শিশুটি ছায়ার মত মায়ের চরণে বাঁধা।

বিন্ধ্যাচল ও উদয়াচল প্রত্যূষে শিকার করিতে যায়—নানা বন্য জন্তু মারিয়া আনে ; গল্প করিতে বসে। লছমী এই অবসরে গৃহকর্মের কাজগুলি সারিয়া লয়।

অল্প সময়েই হিমাচলের সহিত লছমীর শিশুপুত্রটির গভীর বন্ধুত্ব জন্মিল। উদয়াচল তাহার নাম রাখিয়াছিল ভরত। হিমাচল শিশুকে লইয়া ভরতরাজের উপাখ্যান শুনাইত। রাজা দুষ্মন্তের সহিত শিশু ভরতের দ্বন্দ্বযুদ্ধের গল্প শুনিতে শুনিতে ভরতের দুইচক্ষু বর্তুলাকার ধারণ করে। শিশু বলে,—'জ্যেঠা, আমিও বাবার সহিত যুদ্ধ করিব।'

হিমাচল তাহাকে বক্ষে টানিয়া লয়, বলে—'বাবার সহিত কখনও যুদ্ধ করিতে আছে?' তাহার বঞ্চিত পিতৃত্ব যেন বুকের মধ্যে হুহু করিয়া উঠে।

এইভাবে সাতদিন অতিবাহিত হইল। তিন বন্ধুর সুখেই দিন কাটিতেছিল। লছমীর তো খুশীর অন্ত নাই। আর ক্ষুদ্র ভরত মাকে ছাড়িয়া হিমাচলকে যেন পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু এ ভাবে দিনাতিপাত করিলে তো কোনও লাভ নাই। বুদ্বুদের সংবাদ আসিতেছে না কেন? রানা একদিন উদয়পুরেও পূজা দিয়া গেলেন। দুই বন্ধু ভরতকে লইয়া রাজ সন্দর্শনে গেল। হিমাচল গৃহে রহিল।

অবশেষে একদিন বুদ্বুদের পত্রবাহক আসিল। গুপ্তচরের হস্তে বুদ্বুদ পত্র দিয়াছে। তিন বন্ধু পত্র খুলিয়া পাঠ করিল। লছমীও আসিয়া শুনিল। পত্রটি এইরূপ—

'শ্রীএকলিঙ্গ প্রসাদ, শ্রীগণেশ জয়তি,

পরে প্রিয় হিমাচল, সংবাদ পাইলাম আহত অবস্থায় তুমি উন্তালায় মেহ্‌রা সর্দারের গৃহে অবস্থান করিতেছ। আমি পত্র যথাস্থানে অর্পণ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়াছি। শীঘ্রই উন্তালায় গিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব। আশা করি ততদিনে তুমি রোগমুক্ত হইবে। দুর্গজয়ের ব্যবস্থা কি হইয়াছে সাক্ষাতে বলিব। অন্যান্য সংবাদ মঙ্গল।

ইতি—বুদ্বুদ

পুঃ—তোমার আশু রোগমুক্তির জন্য একলিঙ্গজীর মন্দিরে পূজা দিয়াছিলাম। এই সঙ্গে প্রসাদ পাঠাইলাম। তোমার আশু রোগমুক্তি কামনা করি।'

কদলীপত্রে আচ্ছাদিত একলিঙ্গজীর প্রসাদ মস্তকে স্পর্শ করাইয়া লছমী সেটিকে চারিভাগে ভাগ করিতে লাগিল।

ভরত কহিল,—'মা, তুমি চার ভাগ করিলে কেন? আমি খাইব না?'

লছমী কহিল,—'তুমি আমার ভাগ হইতে খাইবে।'

বালক শুনিল না। তড়িৎগতিতে একটি ভাগ উঠাইয়া লইল। উদয়াচল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া ভর্ৎসনা করিল। হিমাচল কহিল,—'তোমাকে শাসন করিতে হইবে না। ও শিশু, খাউক।'

ভরত বাক্য সমাপ্ত হইবার পূর্বে মিষ্টান্ন মুখে পুরিয়া দিল এবং খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাহার দিকে ফিরিল। অট্টহাস্য নহে, যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেছে শিশু। সকলেই ছুটিয়া আসিল। শিশু তখন ভূমিতলে পড়িয়া ছিন্নশির ছাগশিশুর দেহের ন্যায় স্পন্দিত হইতেছিল। হিমাচল চীৎকার করিয়া উঠিল,—'বিষ! বিষ! শীঘ্র একজন চিকিৎসক!'

উদয়াচল তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। লছমী পাগলের মত শিশুর বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। শিশু অস্ফুটে একবার মাতৃসম্বোধন করিল মাত্র। ক্রমে তাহার দেহ ধীরে ধীরে নীলবর্ণ ধারণ করিল। সমস্ত দেহ হিমশীতল হইয়া গেল। উদয়াচল ভেষক লইয়া প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই কীটদষ্ট নীলপদ্মের ন্যায় ভরতের দেহ হইতে শিশুপ্রাণ মুক্তি লইয়াছে।

ভরতের মৃত্যুতে লছমী এবং উদয়াচল একেবারে দিশাহারা হইল। উদয়কে উন্তালায় রাখিয়া হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল চিতোর অভিমুখে চলিল। আর এ গ্রামে হিমাচলের মন টিকিতেছিল না।

রাজস্থানে দেওয়ালীর উৎসব বড় আনন্দের দিন। বড় পুণ্যদিনও

বটে। আজ অতি প্রত্যূষে মধুশ্রী শিশুপুত্রকে লইয়া গোগুন্দা গ্রামে ৺সুন্দেশ্বরীর পূজা দিতে গিয়াছেন। গোগুন্দা চিতোরের দক্ষিণ-পশ্চিমে মাত্র এক যোজন দূরে, কিন্তু পূজা ঘোর অমাবস্যা রাত্রে হইবে—সুতরাং রানা ও রাজমাতা মধ্য-রাত্রের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। রাজপুরীর সকলেই অল্প-বিস্তর নেশা করিয়াছে। কেহ অহিফেন, কেহ সুরা, কেহ বা অন্য কোনও মাদক দ্রব্য। প্রভাত হইতেই আনন্দ উৎসবের বন্যাস্রোত বহিতেছে। রাজাবরোধের বন্ধনী কিছু শিথিল। রণমল্ল সমস্ত দিন সুরাপান করিয়াছেন। যোধরাও কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজপুরী হইতে একাকী কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। মীনকেতন বুঝিল এই সুযোগ। আজ অমা-নিশীথিনীর অন্ধকারে গুপ্তকক্ষ হইতে তিলাঞ্জলিকে উদ্ধার করিতে না পারিলে আর কোনও দিন সুযোগ আসিবে না। সে শুধু রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ক্রমে রাত্রি হইল। প্রাসাদশিখরে দীপাবলী শোভিত; সমস্ত চিতোর যেন আলোকমালার কণ্ঠহার পরিয়াছে। মাঝে মাঝে রঙিন আতশবাজী শূন্যে উঠিয়া আকাশে তারাফুল ছড়াইয়া দিতেছে। বিস্ফোরক ও বাদ্যের মুহুর্মুহু নিনাদে রাজধানী মুখরিত। মীনকেতন মন্দুরা হইতে একটি তেজস্বী কাম্বোজ লইয়া তাহাকে সুসজ্জিত করিল। রাত্রি একপ্রহর অতীত হইলে নিঃশব্দে মুক্ত কৃপাণ হস্তে রণমল্লের শয়নকক্ষের দিকে চলিল। আজ দ্বারে প্রহরী নাই। সম্ভবত সেও নেশায় অভিভূত—কোথায় স্ফূর্তি করিতেছে। মীনকেতন দেখিল রণমল্লের কক্ষে প্রদীপ জ্বলিতেছে। গবাক্ষ পথে দেখিল, রাও রণমল্ল পালঙ্কে অর্ধশয়ান অবস্থায় পড়িয়া আছেন—তিলাঞ্জলি তাঁহার আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। তিলাঞ্জলি এ কয়দিনে আরও শীর্ণা হইয়াছে। তাহাকে আর যুবতী রমণী বলিয়া মনে হয় না। স্নানাভাবে কেশরাশি রুক্ষ, মুখ মলিন। তাহার বেশবাস অসংবৃত সম্ভবত দুর্বল শরীরে রণমল্লের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতেই তাহার এই দুর্দশা। রণমল্ল অত্যধিক মদ্যপান

করিয়াছিলেন। জড়িত কণ্ঠে কলিলেন,—ক্রীতদাসি! এখনও তাহার নাম বলিবি না!'

তিলাঞ্জলি রণমল্লের কবলমুক্ত হইয়াছিল,—দূরে সরিয়া বেশবাস সংযত করিয়া কহিল,—'না, মারিয়া ফেলিলেও বলিব না।'

রণমল্ল কহিলেন,—'মারিব না—তোকে মারিব না—কিন্তু তোর কী সর্বনাশ করি দেখ্!'

একপদ অগ্রসর হইতেই কিন্তু তিনি স্খলিত-চরণে ভূতলে পড়িলেন। তিলাঞ্জলি পিছাইতে পিছাইতে রুদ্ধ কবাটে বাধা পাইল। রণমল্ল রাও অতিকষ্টে গাত্রোত্থান করিলেন। হাত বাড়াইয়া পুনরায় একপাত্র মদ্য পান করিয়া তিলাঞ্জলির দিকে ফিরিতেই পুনরায় তাঁহার মস্তক টলিয়া উঠিল। তিনি একটি ক্ষুদ্র চারপাইয়ের উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তিলাঞ্জলি আর কালবিলম্ব না করিয়া পার্শ্ববর্তী রৌপ চষকদানি লইয়া শায়িত রণমল্লের মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। রণমল্লের কপাল কাটিয়া গেল, রক্ত ছুটিল, কিন্তু তাঁহার নেশা ছুটিল না। তখন তিলাঞ্জলি ক্ষিপ্রহস্তে আপন ওড়না দিয়া রণমল্লকে খাটিয়ার সহিত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল। রণমল্ল বাধা দিলেন না—বোধকরি তিনি অচৈতন্য তুরীয় অবস্থায় এ বিষয় জানিতেও পারিলেন না। তিলাঞ্জলি দ্বারের দিকে ফিরিল। দ্বার ভিতর হইতেই অর্গলবদ্ধ। রণমল্লের নিকট অর্গলের কুঞ্চিকা পাওয়া গেল। কম্পিতহস্তে দ্বার খুলিবার উপক্রম করিতেই মীনকেতন সশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া তিলাঞ্জলির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। তাহার রক্ষক তাহা হইলে তাহাকে ভোলে নাই। তিলাঞ্জলি মীনকেতনের দিকে একপদ অগ্রসর হইতেই মীনকেতন সবলে তাহাকে বাহুমধ্যে আকর্ষণ করিল।

তিলাঞ্জলি এ ব্যবহারে যেন বজ্রাহত। সেই আত্মরক্ষার্থে মীনকেতনকে প্রতিহত করিবার উপক্রম করিতেই মীনকেতন তাহাকে দুইহস্তে শূন্যে তুলিয়া কহিল,—'কোন প্রতিবাদ করিলে দ্বিতল হইতে নীচে নিক্ষেপ করিব।'

তিলাঞ্জলির আর শক্তি ছিল না। অস্নাত, অভুক্ত, অত্যাচার-জর্জরিত ক্ষীণতনু মেয়েটির শরীরে শেষ রক্তবিন্দুও যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। সে কোনও বাধা দিতে পারিল না। নির্জীবের মত মীনকেতনের বাহুবন্ধে পড়িয়া রহিল। বস্তুত যাহাকে রক্ষা করিতে দীর্ঘদিন সে এত নির্যাতন সহ্য করিয়াছে সেই সখীর স্বামী যে এরূপ ব্যবহার করিতে পারে তাহা জানিবার পর তিলাঞ্জলির আর বাঁচিবারই ইচ্ছা ছিল না। হতচেতন নারীরত্ন লইয়া দ্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হইয়াই মীনকেতন শুনিল দুর্গ-দ্বারদেশে কিসের গণ্ডগোল হইতেছে। দ্বারপথে আসিয়া দেখিল দশ বারো জন অশ্বারোহী রণমল্লের মহলের দিকে আসিতেছে। মীনকেতন বুঝিল গুরুতর কিছু হইয়াছে। পলায়নের উপায় নাই। মুহূর্তে প্রহরীরা আসিয়া পড়িবে। কালবিলম্ব না করিয়া মীনকেতন গুপ্তদ্বার পথে তিলাঞ্জলিকে লইয়া প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিল। ভিতর হইতে রন্ধ্রমুখ বন্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

রানা মুকুলকে লইয়া মধুশ্রী ৺সুন্দেশ্বরীর পূজা দিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত একশত মারবারী অশ্বারোহী যোদ্ধা রানার দেহরক্ষী হিসাবে আসিয়াছে। ৺সুন্দেশ্বরীর পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। গোশুন্দা দুর্গের মীনার চূড়ায় রাজমাতা মধুশ্রী রানাকে লইয়া উঠিলেন। সমস্ত গোশুন্দা গ্রামের গৃহে গৃহে দীপাবলীর সজ্জা—আতশবাজী—ফুলঝুরি। শিশু রানা দুর্গের শীর্ষে প্রদীপ সাজাইতে ব্যস্ত—সকলেই নানা আনন্দে উৎসবে মগ্ন। শুধু রাজমাতা মধুশ্রী নিষ্পলক নেত্রে দক্ষিণ দিকে চাহিয়া আছেন। আজ চণ্ডদেবের আসিবার কথা! তাঁহার সংকেত লক্ষ্য করিতে যেন ভুল না হয়। চণ্ডদেব লিখিয়াছেন, দীপান্বিতার রাত্রে মধুশ্রী যেন রানাকে লইয়া গোশুন্দা দুর্গে তাঁহার প্রতীক্ষা করেন। চণ্ডদেব সেইস্থলে রাজমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। যদি কোনও কারণে সাক্ষাৎ করা সম্ভবপর

না হয়, তাহা হইলে দুর্গের দক্ষিণ কোণে রাত্রি একপ্রহরের পরে একযোগে দশটি হাউই উঠিবে। এই সঙ্কেত দেখিলে কালবিলম্ব না করিয়া যেন মধুশ্রী চিতোর দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেন।

সমস্ত দিন গোশুন্দা দুর্গে অপেক্ষা করিয়া মধুশ্রী বুঝিলেন চণ্ডদেব আসিলেন না। আসিলেও একশত মারবারী প্রহরীর চক্ষু এড়াইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মধুশ্রীর চক্ষু সজল হইল। সহসা এই সময় তিনি লক্ষ্য করিলেন দুর্গের দক্ষিণ দিকে একযোগে দশটি হাউই সশব্দে আকাশে উঠিল। একসঙ্গে ফাটিয়া সহস্র পুষ্প-ধারায় তাহারা ঝরিয়া পড়িল। সমস্ত দুর্গের উপর তাহার আলোকপাত হইল। সকলেই এই অপূর্ব রোশনাই দেখিল—পুনরায় আতশবাজী উঠিবে বলিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল—কিন্তু অমানিশীথিনীর যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রহিল। মধুশ্রী দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া মুকুলকে ক্রোড়ে লইলেন। পালকি লইয়া অবিলম্বে তিনি চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পালকিতে উঠিয়া মুকুল নিদ্রাভিভূত হইলেন। মধুশ্রীর বিনিদ্র নয়ন ঈষদুন্মুক্ত দ্বারপথে অধীর আগ্রহে চাহিয়া রহিল। চণ্ডদেবকে পথে কোথাও দেখা গেল না। শুধু চিতোরের নগর সীমার নিকট সহসা মধুশ্রী দেখিলেন চল্লিশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে পালকির পাশ দিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া গেল। অশ্বারোহীদিগের পুরোভাগে একজন কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত রাজপুরুষ পালকির পাশ দিয়া যাইবার সময় রানাকে অভিবাদন করিলেন শুধু। শূলহস্ত বিরাটকায় রাজপুতটিকে অন্ধকারে চিনিতে পারা গেল না—কিন্তু আনন্দে উত্তেজনায় মধুশ্রীর তনুদেহ শিহরিয়া উঠিল। তিনি নিশ্চিত বুঝিলেন কুমার চণ্ডদেব স্বয়ং এই অশ্বারোহীদলকে লইয়া রানার অগ্রে অগ্রে চিতোরে চলিলেন।

মধ্যরাত্রে পালকি দুর্গদ্বারে পৌঁছিল। পালকির পুরোভাগে অপরিচিত অশ্বারোহীদের দেখিয়া দুর্গরক্ষক কহিল,—'তোমরা কে?'

অশ্বারোহী দলপতি কহিল,—'মীনাসর্দার! গোশুন্দা হইতে রানাকে নিরাপদে দুর্গমধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছি।'

পালকি সমেত অশ্বারোহীদল দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শত মারবারী অশ্বারোহীও প্রবেশ করিল। পশ্চাদাগত মারবারী দলপতি দুর্গরক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল,—'আমাদের অগ্রে যে অশ্বারোহীদল আসিতেছিল তাহারা কোথায় গেল?'

রক্ষক কহিল,—'দুর্গমধ্যে।'

—'সর্বনাশ! করিয়াছ কি!'

দলপতির কথা শেষ হইল না। একটি বল্লম আসিয়া তাহার বক্ষপঞ্জর বিদ্ধ করিল। অতর্কিত আক্রমণে দুর্গরক্ষী সচেতন হইতে হইতেই কাহার মুক্ত সায়ক তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল। তারপর সেই অন্ধতমসাবৃত রজনীতে দুর্গদ্বারে একটি খণ্ড যুদ্ধ বাধিল। দুর্গদ্বার আর বন্ধ করিবার অবকাশ মিলিল না। চল্লিশ জন অশ্বারোহী দুর্গের ভিতর হইতে এবং অসংখ্য মেবারী সৈন্য দুর্গের বাহির হইতে একযোগে অতর্কিত আক্রমণ করায় মারবারী সেনাবাহিনী মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। যে যাহার প্রাণ বাঁচাইতে ছুটিল। মুক্ত কৃপাণ হস্তে চণ্ডদেব, বুদ্বুদ এবং আরও কয়েকজন রণমল্লর মহলে আসিলেন। যোধরাওকে দুর্গমধ্যে পাওয়া গেল না। খাটিয়ার সহিত দৃঢ়বদ্ধ অদ্ভুত অবস্থায় রণমল্লের সাক্ষাৎ মিলিল।

মুক্ত তরবারি দেখিয়া রণমল্লের নেশা ছুটিল। পৃষ্ঠে আবদ্ধ খট্টাঙ্গ লইয়া রণমল্ল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাও রণমল্ল এককালে দৃঢ়হস্তেই অসি ধরিতেন। মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন না, কহিলেন,—'চণ্ড! আমি একটি দেশের নৃপতি। এভাবে আমাকে হত্যা করিও না। তরবারি হস্তে আমাকে মরিতে দাও।'

চণ্ডদেব কহিল,—'বেশ তাহাই দিতেছি। তরবারির অগ্রভাগ দিয়া তিনি রণমল্লের বন্ধন উন্মুক্ত করিলেন। রণমল্ল তৎক্ষণাৎ ধাতুপাত্র তুলিয়া লইয়া সম্মুখস্থ মেবারী সৈনিকের মস্তকে সজোরে আঘাত করিলেন। মেবারী পড়িয়া গেল। রণমল্ল তখন চণ্ডদেবকে আঘাত

করিবার জন্য বাহু উত্তোলন করিলেন কিন্তু তৎপূর্বেই একটি বল্লম আসিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে আমূল বিদ্ধ হইল। প্রাণহীন রাও রণমল্লের দেহ চণ্ডদেবের চরণতলে লুটাইল। চণ্ডদেব দেখিলেন বল্লম বুদ্ধুদের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

রণমল্লকে শেষ করিয়া সকলে যোধরাওয়ের সন্ধানে চলিলেন। কক্ষ জনশূন্য হইল। কিন্তু বুদ্ধুদ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ কেমন করিয়া সম্ভব। রণমল্লের রক্তমাখা ওড়নাটি লইয়া বুদ্ধুদ একদৃষ্টে দেখিতেছিল। এই রক্ত চীনাংশুকটি তো তাহার অচেনা নহে। কিন্তু একই রকম বস্ত্র দুইটি থাকা বিচিত্র নহে। পরীক্ষা করিতে করিতে বুদ্ধুদ লক্ষ্য করিল বস্ত্রখণ্ডের একটি প্রান্তে তিলাঞ্জলির নামের আদ্যঅক্ষর খচিত রহিয়াছে। চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে বুদ্ধুদ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রণমল্লের কক্ষে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গুপ্ত দ্বারপথ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইল। দক্ষিণ হস্তে মুক্ত কৃপাণ, বামস্কন্ধে অর্ধমূর্ছিতা রমণী লইয়া মীনকেতন রন্ধ্রমুখ হইতে বাহির হইল। সম্মুখেই রাও রণমল্লের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ। মীনকেতন বুঝিল শত্রুপক্ষ দুর্গ দখল করিয়াছে। এক্ষণে তাহার পক্ষে নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়া পলায়নই কঠিন—এই অর্ধমূর্ছিতা রমণীকে লইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মীনকেতন তিলাঞ্জলিকে রণমল্লের রক্তস্রোতে নামাইয়া দিল—এবং গবাক্ষ পথে অগ্রসর হইল। তাহার পর কি ভাবিয়া ফিরিল। মনে হইল সে তিলাঞ্জলিকে পাইল না বটে কিন্তু বুদ্ধুদ তাহাকে লাভ করিবে। এ চিন্তা মীনকেতনের বক্ষে আগুন ধরাইয়া দিল। হতভাগিনীকে শেষ করিয়া যাইতে হইবে। মীনকেতন তিলাঞ্জলিকে হত্যা করিতে তরবারি উঠাইল। তিলাঞ্জলি প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তরবারি তিলাঞ্জলির স্কন্ধে নামিবার পূর্বেই একটি তীর আসিয়া মীনকেতনের বক্ষপঞ্জরে আমূল বিদ্ধ হইল। মীনকেতন যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া দেখিল দ্বার পথে বুদ্ধুদ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হস্তধৃত শার্ঙ্গের ছিলা এখনও বেতসপত্রের ন্যায় কম্পমান।

তিলাঞ্জলির পতন শব্দেই আকৃষ্ট হইয়া বুদ্বুদ ফিরিয়াছিল। তাহার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সে ধনুকে তীর যোজনা করিল এবং মীনকেতনের আয়ুধ তিলাঞ্জলির অঙ্গ স্পর্শ করিবার পূর্বেই তাহার তীর অব্যর্থ লক্ষ্যে মীনকেতনের বক্ষপঞ্জর বিদ্ধ করিল। মীনকেতন ঘুরিল। বামহস্তে তীর উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিল। আমূলবিদ্ধ শর নিষ্ক্রান্ত হইল না—ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছুটিল।

মীনকেতন কহিল,—'তোমার সহিত অসিযুদ্ধ করিবার বাসনা ছিল, সে আশা আমার পূর্ণ হইল না।'

বুদ্বুদ কহিল,—'আমারও সে আশা অপূর্ণ রহিল। নারীহত্যা নিবারণ করিতেই তোকে এভাবে বধ করিলাম।'

মীনকেতনের দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। তাহার কণ্ঠ দিয়া আর কোনও শব্দ বাহির হইল না। অচেতন তিলাঞ্জলিকে বক্ষে লইয়া বুদ্বুদ কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মূর্ছিতা তিলাঞ্জলি কিছুই জানিল না।

অচেতন তিলাঞ্জলিকে মধুশ্রীর চরণতলে রাখিয়া বুদ্বুদ দুর্গদ্বারে আসিল। কুমার চণ্ডদেব এবং উপেন্দ্রবজ্র সসৈন্য পূর্বেই যোধরাওয়ের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। যোধরাও দুর্গমধ্যে ছিলেন না। বাহির হইতে দুর্গের পতন সংবাদ শুনিয়া তিনি দ্রুতগতি অশ্বপৃষ্ঠে মহর্ষি হরোয়া সঙ্কলের যোগাশ্রমের দিকে পলায়ন করিলেন।

অন্ধ তামসী রাত্রি মুহুর্মুহু রানার জয়ধ্বনিতে সচকিত হইয়া উঠিল। দুর্গজয় সমাপ্ত। রানা নিষ্কণ্টক। মারবারী দস্যুদল পলায়িত! বুদ্বুদ দুর্গদ্বারে আসিয়া ক্লান্তদেহে বসিয়া পড়িল। এইস্থলে তাহার তিনবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর আলিঙ্গন করার পর বুদ্বুদ কহিল,—আজ আমার কর্তব্য শেষ হইয়াছে! এস এক্ষণে আনন্দ করি।'

হিমাচল কহিল,—'আমার কর্তব্য এখনও শেষ হয় নাই বুদ্বুদ; আমাকে বিদায় দাও।'

বুদ্বুদ সবিস্ময়ে কহিল,—'কেন ?'

—'শতভিষা। আজ রাত্রেই সে পলায়ন করিবে। আমি সন্ধান পাইয়াছি সে কোথায় আছে। তাহার সহিত আমার বোঝাপড়া এখনও শেষ হয় নাই। তোমরা আনন্দ কর আমি আসিতেছি।'

উদয়াচল কহিল,—'আমারও কর্তব্য এখনও অসমাপ্ত।'

বুদ্বুদ বলিল,—'সকলের কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো আনন্দ হইতে পারে না। বেশ, চল কোথায় যাইতে হইবে।'

হিমাচল কহিল,—'প্রথমে তোমার গৃহে।'

হিমাচল স্বয়ং দলপতি হওয়ায় কেহ আর কোনও প্রশ্ন করিল না। চারিবন্ধু বুদ্বুদের গৃহে পৌঁছিলে হিমাচল কহিল,—'বুদ্বুদ, তুমি বহুদিন পূর্বে শতভিষার একখানি পত্র পাইয়াছিলে। সেখানি আছে ?' বুদ্বুদ বিনাবাক্যব্যয়ে তাহার পেটিকা হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। সেখানি লইয়া হিমাচল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া উদয়াচলের হস্তে দিল।

উদয়াচল পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইল। বিনাবাক্যব্যয়ে চারিবন্ধু পথে নামিল।

পথ আজ জনশূন্য। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে। এরূপ রাত্রে সচরাচর রাহাজানি হয়—তাই নগরবাসী অর্গলবদ্ধ গৃহে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজপথে মাঝে মাঝে দ্রুতচ্ছন্দ অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনা যায় মাত্র। সমস্ত নগর অতিক্রম করিয়া চারিবন্ধু নগরপ্রান্তে একটি কুটিরদ্বারে আসিয়া থামিল। রাজপথের উপর একটি অশ্বশকট অপেক্ষা করিতেছিল। চারিবন্ধু ধীরে ধীরে পথ হইতে নামিয়া কুটিরের অভিমুখে চলিল। কুটিরের দিকে আসিতেই অন্ধকার হইতে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ আসিয়া হিমাচলকে আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল।

হিমাচল বলিল,—'এখনও আছে ?'

বৃদ্ধ শির সঞ্চালনে জানাইল, আছে। বৃদ্ধকে আর কেহ চিনিল না। কাহার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল বুঝিতে কাহারও বিলম্ব

হইল না। বৃক্ষের নিকটে অশ্ব চারিটি রাখিয়া চারিবন্ধু কুটিরের দিকে অগ্রসর হইল। হিমাচল গবাক্ষ পথে গিয়া দেখিল একজন রমণী একটি পেটিকায় কিছু রত্নালঙ্কার তুলিয়া রাখিতেছে। প্রস্থানের প্রস্তুতি। স্বল্প দীপালোকেও হিমাচল চিনিতে ভুল করিল না। এই রমণীর সন্ধানেই সে আসিয়াছে। এই সময় একটি কাম্বোজ হ্রেষাধ্বনি করিল এবং শতভিষা গবাক্ষের দিকে চাহিল। সেদিকে দৃক্‌পাত করিয়াই সে সভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। হিমাচল গবাক্ষপথে গৃহে প্রবেশ করিল। সেই মূর্তিমান বিভীষিকার হাত হইতে পলায়ন করিতে শতভিষা দ্রুতহস্তে দ্বারের অর্গল মোচন করিল। সেখানে তাহার জন্য ভীষণতর বিভীষিকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুক্ত অসিহস্তে সর্দার বুদ্বুদ! শতভিষা একপদ পিছাইয়া গেল—তাহার আর্ত চীৎকার নৈশ গগনের সূচীভেদ্য স্তব্ধতার বুকে ছুরিকা হানিল। বুদ্বুদ তাহাকে আঘাত করিতে তরবারি উঠাইতেই হিমাচল চীৎকার করিল,—'ক্ষান্ত হও বুদ্বুদ! উহাকে আমরা হত্যা করিতে আসি নাই। উহার বিচার করিতে আসিয়াছি।'

বুদ্বুদ অস্ত্র সংবরণ করিল।

চারিবন্ধু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। শতভিষার পলায়নের আর পথ রহিল না। সে একটি কাষ্ঠাসনের উপর বসিয়া পড়িল। দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কহিল;—'আপনারা কি চাহেন?'

হিমাচল কহিল,—'যবন দাসব্যবসায়ী মীর কাশেমের উপপত্নী, ক্রীতদাসী শতাব্দী, বিজয়গড় দুর্গাধিপের দ্বিতীয়া স্ত্রী, রাজনর্তকী শতভিষার সন্ধানে আমরা আসিয়াছি।'

ঘরে ক্ষণিক স্তব্ধতা।

শতভিষা মুখ তুলিয়া অসীম ধৈর্যে কহিল,—'আমিই! বলিতে পারেন!'

—'তোমার অপরাধের বিচার করিতে আসিয়াছি আমরা। তোমার আত্মপক্ষের সমর্থনের পূর্ণ অধিকার আছে, সম্ভব হইলে অপরাধ অপ্রমাণ

করিয়া মুক্তি পাইতে পারো। সর্দার উদয়াচল তোমার অভিযোগ বলিতে পারো—'

উদয়াচল অগ্রসর হইল :

—'ভবানীমাতাকে সাক্ষী করিয়া আমি আপনাদের নিকট অভিযোগ করিতেছি—এই স্ত্রীলোকটি বিষপ্রয়োগে আমার শিশুপুত্র ভরতকে হত্যা করিয়াছে। একলিঙ্গজীর প্রসাদ বলিয়া বিষমিশ্রিত খাদ্য এই পাঠাইয়াছিল হিমাচলকে। একলিঙ্গজী হিমাচলকে রক্ষা করিলেন—কিন্তু আমার শিশুপুত্রটি বিষজর্জরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই দুইখানি পত্র আমি প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিতেছি।'

পত্র দুইখানি হিমাচল শতভিষার সম্মুখে মেলিয়া ধরিল, কহিল,

—'পত্র দুইখানি একই ব্যক্তির লিখিত—এ কথা স্বীকার কর ? শতভিষা প্রত্যুত্তর করিল না। হিমাচল পত্র দুইখানি অপর সকলকে দেখাইল। তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিল একই হস্তলিপি।

হিমাচল কহিল,—'সর্দার বুদ্বুদ—তোমার কোনও অভিযোগ আছে ?'

বুদ্বুদ অগ্রসর হইয়া কহিল,—'আছে! ঈশ্বরের নামে আমি আপনাদের নিকট অভিযোগ করিতেছি এই নারী আমাকেও বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিবার আয়োজন করিয়াছিল। ঐ পত্রে আমাকে সেইজন্যই সে আমন্ত্রণ করে। আমি যাই নাই বলিয়া আজও বাঁচিয়া আছি।'

শতভিষা কহিল,—'মিথ্যা কথা! কোনও প্রমাণ আছে। সাক্ষী আছে ?'

বুদ্বুদ কহিল,—'না, প্রমাণ নাই। একথা আর কেহ জানে না!'

হিমাচল কহিল,—'তাহা হইলে এ অভিযোগ প্রতিপন্ন হইল না।'

—'আমি প্রতিপন্ন করিব!'

সকলে সবিস্ময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল একজন দাসী দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্বুদ অস্ফুটে কহিল,—'আশা বহিন!'

—'হাঁ আমি আশা, আমি এই ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের পরিচারিকা।

সর্দার বুদ্বুদকে হত্যা করিবার আয়োজন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমি সর্দার বুদ্বুদকে সাবধান না করিলে—'

—'শয়তান! বিশ্বাসঘাতক!' অস্ফুটে গর্জন করিল শতভিষা।

হিমাচল কহিল,—'আর বলিবার প্রয়োজন নাই, শতভিষা স্বমুখে স্বীকার করিয়াছে। তাহার বিশ্বাসঘাতক সম্বোধনই যথেষ্ট প্রমাণ!'

আশা কহিল,—'আমার কথা শেষ হয় নাই। ঈশ্বরের চরণে আমি আপনাদের সম্মুখে অভিযোগ আনিতেছি—আমি হিন্দুরমণী। এই যবনী ও তাহার উপপতি আমার ধর্মনষ্ট করিয়াছে। আমাকে আজীবন ক্রীতদাসী করিয়া রাখিয়াছে। অসংখ্য সুকুমার নারীকে দাসীরূপে বিক্রিত হইতে দেখিয়াছি আমি। এই আমার অভিযোগ। আপনাদের বিচারের ফলাফল কি হইবে জানি না কিন্তু এ বিচার অন্তে আমি স্বহস্তে ইহার কণ্ঠনালী ছিন্ন করিব।'

আশা পশ্চাদ্‌গমন করিতে হিমাচল একপদ অগ্রসর হইল, কহিল,—'এইবার আমার সময় আসিয়াছে। এই রমণীকে আমি একদিন ভালবাসিয়াছিলাম। প্রথম যৌবনের সেই আনন্দমুখরিত উচ্ছল দিনে আমি ইহার স্বরূপ চিনিতে পারি নাই। উহার সীমান্তে আমি সিন্দুরবিন্দু আঁকিয়া দিয়াছিলাম। অগাধ ঐশ্বর্য রাজসম্পদ অকাতরে তাহার জন্য ব্যয়িত করিতাম, তবু উহার ক্ষুধা মিটিল না; আমার প্রথমা স্ত্রীকে ও নিজ উপপতি মীরকাশেমের হস্তে সমর্পণ করিল। জানি না কোন হারেমে তাহার শেষ নিশ্বাস পড়িল। আমি স্ত্রী হারাইলাম, পুত্রকে বক্ষে পাইলাম না; ইহার অপরাধের আমি বিচার করিয়াছিলাম। বিচারে প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু সেই রাত্রেই আমার প্রথমা স্ত্রী অপহৃতা হওয়ায় আমি দুর্গ হইতে তাহার সন্ধানে বাহির হইলাম। ব্যর্থ সন্ধানে রাত্রি যাপন করিয়া প্রত্যূষে দুর্গে ফিরিয়া দেখিলাম আমার সুখের রাজ্য দস্যুদ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছে। বন্দিনী পলাতকা। ছদ্মনামে আজ আমি সামান্য সৈনিক!

শতভিষা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'আমি এ অভিযোগ অস্বীকার করিতেছি! মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! তোমার কোনও সাক্ষী আছে?'

পূর্বদৃষ্ট বৃদ্ধ দ্বারদেশ হইতে বজ্র নির্ঘোষে কহিল,—'আছে !'

শতভিষা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'কে ! কে তুমি !'

সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া একই প্রশ্ন করিল,—'কে তুমি !'

—'ছোটরাণী শতাব্দী দেবীই আমাকে চিনিবেন !'

শতভিষা পুনরায় বসিয়া পড়িল, দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল—'চিনিয়াছি।—বিজয়গড় দুর্গের জল্লাদ !'

—'হ্যাঁ আমি বিজয়গড় দুর্গের জল্লাদ ! প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা পাইয়াছিলাম। কর্তব্য অসমাপ্ত রহিয়াছে ; বন্দিনী দীর্ঘদিন পলাতকা। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যত্ন করিয়া সে পরোয়ানাখানি রাখিয়া দিয়াছি।'

বৃদ্ধ অঙ্গরাখার ভিতর হইতে ধূলিম্লান জীর্ণ একটি পত্রখণ্ড বিচারক হিমাচলের হস্তে অর্পণ করিল। হিমাচল সকলকে দেখাইয়া কহিল, 'এই সেই আদেশনামা।'

বুদ্বুদ কহিল, 'অভিযোগ শেষ হইয়াছে, এইবার তবে বিচারকগণ রায় দিবেন।'

হিমাচল কহিল, 'না ! আরও একটি গুরুতর অভিযোগ বাকি রহিল। ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া আমি এই রমণীকে অভিযুক্ত করিতেছি। এ স্বহস্তে কুমার রঘুদেবকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছে।'

শতভিষার প্রতিবাদ করিবার ভাষা ছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া পড়িতেছিল।

হিমাচল কহিল, 'বন্ধুগণ ! আপনারা এর প্রতি কি শাস্তি বিধান করেন !'

সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করিল,—'মৃত্যুদণ্ড !'

শতভিষা উঠিয়া কহিল, 'তোমরা এতগুলি পুরুষ এক নিঃসহায় রমণীকে একযোগে হত্যা করিবে। নারীহন্তার পাতক তোমাদের লাগিবে না মনে করিতেছ !'

হিমাচল অস্ফুটে কহিল, 'তুমি নারী নহ, স্বয়ং শয়তান ! শতাব্দি ! আমরা তোমাকে হত্যা করিতে আসি নাই, বিচার করিতে

আসিয়াছিলাম মাত্র। আমরা মৃত্যুদণ্ড দিয়াছি! রাজপুত কখনও রমণীর দেহে অস্ত্র তোলে না! দণ্ডদান করিবে জল্লাদ! ঈশ্বর নির্দেশে তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না!'

পলিতকেশ বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আসিয়া শতভিষার হস্ত বামহস্তে গ্রহণ করিল। দক্ষিণ হস্তে তাহার ভীমদর্শন খড়্গ।

শতভিষা সহসা নতজানু হইল। বুদ্ধুদের চরণতলে পড়িয়া কহিল,—'তোমায় আমি সত্যই ভালবাসিয়াছিলাম সর্দার বুদ্ধুদ!'

মৃত্যুভয় ভীতা শতভিষার কালীবর্ণ মুখ দেখিয়া বুদ্ধুদের হৃদয় শান্ত হইল। মনে হইল হয়তো সেও ক্ষণিক মুহূর্তে ইহাকে ভালবাসিয়াছিল। হউক ভ্রান্তপ্রেম—তবুও সেই ক্ষণিক মুহূর্তের প্রেমাস্পদের প্রাণভিক্ষায় তাহার হৃদয় দ্রব হইল। সে অস্ফুটে কহিল, 'আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।'

শতভিষা তৎক্ষণাৎ উদয়াচলের পদতলে পড়িয়া কহিল—আপনার পুত্রকে আমি ইচ্ছা করিয়া হত্যা করি নাই। আমিও নারী, আমারও সন্তান আছে।'

উদয়াচল দুই হস্তে নিজ মুখ ঢাকিল, কহিল,—'তোমাকে মার্জনা করিলাম।'

শতভিষা তৎপরে হিমাচলের দিকে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি তুলিয়া ধরিল, অস্ফুটে কি যেন প্রিয় নামে সম্বোধন করিল। এক যুগ পরে সেই সম্বোধন শুনিয়া হিমাচল শিহরিয়া উঠিল। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত হিমাচল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চক্ষুদ্বয় সজল হইল, কপোল বহিয়া দুইটি ধারা নামিল। শতভিষা বুঝিল, হিমাচল তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে। তবু হিমাচলের জানু জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—'আমি জানি তুমি তোমার শতাব্দীকে ক্ষমা করিয়াছ, তবু একবার ইহাদের জানাইয়া দাও।'

হিমাচলের ওষ্ঠদ্বয় নড়িল। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—'আমার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা তোমার হাত হইতে—তবু তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম!'

শতভিষার মুখে আশার আলোকরশ্মি আসিয়া পড়িল। হিমাচল তখনও বলিতেছিল—'শতাব্দি! সমস্ত জানিয়াও তোমাকে আজও আমি ভালবাসি। কী মন্ত্রে তুমি আমাকে বশ করিয়াছিলে জানি না—তোমাকে আমি ঘৃণা করি—তবু ভালবাসি! তোমার মৃত্যুতে কেহ কাঁদিবে না—কাঁদিবে শুধু হতভাগ্য হিমাচল!'

শতভিষা কহিল,—কিন্তু আমি তো মরিব না—তুমি তো আমাকে ক্ষমা করিয়াছ।'

হিমাচল কহিল,—'আমি দেওয়ানী ফৌজভুক্ত! ব্যক্তিগত জীবন বলিয়া আমার কিছু নাই! আমার প্রতি তুমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ তাহার জন্য তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু কুমার রঘুদেবকে হত্যা করা রাজদ্রোহ! তাহার মার্জনা নাই। শতাব্দি, তোমার প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করিতে পারিলাম না।'

আশা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—'আমিও ক্ষমা করিব না! সমস্ত জীবন ভরিয়া যে সকল নারীর আর্ত ক্রন্দন আমি শুনিয়াছি তাহাদের স্বর্গগত আত্মা তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবে না।'

হিমাচল কহিল,—'জল্লাদ!'

জল্লাদ শতভিষার বাহুমূল ধরিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আনিল। এ দৃশ্য দেখিতে কেহই বাহিরে আসিল না। চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্তিম আর্তনাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। সহসা বৃদ্ধ জল্লাদের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিল বৃদ্ধের কবলমুক্ত হইয়া শতভিষা প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে, কিন্তু সে পারিল না। অল্পদূরে গিয়াই অমানিশার অন্ধকারে একটি উপলখণ্ডে আঘাত পাইয়া বসিয়া পড়িল।

অন্ধ তামসী রাত্রির ঘনান্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সহসা আকাশে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল। দেখা গেল আহত শতভিষা নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে; আর তাহারই ভূলুণ্ঠিতা দেহের পার্শ্বে জল্লাদ দণ্ডায়মান। তাহার ভীমখড়্গ সবেগে নামিয়া আসিতেছে বসুধালিঙ্গনরতা শতভিষার স্কন্ধে!

পরমুহূর্তেই অন্ধ তামসী রাত্রি নৈশগগন বিদীর্ণ করিয়া যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল, আল্লাহ্ !'

চিতোরে অশান্তি দূরীভূত হইয়াছে। যোধরাওয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও চণ্ডদেব তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। যোধরাও পশ্চিম অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি যোধপুর নগরীর পত্তন করেন। পরে যোধরাজের সহিত চণ্ডদেবের রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সে ঘটনা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত, এ কাহিনীর অঙ্গ নহে। মারবারী দস্যুদের অন্তর্ধানে দীর্ঘদিন পরে মেবারবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দীর্ঘ দিবস পরে প্রকাশ্য দরবারে রানা মুকুল আবির্ভূত হইলেন। চণ্ডদেব তাঁহার নিম্ন আসনে বসিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিলেন। সর্বপ্রথমেই উপেন্দ্রবজ্রকে সেনাপতির শূন্য আসনে বসাইলেন। বুদ্বুদের অমিতবিক্রমের পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে দেওয়ানী ফৌজ পদে উন্নীত করা হইল। অন্যান্য সৈনিকেরা যাহারা বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখান হইল। মেবারে শান্তির ছায়া নামিয়া আসিল।

বুদ্বুদের কিন্তু একটি কার্য বাকি আছে।

বিবাহ করা! রাজমাতা মধুশ্রীই কন্যার অভিভাবক হিসাবে কন্যাদান করিতেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তাঁহার অশৌচ—সুতরাং অন্য কোনও স্থান হইতে বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উদয়াচলের গৃহ উন্তালা গ্রামে বিবাহের ব্যবস্থা করা চলিত—কিন্তু সদ্য সন্তানহারা লছমীর নিকটে এ প্রস্তাব করা উচিত হইবে না। অগত্যা হিমাচল কহিল,—আমিই কন্যাকর্তা। আমার গৃহেই বুদ্বুদ বিবাহ করিতে আসিবে। আমরা তিনবন্ধু মিলিয়া পুষ্পতোরণ রচনা করিব। ক্ষমতা থাকে বুদ্বুদ জয় করুক !'

বুদ্বুদ জোড়হস্তে কহিল,—'বিবাহ মাথায় থাকুক, তোমাদের মত তিনটি অনডান একত্র হইলে আমার তোরণ জয়ের আশা দুরাশা।'

বিন্ধ্যাচল কহিল,—'তাহা যেন হইল, কিন্তু হিমাচলের গৃহ বলিতে তো আমি জানি রাজারের আসবাগারের একটি কক্ষ। সেইটাই কি বিবাহ সভা হইবে ?'

হিমাচল ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল,—'ওহে না। হিমাচলেরও ঘর-দুয়ার আছে।'

দেখা গেল যদিচ অতি অল্প সময়েই গৃহমধ্যে বাস করে, তবু তাহারও একটি আবাসস্থল আছে। তিলাঞ্জলিকে এখানে আনা হইল। আশাও তাহার পরিচারিকারূপে আসিল। দুইজনে বৎসর-সঞ্চিত ধূলিজাল মুক্ত করিয়া হিমাচলের গৃহটি মনুষ্যবাসোপযোগী করিয়া তুলিল।

হিমাচল কহিল,—'বুদ্বুদ, এতদিন যাহা করিয়াছ করিয়াছ, ইহার পর আর আমার কন্যার সহিত তোমার দেখা করা চলিবে না।'

—'তোমার কন্যা ?'

—'আলবৎ! আমিই তো কন্যাকর্তা! তুমি জামাতারূপে একেবারে বরবেশে আসিবে, তৎপূর্বে এ বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারিলে খুনোখুনি হইয়া যাইবে।'

সকলেই সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। বুদ্বুদ কহিল,—'তাহা হইলে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ পাইব ? বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা তো করিতে হইবে।'

—'বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা অবশ্য আমি করিব—কিন্তু আমার সাক্ষাতের জন্য চিন্তিত হইও না—চিরকাল যেখানে আমার সাক্ষাৎ পাইয়াছো সেইখানেই পাইবে। ঐ অছিলায় এ বাড়িতে আসিতে পারিবে না।'

অতঃপর বিবাহের ব্যবস্থায় সকলে মাতিয়া উঠিল। বিবাহের দিন স্থির হইল। ইত্যবসরে বুদ্বুদ সর্দার একবার রাজমাতার দর্শন প্রার্থনা করিল। মধুশ্রীর পদতলে একটি রত্নহার রাখিয়া কহিল,—'আমাদের পাথেয় হিসাবে এটি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন; ইহাকে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় নাই।'

মধুশ্রী হাসিয়া কহিলেন,—'এই রত্নহার তোমার নববধূকে যৌতুক দিলাম।'

বুদ্বুদ রত্নহার মস্তকে স্পর্শ করাইয়া মধুশ্রীকে প্রণাম করিয়া ফিরিল।

বিবাহের আর মাত্র চারিদিন বাকি। আসবাগারের নির্দিষ্ট স্থানটিতে বুদ্বুদ হিমাচলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল,—'একটি বাধা আছে। আমি আহেরিয়া এবং তিলাঞ্জলি শিশোদীয়া রাজপুত। আমাদের বিবাহ কিরূপে হইবে?'

হিমাচল কহিল,—'এ বিবাহে বাধা হইতে পারে না। এরূপ বিবাহের নজির আছে। আমি উপযুক্ত পণ্ডিতের বিধান আনিব যাহাতে বিবাহ সময়ে কেহ বাধা দিতে না পারে।'

বিবাহের পূর্বদিন রাত্রে বুদ্বুদ আর স্থির থাকিতে পারিল না। বস্তুত মীনকেতনের কবল হইতে উদ্ধার করার পর তিলাঞ্জলির সহিত বুদ্বুদের নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় নাই। কাল দেখা হইবে বটে কিন্তু লোকজনের ভিড়ে তিলাঞ্জলির সহিত নিভৃত কূজন করিবার অবকাশ মিলিবে না। বুদ্বুদ আর স্থির থাকিতে পারিল না। রাত্রিকালে একাকী হিমাচলের গৃহে উপনীত হইল। রাত্রি গভীর হইয়াছে। সম্ভবত গৃহবাসী সকলেই নিদ্রিত, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। বুদ্বুদ গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে আসিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে আসিল। পতনজনিত একটি শব্দ উঠিল—গৃহবাসী কেহই জাগরিত হইল না। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বুদ্বুদ অগ্রসর হইল। পাশাপাশি তিনখানি কক্ষ। প্রথমটিতে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তিলাঞ্জলি কোন কক্ষে আছে কে জানে!

শেষকালে ভুলিয়া না হিমাচলের কক্ষে প্রবেশ করে! অবশ্য তাহা হইলেও ভয়ের কিছু নাই। হিমাচল নিশ্চয়ই সত্য সত্যই তাহাকে নগরপালের হস্তে অর্পণ করিবে না। যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহার গবাক্ষপথে বুদ্বুদ মুখ বাড়াইল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মুহূর্তকাল সে প্রাচীরে

দেহভার রাখিয়া আত্মসংবরণ করিল, তারপর ধীরে ধীরে তরবারি কোষমুক্ত করিয়া দ্বারপথে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

বুদ্বুদ দেখিয়াছিল, ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে তিলাঞ্জলি নিদ্রামগ্ন। তাহার একখানি হাত স্খলিত হইয়া লুটাইতেছে, বক্ষাঞ্চলের কাপড় সরিয়া গিয়াছে—এবং তাহার মস্তকের নিকট হিমাচল দণ্ডায়মান। হিমাচল অঞ্চলটি তুলিয়া দিল, স্খলিত হস্তখানিও বুকের উপর স্থাপন করিল, তারপর নত হইয়া তিলাঞ্জলির শিরশ্চুম্বন করিল। ঘুমের মধ্যে তিলাঞ্জলি পাশ ফিরিল।

বুদ্বুদের সমস্ত শরীর তখন ক্রোধে কাঁপিতেছিল! হিমাচলের এই ব্যবহার যেন স্বপ্নাতীত। তাহার মনে পড়িল দীর্ঘদিন পূর্বে হিমাচল মান্দোরে বলিয়াছিল—এই মেয়েটিকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। তখনই বুদ্বুদের সন্দেহ হইয়াছিল। তারপরে যতবার সে তিলাঞ্জলির ভালবাসার কথা হিমাচলকে শুনাইতে গিয়াছে ততবারই সে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে বাধা দিয়াছে; বলিয়াছে—স্ত্রীলোকের ভালবাসায় সে বিশ্বাস করে না। মনে পড়িল একদিন হিমাচল বলিয়াছিল,—'মানুষকে কি সত্যই চেনা যায়? ধর যদি তিলাঞ্জলিকে উদ্ধার করিয়া আমার চিত্তবিভ্রম হয়—তখন আমার দোষ দিবে না তো?'

হিমাচল নিশ্চয়ই তিলাঞ্জলির প্রতি গোপন অনুরাগ পোষণ করিত! উপায় নাই! পরম সুহৃদ্ হিমাচলকে বুদ্বুদ ক্ষমা করিতে পারিবে না। বুদ্বুদের চিন্তায় বাধা পড়িল। দ্বারপথে হিমাচল আসিয়া সবিস্ময়ে কহিল,—'তুমি?'

—'হ্যাঁ, আমিই! তরবারি নিষ্কাশিত কর হিমাচল। এক নারীর দুইজন প্রেমিক থাকিতে পারে না।'

—'কি বলিতেছ বুদ্বুদ!'

—'বলিতেছি অস্ত্র গ্রহণ কর কাপুরুষ! নচেৎ আঘাত করিলাম।'

হিমাচল দ্বারের চৌকাঠ ধরিয়া আপনাকে সংযত করিল—কহিল—'দ্বিতীয়বার ওকথা উচ্চারণ করিও না। দেওয়ানী ফৌজভুক্ত কেহ কাপুরুষ সম্বোধন শুনিয়া ক্ষমা করে না!'

বুদ্বুদ কহিল,—'একবার কেন, সহস্রবার বলিব—ভীরু কাপুরুষ! ভবানীমাতার নামে শপথ করিতেছি তুমি জীবিত থাকিতে আমি তিলাঞ্জলিকে বিবাহ করিব না।'

—'কি বলিলে!'

বুদ্বুদ পুনরায় কহিল,—'অস্ত্র হাতে যদি মরিবার ইচ্ছা থাকে তবে অস্ত্র লও।'

হিমাচল একবার ভিতরে দৃক্‌পাত করিল। তিলাঞ্জলি তখনও নিদ্রাভিভূত।

হিমাচল মুহূর্তকাল কি ভাবিয়া বলিল,—'সর্দার হিমাচল জীবনে কখনও অপমান সহ্য করে নাই—নিকটতম বন্ধুর নিকট হইতেও নহে। বেশ, তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান আমি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এস্থলে নহে। এখানে তিলাঞ্জলির নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে। অর্ধদণ্ড পরে মহাকালের মন্দির প্রাঙ্গণে আমার জন্য অপেক্ষা করিও।'

—'তথাস্তু!' বুদ্বুদ অসি কোষবদ্ধ করিয়া বীরদর্পে বাহির হইয়া গেল। উত্তেজনায় তাহার শিরায় শিরায় আগুন জ্বলিতেছে। হিমাচল! সুউচ্চ হিমালয়ের ন্যায় উন্নতশির হিমাচল—এত নীচ! নাঃ! হিমাচল অথবা বুদ্বুদ একজনকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইবেই। অর্ধদণ্ড সময় গভীর রাত্রে রাজপথে পদচারণ করিতে করিতে কখন অতিবাহিত হইল বুদ্বুদ বুঝিতে পারিল না। দ্রুত পদসঞ্চালনে সে মন্দিরাভিমুখে চলিল। দূর হইতেই দেখিতে পাইল মহাকালের মন্দিরতলে কে তাহার জন্য বসিয়া আছে। বুদ্বুদ নিকটবর্তী হইতে লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। বুদ্বুদ দেখিল সে স্ত্রীলোক, হিমাচল নহে।

—'আশা বহিন! তুমি এত রাত্রে এখানে?'

—'সর্দার হিমাচল আমাকে এইস্থলে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। আপনার নামে জরুরী পত্র আছে।'

—'পত্র? আশার হাত হইতে পত্র লইয়া বুদ্বুদ মহাকালের মন্দিরে প্রবেশ করিল। যবনী আয়েসা দ্বারে অপেক্ষা করিয়া রহিল;

—তাহার ভিতরে যাইবার অধিকার নাই। মহাকালের মন্দিরে স্বর্ণদণ্ডে ঘৃতের পবিত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহারই আলোকে বুদ্বুদ হিমাচলের দীর্ঘপত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

—'প্রিয় বুদ্বুদ,

জীবনে এই প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলাম। এই শেষ! জানি তুমি হাসিবে। হাসিতে পার, আমার পলায়নে প্রমাণ হইল তুমিই রাজোয়ারার শ্রেষ্ঠ তরোয়ারকর। মহিমার্ণব চণ্ডদেবের শক্তির পরিমাপ নাই; তাহা ভিন্ন সাধারণ চিতোরবাসীর বিশ্বাস রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ অসিযোদ্ধা হয় তুমি নয় মীনকেতন, অথবা এই হতভাগ্য! মীনকেতন তোমার আঘাতে হত হইয়াছে—সুতরাং হয় তুমি, নয় আমি! তোমার সহিত আমার দুইবার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রথমবার দৈবযোগে ফলাফল নির্ধারিত হয় নাই; এবার আমি পশ্চাদপসরণ করিলাম। সুতরাং তুমিই আজ রাজস্থানে শ্রেষ্ঠ অসিবীর। ইহাতে আমার দুঃখ নাই। এ পরাজয় আমার কাম্য। কেন জানো? কারণ পুত্রের হস্তে পরাজয় সর্বাপেক্ষা আনন্দ-দায়ক! তোমাকে আমার পুরা ইতিহাস বলি নাই। মীনকেতন আমার প্রথমা স্ত্রীকে যখন অপহরণ করিয়া লইয়া গেল তখন সে পূর্ণগর্ভা ছিল। আমার ধারণা ছিল স্ত্রীপুত্র উভয়েই হত হইয়াছে। বনমধ্যে বহু অন্বেষণ করিয়াও তাহার কোনও সন্ধান পাই নাই। অথচ তাহার রত্নালঙ্কারগুলি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। সম্ভবত সীতা-দেবীর আদর্শে সে আমাকে পথসন্ধান দিতেই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার দেহের সব কয়টি অলঙ্কারই পাইয়াছিলাম। পাই নাই তাহাকে, আর পাই নাই একপাটি কঙ্কণ। তোমার মনে থাকিতে পারে কয়েকদিন পূর্বে তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি আহেরিয়া, তিলাঞ্জলির সহিত বিবাহে সামাজিক আপত্তি উঠিতে পারে। কয়দিন অহরহ আমি সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। তিলাঞ্জলি বুদ্ধিমতী, সে বোধহয় আমার মনের কথা বুঝিয়াছিল—কাল সে আমাকে প্রশ্ন করিল,—'আপনি এত কী ভাবিতেছেন?' তখন আমি তোমার

সহিত তাহার বিবাহে বাধার কথা বলিলাম। উত্তরে সে বলিল হয়তো তুমি আহেরিয়া নহ! আমি বিস্মিত হইলাম। তখন তিলাঞ্জলি তোমার জন্ম বৃত্তান্তের কথা আমাকে বলিয়া গেল। আশ্চর্য! তুমি নিকটতম বন্ধুর নিকটেও যে কথা কোনও দিন প্রকাশ কর নাই তাহাই তাহাকে অকপটে বলিয়াছ দেখিলাম। সর্বোপরি তিলাঞ্জলি যখন তোমার প্রণয়োপহার একপাটি কঙ্কণ আমাকে দেখিতে দিয়া কহিল,—'কঙ্কণের গঠন দেখিয়া মনে হয় তাঁহার মাতা ঘরানা ঘরের মহিলা', তখন আমার আর বাক্যস্ফূর্তি হইল না। এ কঙ্কণ দীর্ঘদিন পূর্বে আমার প্রথমা স্ত্রীকে প্রণয়োপহার দিয়াছিলাম। এর দ্বিতীয় পাটি এখনও আমার নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে—গহন অরণ্যে একপাটি কঙ্কণই আমি খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম।

নিঃসংশয়ে বুঝিলাম তোমাকে দেখিয়া কেন প্রথমদিন হইতেই আমার বঞ্চিত পিতৃত্ব বুকের ভিতর হাহাকার করিয়া উঠিত। অর্ধদণ্ড পূর্বে আমার প্রথমা স্ত্রীর সকল অলঙ্কার তিলাঞ্জলির শিয়রে রাখিয়া আসিতে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম! তিলাঞ্জলিকে আমি আন্তরিক স্নেহ করি; করি লছমীকেও; তোমাকে সব কথাই বলিতাম। আমার এত বড় সুখ আর কিছুই হইতে পারিত না! কিন্তু তুমি ভবানীমাতার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ আমি জীবিত থাকিতে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় তিলাঞ্জলিকে বিবাহ করিবে না। তিলাঞ্জলির জীবন ইহাতে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অনায়াসে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে পারিতাম। বস্তুত এ পলায়নের লজ্জার হাত হইতে তাহা হইলে নিষ্কৃতি পাইতাম। জীবনে অনেক দুঃখ সহিয়াছি, মাথা কখনও নত করি নাই। আজ মাথা নত করিলাম। বিশ্বাস করিও বুদ্বুদ প্রাণভয়ে নয়, পিতৃহন্তার পাপ তোমাকে লাগিতে দিব না বলিয়াই আজ আমি কাপুরুষ।

রানা লখার আহ্বান আমি শুনতে পাইয়াছি। এ পত্র যখন তুমি পাঠ করিবে তৎক্ষণে আমি চিতোরের নগরসীমা অতিক্রম করিব। একলিঙ্গজীর নামে শপথ করিতেছি রানা লখার সহিত

লিত হইতে বিলম্ব করিব না। সুতরাং তিলাঞ্জলিকে বিবাহ করিলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না।

আমি তোমার অক্ষম পিতা, আমি পিতার কোনও কর্তব্যই পালন করি নাই; হয় তো অনেক সময়ে অনেক আঘাত দিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করিও। বিদায়কালে আমার শেষ মিনতি ভবিষ্যতে আমার কথা যখন মনে পড়িবে তখন আমাকে মদ্যপ বলিও, উচ্ছৃঙ্খল বলিও, অযোগ্য পিতা বলিও, কিন্তু ভীরু কাপুরুষ বলিও না!

আর একটি অনুরোধ—তোমার পালক পিতা আহেরি সর্দার মঙ্গলরামকে তোমরা দুইজনে প্রণাম করিয়া আসিবে। আমি পিতার কর্তব্য করি নাই—তাই পিতার পুরস্কারও পাইলাম না—তবে তিনি যেন তোমাদের যুগল প্রণাম হইতে বঞ্চিত না হয়েন। একথা কেন বলিলাম, যদি কখনও পিতা হও তবে বুঝিবে।

ভবানীমাতা এবং একলিঙ্গজীর চরণে তোমাদের সঁপিয়া গেলাম।

ইতি হতভাগ্য তোমার জনক

হিমাচল!'

পত্র পাঠ করিয়া বুদ্ধু মহাকালের মন্দিরপ্রাঙ্গণে লুটাইয়া পড়িল। দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারে তাহার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। রাত্রি প্রভাতপ্রায়।

পূর্বাকাশে নবীন সূর্যের আমন্ত্রণলিপি পৌঁছিয়াছে। মহাকালের মন্দির-শীর্ষের মঙ্গল কলসে বালার্ক আভা আসিয়া পড়িয়াছে। শুকতারার স্থির জ্যোতি সে আলোকের ছটায় ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া গেল। নবীন সূর্যের আলোক-সিন্ধুতে প্রভাত-তারকার ক্ষুদ্র তরণী কোথায় বিলীন হইয়া গেল।

মহাকালের মন্দিরে আরতি শুরু হইল।